পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 305 Thursday, 9 October, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ৩০৫ সংখ্যা ❋ ২২ আশ্বিন ১৪৩২, বৃহস্পতিবার, ৯ অক্টোবর ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

নরেন্দ্র মোদিকে সতর্ক করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

‘অ্যাক্টিং প্রাইম মিনিস্টার অমিত শাহ, মীরজাফর হয়ে যেতে পারেন’

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ অক্টোবরঃ পুজোর মরশুম। রাজ্যে বিশেষ নিবিড় সংশোধনের তোড়জোড়। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে নজিরবিহীন আক্রমণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অমিত শাহ ‘অ্যাক্টিং প্রধানমন্ত্রী’-র মতো কাজ করছেন বলে তোপ দাগেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে সতর্কও করেন তিনি। বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গ পরিদর্শনের পর বুধবার কলকাতায় ফেরেন মমতা। কলকাতা বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় বিজেপি ও কেন্দ্রীয় সরকারকে একের পর এক তোপ দাগেন। মোদি সরকারকে আক্রমণ করে মমতা বলেন, ‘‘আমার বলতে খারাপ লাগছে, কিন্তু, এরা দেশকে শেষ করে দেবে। আমি অনেক সরকার দেখেছি। কিন্তু, আমি এমন ঔদ্ধত্য কখনও দেখিনি। এমন একনায়ক সরকার দেখিনি। তাদের মনে রাখা দরকার, তারা আজ ক্ষমতায় রয়েছে। কিন্তু, আগামিকাল ক্ষমতায় নাও থাকতে পারে। কোনও কিছুই স্থায়ী নয়।’’ এরপরই অমিত শাহকে আক্রমণ করেন মুখ্যমন্ত্রী। আর মাস সাতেক পরে রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে বাংলায় এসআইআর সম্পন্ন করার তোড়জোড় শুরু করেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী-সহ কমিশনের চার কর্তা বাংলায় এসেছেন। ১৫ অক্টোবরের মধ্যে রাজ্যে এসআইআর শুরু হতে পারে বলে জল্পনা বেড়েছে। এই পরিস্থিতিতে নির্বাচন কমিশনকে নিয়ে বলতে গিয়ে অমিত শাহকে আক্রমণ করেন মমতা। তখনই তিনি প্রধানমন্ত্রীকেও সতর্ক করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘পুজোর মরশুমের মধ্যে ১৫ দিনে এসআইআর আদৌ সম্ভব? সবাইকে নাম তুলতে হবে। এটা কী করছে এরা? বিজেপি পার্টির কমিশন হবে? নাকি গণতন্ত্রের অধিকারের কমিশন হবে? এটা পুরো অমিত শাহর খেলা। তিনি তো অ্যাক্টিং প্রধানমন্ত্রীর মতো কাজ করেন। আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, প্রধানমন্ত্রী সব জানেন। আমরা প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করতে পারি, সবসময় অমিত শাহকে বিশ্বাস করবেন না। একদিন তিনি আপনার বড় মীরজাফর হয়ে যাবেন। আগে থেকে সজাগ থাকুন। সকালই বলে দেয়, দিন কেমন যাবে।’’ অমিত শাহকে মমতার আক্রমণ নিয়ে রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি সুকান্ত

মজুমদার বলেন, ‘‘এসআইআর নিয়ে ভয় পেয়ে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। উনি যেভাবে ভোট চুরি করে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী মুসলিমদের ভোটে জেতেন, সেটা ধরা পড়ে যাবে বলে উনি এই সমস্ত অসংলগ্ন কথাবার্তা বলছেন। মীরজাফর যদি কেউ থাকেন, বাঙালি হিন্দুদের সঙ্গে মীরজাফরের কাজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করেছেন, পশ্চিমবঙ্গকে বাংলাদেশ করার চক্রান্ত করে।’’ উল্লেখ্য জলপাইগুড়ির নাগরাকাটায় বিজেপি সাংসদ ও বিধায়ক আক্রান্ত হওয়ার পরই ত্রিপুরায় তৃণমূলের পার্টি অফিসে হামলা চালানো হয়। বুধবার তৃণমূলের প্রতিনিধি দল ত্রিপুরায় যায়। কিন্তু, সেখানে পুলিশি বাধার মুখে পড়েন কুণাল ঘোষরা। এই নিয়ে সরব হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূলের প্রতিনিধি দলকে বাধা দিলে তিনি ত্রিপুরা যাবেন বলে জানালেন। এদিন কলকাতা বিমানবন্দরে বিজেপি ও কেন্দ্রীয় সরকারকে একাধিক ইস্যুতে তোপ দাগেন। তখনই উঠে আসে ত্রিপুরায় তৃণমূলের প্রতিনিধি দলকে বাধা দেওয়ার প্রসঙ্গ। ত্রিপুরায় তৃণমূলের প্রতিনিধি দলকে বাধা দেওয়ার প্রসঙ্গ তুলে মমতা বলেন, ‘‘শুধুমাত্র ৫ জনের টিম পাঠিয়েছি। বিমানবন্দরে আটকে দিয়েছে। আমাদের কর্মীরা বাইক নিয়ে এসেছিলেন প্রতিনিধিদের নিয়ে যেতে। কিন্তু, তাতেও যেতে দেওয়া হয়নি। তারপর আমি বলি, হেঁটে যাও। তাতেও যদি বাধা দেয়, আমি নিজে যাব। আমি দেখব, ওদের কত স্পর্ধা।’’ এরপরই তিনি বলেন, ‘‘ত্রিপুরায় অভিষেকের গাড়িতে হামলা চালিয়েছিল। পাথর ছুড়েছিল। দোলা সেন, সুস্মিতা দেবের গাড়িতে হামলা চালানো হয়েছিল। ডবল ইঞ্জিন সরকার হলে কি সব মাফ?’’ প্রসঙ্গত, এদিন আড়াই ঘণ্টা পর তৃণমূলের প্রতিনিধিদের বিমানবন্দর থেকে দলীয় অফিসে যেতে দেওয়া হয়। এদিকে, পরের সপ্তাহে আবার উত্তরবঙ্গ সফরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, ত্রাণের কাজ যতদূর সম্ভব করে দিয়েছি। তবে ১৫ দিনের মধ্যে যে চাকরি দেওয়ার কথা বলেছি, তার অ্যারেঞ্জমেন্টের জন্য আবার আগামী সপ্তাহে যাব। এদিন কেন্দ্রীয় সরকারকে আক্রমণ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘বিহারে নির্বাচন আছে বলে ছটপুজোয় বিমানের ভাড়ায় ছাড় দিয়েছে। এতে আমি খুশি। আমার কোনও দুঃখ নেই। কিন্তু, একটা দুর্যোগ হয়ে যাওয়ার পরও বাগডোগরা থেকে যাঁরা কলকাতা আসছেন, তাঁদের বিমানের ভাড়া ১৮ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছে আজকে। এটা কি বৈষম্য নয়?’’ নাগরাকাটা বিপর্যস্ত এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছেন বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু ও বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ। এই ঘটনার নেপথ্যে ইতিমধ্যে জনরোষের তত্ত্ব খাড়া করেছে তৃণমূল। এবার খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় খাড়া করলেন আরও একটি তত্ত্ব। তিনি প্রশ্ন তুললেন, বিজেপির গোষ্ঠী কোন্দলের জন্য নাগরাকাটায় গিয়ে খগেন মুর্মু আহত হননি তো? বিজেপির উদ্দেশেই মমতা বলেন, ‘‘আগে আপনারা দেখুন, আপনাদের দলের ভিতরেই কিছু হয়নি তো? কারণ ওই এলাকা বিজেপির। এমপি-এমএলএ সবই বিজেপির। তদন্ত চলছে।’’ আগেই মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেছিলেন, বিজেপি ৩০টা কনভয় নিয়ে সেখানে গিয়েছিল। মানুষ তা ভালভাবে নেননি। সেই বিষয়টি নিয়ে এদিন আরও একবার বলেন, ‘‘উত্তরবঙ্গে এখন যা পরিস্থিতি, তাতে এখন প্রশাসন কি করবে, উদ্ধারকার্য করবে নাকি, যাঁরা ৪০-৫০টা গাড়ি নিয়ে যাচ্ছেন, ওদের পিছনে দৌড়বে? কোনটা বেশি জরুরি? যখন কোনও বিপর্যয় হয়, তখন কোনও নেতাকে সেখানে যেতে নেই। আমিও সেখানে গিয়েছিলাম। কিন্তু ওতো কনভয় নিয়ে যাইনি। কেবল ২-৩টি গাড়ি ছিল। আমিও শান্তিপূর্ণভাবে কাজ করেছি। আমিও দুর্গতদের পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছি, ত্রাণ বিলি করেছি।’’

ফের দাগি অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ করতে নির্দেশ শীর্ষ আদালতের

নিজস্ব প্রতিনিধি, নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ৮ অক্টোবরঃ দাগি অযোগ্য তালিকায় ১৮০৬ জন। স্কুল সার্ভিস কমিশন সেই তালিকা প্রকাশের পর থেকেই বিতর্ক বেড়েছিল। এবার দাগি অযোগ্য তালিকা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করল সুপ্রিম কোর্ট। নতুন করে তালিকা প্রকাশের নির্দেশ দিল শীর্ষ আদালত। এদিকে, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করেছে এসএসসি। লিখিত পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে। সেই পরীক্ষার ফল প্রকাশে কোনও বাধা নেই বলেও বুধবার জানিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট। গত ৩ এপ্রিল এসএসসি-র ২০১৬ সালের

এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশে বাধা নেই

পুরো প্যানেল বাতিল করে সুপ্রিম কোর্ট। চাকরি হারান প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী। সেইসময় সুপ্রিম কোর্ট দাগি অযোগ্যদের নাম প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছিল। সেই মতো তালিকা প্রকাশ করে এসএসসি। তাতে নাম রয়েছে ১৮০৬ জনের। সেই তালিকা নিয়েই এদিন অসন্তোষ প্রকাশ করে বিচারপতি সঞ্জয় কুমার ও বিচারপতি এন ভি আঞ্জারিয়ার বেঞ্চ। রাজ্যের তরফে আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কপিল সিবল এদিন আদালতে জানান, দাগি অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। তখন দুই বিচারপতি বলেন, দাগি অযোগ্যদের তালিকা অস্পষ্ট। আদালতের পর্যবেক্ষণ, ওই তালিকায় জটিলতা বাড়ছে। বিস্তারিতভাবে তালিকা প্রকাশের নির্দেশ দিয়ে দুই বিচারপতি জানান, দাগি অযোগ্যদের তালিকায় বিষয়ভিত্তিক এবং সংরক্ষণভিত্তিক তথ্য থাকতে হবে। বর্তমান তালিকায় যেটা নেই। এসএসসি জানিয়েছে, তারা আবার তালিকা প্রকাশ করবে। মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী ২৪ নভেম্বর। সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল, দাগি অযোগ্যরা যেন নতুন নিয়োগ পরীক্ষায় অংশ নিতে না পারেন। এসএসসি জানিয়েছে, দাগি অযোগ্যদের মধ্যে যাঁরা পরীক্ষায় বসার আবেদন করেছিলেন, তাঁদের অ্যাডমিট কার্ড বাতিল করা হয়। এদিন সুপ্রিম কোর্টে এসএসসি আরও জানায়, নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে তারা পরীক্ষার ফল প্রকাশের চেষ্টা করছে। ফলপ্রকাশে কোনও বাধা নেই বলে এদিন জানিয়েছে শীর্ষ আদালত।

১৫ অক্টোবরের পরই কি বাংলায় এসআইআর?

জ্ঞানেশ ভারতীর নেতৃত্বে বৈঠকে মিলল ইঙ্গিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ অক্টোবরঃ ১৫ অক্টোবরের পরই কি বাংলায় এসআইআর, দক্ষিণবঙ্গের জেলাশাসকদের সঙ্গে বৈঠকের কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের টিমের প্রতিনিধিদের বৈঠকের পর জল্পনা তুঙ্গে। কারণ দিল্লি থেকে আসা টিমের সদস্যদের তরফে বৈঠকে সেরকমই ইঙ্গিত মিলেছে বলে খবর। এসআইআর এর কাজ খতিয়ে দেখতে বাংলায় নির্বাচন কমিশনের বিশেষ টিম। কমিশনের এই বিশেষ দলের নেতৃত্বে ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী। বুধবার অর্থাৎ বিজ্ঞপ্তি জারি হওয়ার পর এনুমারেশন ফর্ম ছাপার প্রক্রিয়া শুরু হয়, তাতে সমস্যায় পড়তে হয় নির্বাচনী আধিকারিকদের। বাংলার ক্ষেত্রে ২-৩ দিনের মধ্যে অন্ততপক্ষে ২০ শতাংশ এই কাজ করা সম্ভব কিনা, সেটা এদিনের বৈঠকে জানতে চাওয়া হয়। কমিশন চাইছে, বিজ্ঞপ্তির আগেই এনুমারেশন ফর্ম ছাপিয়ে রাখা হোক। উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার অংশ নিয়েছিলেন। যাবতীয় কাজ ১১-১৫ অক্টোবর শেষ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বৈঠকে বারবার কর্তারা ১১-১৫ অক্টোবর

সিইও-কে সঙ্গে নিয়ে দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাশাসক, অতিরিক্ত জেলাশাসক ও অনান্য প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করেন। সূত্রের খবর, প্রতি জেলা এসআইআর নিয়ে কতটা প্রস্তুত রয়েছে, তা নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর এনুমারেশন ফর্ম তিন থেকে চারদিনের মধ্যে অন্তত ২০ শতাংশ ছাপানো কী সম্ভব? সেই প্রস্তুতি কতটা আছে? সেটাও জানতে চান দিল্লি থেকে আসা টিমের সদস্যরা। আলোচনার মাঝে বিহারের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন কমিশনের কর্তারা। বিহারে যেখানে যেখানে খামতি থেকে গিয়েছে, সেক্ষেত্রে বিভিন্ন অফিসারদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হয়েছে, সেই বিষয়টিও স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। কারণ বিহারে যখন এসআইআর ঘোষণা হয়, এই সময়সীমার উল্লেখ করেছেন। তাতেই মনে করা হচ্ছে, ১৫ অক্টোবরের পরই বাংলায় এসআইআর হতে পারে। প্রসঙ্গত, বুধবার সিইও-কে সঙ্গে নিয়ে দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাশাসক, অতিরিক্ত জেলাশাসক ও অনান্য প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করেন টিমের সদস্যরা। বৈঠক শেষেই টিমের সদস্যরা চলে যাবেন রাজারহাট-গোপালপুরে। একেবারে বুথ স্তরের সকলের সঙ্গে, মূলত বিএলও-দের সঙ্গে বৈঠক করবেন। মূলত এই রাজারহাট-গোপালপুর-নিউটাউন এলাকা নিয়েই বিরোধীরা বিস্তর অভিযোগ তুলেছেন। রাজারহাট-গোপালপুরের ইআরও-কে নিয়েও ইতিমধ্যেই অভিযোগ করেছে কমিশন। সেই বিষয়টিও খতিয়ে দেখতে যাবে এই টিম। তারপর সেখান থেকে যাবে বারাসত।

আধার কার্ড কি নাগরিকত্বের প্রমাণপত্রের নথি হিসাবে গণ্য হবে? আজ বাংলায় এসে স্পষ্ট করলেন সিইও

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ অক্টোবরঃ আধার কার্ড কি এসআইআর এর ক্ষেত্রে নাগরিকত্বের প্রমাণপত্রের নথি হিসাবে গণ্য হবে? বুধবার বৈঠকে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের টিমের প্রতিনিধিদের সরাসরি এ প্রশ্ন করা হয় রাজ্য প্রশাসনিক কর্তাদের

তরফে। সূত্রের খবর, উত্তরে সিইও এবং জ্ঞানেশ ভারতী জানান, শীর্ষ আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, আধার শুধু পরিচয়পত্র। এটা কোন ঠিকানা বা নাগরিকত্বের প্রমাণ নয়। আধারকে আরেকটি পরিচয়পত্র হিসেবে গণ্য করা হবে। এর বেশি গুরুত্ব দেবে না ইসিআই। উল্লেখ্য, বিহারের এসআইআর-এর ক্ষেত্রেও এই একই বিষয়টি ইস্যু হয়েছিল। এই নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে এখনও মামলা চলছে। এসআইআর-এর তালিকায় নাগরিকত্বের প্রমাণ হিসাবে ১১টি নথি রয়েছে। অতি সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট নাগরিকত্বের নথির তালিকায় ১২ নম্বর হিসাবে আধার কার্ডকে যুক্ত করার নির্দেশও দিয়েছে। কিন্তু সেটি বিহারের বিশেষ একটি মামলার প্রেক্ষিতেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে বাংলায় আধার কার্ডকে নাগরিকত্বের প্রমাণ হিসাবে গণ্য করা হবে না বলে স্পষ্ট করে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। সূত্রের খবর, সেক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে, যাঁদের বাবা মায়ের নাম ২০০২ ভোটার তালিকায় না থাকে তাহলে কী হবে? কমিশনের স্পষ্ট নির্দেশ, তাদের জন্য ইনকোয়ারি বা হিয়ারিং করতেই হবে। এদিনের বৈঠকে ডেপুটি আইটি সীমা খান্না বলেন, ‘‘বিএলও-দের ক্ষমতা অনেক। আপনারা শুদ্ধতার সঙ্গে কাজ করুন। ফোনে বিএলও অ্যাপ ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। নতুন নতুন মডিউওল আসবে সেগুলি ব্যবহার করার পরামর্শ দিয়েছেন।’’ কোনও সমস্যা হলে কমিশনের দেওয়া নম্বর সরাসরি ফোন করে সমস্যা জানানোর কথাও বলেছেন তিনি। প্রসঙ্গত, বিএলও-দের ভূমিকা নিয়েই সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন উঠেছে বিরোধীদের তরফে। সেক্ষেত্রে সরকারি কর্মীদের দিয়েই কি বিএলও-রা কাজ করবেন? বাকিরা কাজ করবেন না? সেই বিষয়টি নিয়ে এদিনের বৈঠকে বিস্তর আলোচনা হয়। বিএলও-দের মনোবল বৃদ্ধি করতে উৎসাহ দেন সীমা খান্না। পাশাপাশি তাঁদের যে কোনও পরিস্থিতিতে স্বচ্ছতা বজায় রেখে কাজ করার বার্তাও দিয়েছেন।

আপনার পুরানো ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে রাখা টাকার বিষয়ে ভুলে গেছেন?

আপনার যা সঞ্চিত আছে তা পুনরুদ্ধার করতে আরবিআই আপনাকে সাহায্য করবে।

আপনার ব্যাঙ্কে জমা থাকা নিষ্ক্রিয় অ্যাকাউন্ট (2 বছরের বেশি এবং 10 বছরের বেশি সময় ধরে থাকা নিষ্ক্রিয়) / দাবি না করা ডিপোজিট (10 বছরের বেশি) থেকে অর্থরাশি আরবিআই-এর ডিইএ ফান্ডে স্থানান্তরিত হয়। আপনি অথবা আপনার আইনি উত্তরাধিকারীরা যে কোনো সময় এটি দাবি করতে পারেন।

3টি সহজ স্টেপে
আপনার অর্থরাশির জন্য দাবি জানান

1. ব্যাঙ্কের যে কোনো শাখায় যান, তা যদি আপনার রেগুলার শাখা না হয় তাহলেও হবে
2. কেওয়াইসি নথিপত্র (আধার, পাসপোর্ট, ভোটার আইডি বা ড্রাইভিং লাইসেন্স) সহ একটি ফর্ম জমা দিন
3. ভেরিফিকেশনের পরে, আপনার টাকা সুদ সহ, যদি থাকে, উপলব্ধ করুন

আপনার দাবি না করা ডিপোজিট প্রাপ্ত করার জন্য
আপনার ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট অনুসন্ধান করুন বা আরবিআই-এর UDGAM পোর্টাল (https://udgam.rbi.org.in)-এ দেখুন
বর্তমানে 30টি ব্যাঙ্ক এই কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত।

কিউআর কোড স্ক্যান করুন
আরও বিশদ তথ্যের জন্য, ভিজিট করুন https://rbikehtahai.rbi.org.in-এ
প্রতিক্রিয়া জানানোর জন্য, লিখে পাঠান rbikehtahai@rbi.org.in
অফিসিয়াল হোয়াটস্অ্যাপ নং. 99990 41935

জনস্বার্থে প্রচারিত সৌজন্যে
भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

পরিবেশ সুরক্ষায় যুগান্তকারী আবিষ্কার, রসায়নে যৌথ নোবেল পেলেন ৩ বিজ্ঞানী

সংবাদ সংস্থা, সুইডেন, ৮ অক্টোবরঃ রসায়নে নোবেল পুরস্কার ঘোষিত হল। ২০২৫ সালে রসায়নে নোবেল পুরস্কার পাচ্ছেন সুসুমু কিটাগাওয়া, রিচার্ড রবসন ও ওমর এম ইয়াঘি। মেটাল অর্গানিক ফ্রেমওয়ার্ক তৈরির জন্য তাদের এই সম্মানে সম্মানিত করা হয়েছে। আজ, ৮ অক্টোবর রয়্যাল সুইডিশ অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সের তরফে সুসুমু কিটাগাওয়া, রিচার্ড রবসন ও ওমর এম ইয়াঘির নাম ঘোষণা করা হয়। এই তিন রসায়নবিদ নোবেল পুরস্কারের পাশাপাশি ১১ মিলিয়ন সুইডিশ মুদ্রা দেওয়া হবে পুরস্কার অর্থ হিসাবে, ভারতীয় মুদ্রায় যার অঙ্ক ১০ কোটি টাকা। তিনজনের মধ্যে এই পুরস্কার অর্থ ভাগ হবে। জাপানের কিয়োটো ইউনিভার্সিটি থেকে হাইড্রোকার্বন কেমিস্ট্রিতে পিএইডি করেছেন সুসুমু কিটাগাওয়া। নোবেল পুরস্কারের আগে তিনি ২০০৮ সালে

হামবোল্ডট রিসার্চ প্রাইজ ও ডি জিনি প্রাইজে সম্মানিত হয়েছেন। বর্তমানে তিনি কিয়োটে ইউনিভার্সিটিতে পড়ান তিনি। অন্যদিকে, রিচার্ড রবসন ব্রিটিশ নাগরিক। তিনি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে কেমিস্ট্রি নিয়ে পড়াশোনা করেছেন। বর্তমানে তিনি মেলবোর্ন ইউনিভার্সিটিতে পড়ান। ওমর এম ইয়াঘি জর্ডনের নাগরিক। তিনি আমেরিকার ইউনিভার্সিটি অব ইলিনইস থেকে পিএইচডি করেছেন। বর্তমানে ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া ও বার্কলি ইউনিভার্সিটিতে পড়ান। মেটাল অর্গানিক ফ্রেমওয়ার্ক তৈরির এই তিনজন নোবেল পেয়েছেন। এই মেটাল অর্গানিক ফ্রেমওয়ার্ক ব্যবহার করে মরুভূমি থেকে জল তৈরি করা যায়। কার্বন ডাই-অক্সাইড সংগ্রহ করা যায়। বিষাক্ত গ্যাস বা ক্যাটালি, কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন সংগ্রহ করা যায়। গত বছর রসায়নে নোবেল পুরস্কার জিতেছিলেন ডেভিড বেতার, জন জাম্পার ও ব্রিটন ডেমিস হ্যাসাবিস। কম্পিউটিম ও আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্সের মাধ্যমে প্রোটিনের কোড অব স্ট্রাকচার আবিষ্কার করার জন্য তারা এই পুরস্কার পেয়েছিলেন। আগামিকাল, ৯ অক্টোবর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার ঘোষণা করা হবে। শুক্রবার নোবেল শান্তি পুরস্কার ঘোষণা করা হবে।

আইএমসি-র নবম সংস্করণের উদ্বোধন, এবারের থিম রূপান্তরের জন্য উদ্ভাবন

নয়াদিল্লি, ৮ অক্টোবর ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বুধবার ইন্ডিয়া মোবাইল কংগ্রেস (আইএমসি) ২০২৫-এর নবম সংস্করণের উদ্বোধন করেছেন। বুধবার সকালে নতুন দিল্লির যশোভূমিতে এশিয়ার বৃহত্তম টেলিকম, মিডিয়া এবং প্রযুক্তি ইভেন্ট ইন্ডিয়া মোবাইল কংগ্রেস (আইএমসি) ২০২৫-এর নবম সংস্করণের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী।টেলিযোগাযোগ বিভাগ (ডিওটি) এবং সেলুলার অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া (সিওএআই) যৌথভাবে আয়োজিত আইএমসি ২০২৫ চলবে ৮ থেকে ১১ অক্টোবর পর্যন্ত। এবারের থিম ইনোভেট টু ট্রান্সফর্ম - রূপান্তরের জন্য উদ্ভাবন। ইন্ডিয়া মোবাইল কংগ্রেসে ডিজিটাল রূপান্তর এবং সামাজিক অগ্রগতির জন্য উদ্ভাবনকে কাজে লাগানোর ভারতের প্রতিশ্রুতি তুলে ধরা হবে।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া এদিন বলেন, প্রযুক্তি গ্রহণকারী এবং প্রযুক্তি অনুসারী হওয়া থেকে, ভারত এখন বিশ্বের ডিজিটাল পতাকাবাহী হয়ে উঠেছে। গত ১১ বছরে আমাদের মোবাইল ডেটার খরচ ৯৮ কমেছে। একটা সময় ছিল যখন এক মিনিটেরও বেশি শব্দ বিলাসিতা ছিল, অ্যাক্সেস ছিল আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু এখন ভারতে বিশ্বের মোট মোবাইল জনসংখ্যার বিশ শতাংশ, ১.২ বিলিয়ন গ্রাহক রয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টিভঙ্গির অধীনে আমরা ২০১৪ সালে ৬০ মিলিয়ন ইন্টারনেট ব্রডব্যান্ড ব্যবহারকারী থেকে ৯৪৪ মিলিয়ন ব্রডব্যান্ড গ্রাহকে উন্নীত হয়েছি।

ভারতীয় বায়ুসেনা দেশের সুরক্ষার জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত ঃ অমরপ্রীত সিং

গাজিয়াবাদ, ৮ অক্টোবর ঃ ভারতীয় বায়ুসেনা দেশের সুরক্ষার জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত। বললেন বায়ুসেনা প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল অমরপ্রীত সিং। বুধবার উত্তর প্রদেশের গাজিয়াবাদের হিন্ডন বায়ুসেনা ঘাঁটিতে বায়ুসেনা দিবস উদযাপিত হয়। সেখানে বায়ুসেনা প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল এ পি সিং কুচকাওয়াজে অভিবাদন গ্রহণ করেন। পরে তিনি বলেন, আমাদের বায়ুসেনা বাহিনী প্রতিটি যুগে ইতিহাস তৈরি করেছে। ১৯৪৭ সালে আমরা কাশ্মীরকে রক্ষা করেছি। ১৯৬৫ সালে আমরা আকাশ থেকে আক্রমণ করেছি। ১৯৭১ সালে আমরা একটি নতুন রাজ্য গঠনে অবদান রেখেছি। ১৯৯৯ সালে আমরা কার্গিল এবং আধামে সাহসিকতা প্রদর্শন করেছি। ২০১৯ সালে আমরা বালাকোটে সন্ত্রাসীদের নির্মূল করেছি এবং এই বছর, আমরা মাত্র চার দিনের মধ্যে অপারেশন সিঁদুরে শত্রুর উপর বিজয় অর্জন করেছি। ভারতীয় বায়ুসেনা জাতির গৌরব সমুন্নত রেখে প্রতিটি স্তরে দক্ষতা এবং সাহসিকতার উদাহরণ তুলে ধরেছে।বায়ুসেনা প্রধান আরও বলেন, অপারেশন সিঁদুরে আমাদের পারফরম্যান্স আমাদের পেশাদার গর্বে ভরিয়ে তোলে। এটি বিশ্বকে প্রমাণ করে যে মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে সামরিক ফলাফল গঠনে বিমান শক্তি কীভাবে কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। ভারতের সাহসী এবং সুনির্দিষ্ট আক্রমণ জাতীয় চেতনায় আক্রমণাত্মক বিমান অভিযানের সঠিক স্থান পুনরুদ্ধার করেছে। শত্রু ভূখণ্ডের গভীরে সুনির্দিষ্ট এবং বিধ্বংসী আঘাত প্রদানকারী দেশীয়ভাবে উন্নত এবং সমন্বিত অস্ত্রের অসাধারণ পারফরম্যান্স, আমাদের দেশীয় ক্ষমতার প্রতি বিশ্বাসকে প্রমাণ করে। অপারেশন সিঁদুর হল সূক্ষ্ম পরিকল্পনা, সুশৃঙ্খল প্রশিক্ষণ এবং দৃঢ় বাস্তবায়নের মাধ্যমে কী অর্জন করা যেতে পারে তার একটি উজ্জ্বল উদাহরণ।বায়ুসেনা প্রধান আরও বলেন, আমাদের অপারেশনাল পরিকল্পনায় নতুন সিস্টেম, অস্ত্র এবং সরঞ্জামের সংহতকরণের গতি বৃদ্ধি একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য। আমি দেখতে পাচ্ছি যে, বিমান যোদ্ধাদের মধ্যে জবাবদিহিতা, নিরাপত্তা এবং সুরক্ষার সংস্কৃতি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এটি সরাসরি আমাদের হ্রাসপ্রাপ্ত ঘটনা এবং দুর্ঘটনার মধ্যে প্রতিফলিত হচ্ছে। সকল স্তরে, নেতারা সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, ব্যতিক্রমী দৃষ্টিভঙ্গি এবং

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশে অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

আকাশের প্রহরীকে রাষ্ট্রপতির অভিবাদনঃসাহস, অঙ্গীকার ও উৎকর্ষতার প্রতীক ভারতীয় বায়ুসেনা

নয়াদিল্লি, ৮ অক্টোবরঃভারতের গর্ব, আকাশের অভিভাবক, সীমান্তের নীরব প্রহরী- সেই বীর বাহিনীকে আজ আবারও জাতির পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা জানালেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। বায়ুসেনা দিবসের প্রভাতে তিনি এক আবেগঘন বার্তায় বললেন, ভারতীয় বায়ুসেনা শুধু দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মেরুদণ্ড নয়, এটি এক প্রতীক- সাহস, অঙ্গীকার ও উকর্ষতার অমল ধারার প্রতীক। যে আকাশে তিরিশ হাজার ফুট উঁচুতে ভেসে থাকে তাদের আস্থা, সেই আকাশই আজ ভারতীয়দের গর্বের নীলচাদর।বুধবার সকালে রাষ্ট্রপতি তাঁর সরকারি সামাজিক মাধ্যম এক্স (X)-এর মাধ্যমে এক বিশেষ বার্তায় ভারতীয় বায়ুসেনার প্রত্যেক সদস্যকে, প্রবীণ বিমানযোদ্ধাদের এবং তাঁদের পরিবারকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান। তাঁর কথায়, ভারতীয় বায়ুসেনা সর্বদা সাহস, অঙ্গীকার ও উৎকর্ষতা প্রদর্শন করে এসেছে। আমাদের বিমানযোদ্ধারা শুধু দেশের আকাশ সীমান্ত রক্ষা করে না, দুর্যোগ ও মানবিক অভিযানের সময়ও তারা অক্লান্ত নিষ্ঠায় দেশের সেবা করে।রাষ্ট্রপতি মুর্মু আরও লিখেছেন, আমাদের বায়ুসেনা শক্তির প্রতীক। প্রতিটি কঠিন মুহূর্তে, প্রতিটি বিপদের মুখে তাঁরা প্রস্তুত। যে কোনও চ্যালেঞ্জের সামনে বায়ুসেনা যে স্থিরতা ও সাহসিকতা দেখিয়েছে, তা ভারতবাসীর গর্ব। এই শুভ দিনে তিনি ভবিষ্যতের প্রতিটি অভিযানে ও প্রচেষ্টায় ভারতীয় বায়ুসেনার আরও সাফল্য কামনা করেছেন।এই বার্তা শুধু শুভেচ্ছা নয়, এটি এক জাতীয় গর্বের প্রতিধ্বনি। স্বাধীনতার ৭৮ বছর পরেও ভারতীয় বায়ুসেনা যেমন আধুনিকতার শিখরে উঠে দাঁড়িয়েছে, তেমনই মানবিকতার ক্ষেত্রেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছে। বিপযয় মোকাবিলা হোক, বিদেশে উদ্ধার অভিযান বা প্রাকৃতিক দুর্যোগে ত্রাণ পাঠানো- প্রতিটি ক্ষেত্রেই ভারতীয় বায়ুসেনা এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।দেশের সীমানা জুড়ে যুদ্ধবিমান যখন নিঃশব্দে চক্কর দেয়, তখন প্রতিটি ভারতবাসী জানে- আকাশের ওপারে কেউ পাহারা দিচ্ছে। রাষ্ট্রপতির বার্তা সেই চেতনারই প্রতিফলন। বায়ুসেনা দিবসে তাঁর শুভেচ্ছা যেন প্রতিটি যোদ্ধার মনোবলকে আরও দৃঢ় করে তোলে।আজকের দিনে ভারতের প্রতিটি রাজ্যে, প্রতিটি বিমান ঘাঁটিতে পালিত হচ্ছে বায়ুসেনা দিবস। নীল আকাশে সুকৌশলে ছুটে চলেছে সুখোই, রাফাল, মিরাজ ও মিগের দল। বাতাস কাঁপছে গর্জনে, তবুও প্রতিটি উড়ান যেন এক প্রতিজ্ঞা- দেশের প্রতিটি ইঞ্চি আকাশকে রক্ষা করা।রাষ্ট্রপতির শুভেচ্ছার প্রতিধ্বনি শোনা গিয়েছে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বার্তাতেও। তাঁরা সকলেই বায়ুসেনার ঐতিহ্য, সাহস ও নিষ্ঠাকে কুর্নিশ জানিয়েছেন। কিন্তু রাষ্ট্রপতির বক্তব্যের মধ্যেই যেন ছিল এক আলাদা আবেদন- মানবিকতার সঙ্গে শক্তির সংযম। তিনি ইঙ্গিত করেছেন, বায়ুসেনা শুধু যুদ্ধযন্ত্র নয়, এটি এক মানবিক বাহিনী, যারা সংকটের সময়ে মানুষের পাশে দাঁড়ায়।২০২৩ সালের সিকিম বন্যা হোক কিংবা জম্মু ও কাশ্মীরে ত্রাণ পাঠানো- প্রতিবারই ভারতীয় বায়ুসেনা তার কর্মদক্ষতা ও সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা দিয়ে প্রমাণ করেছে, তারা শুধু আকাশের রক্ষক নয়, মানবতারও বন্ধু। দুর্যোগের সময় যখন পাহাড়ে আটকে পড়েন পর্যটকরা, তখন সেই অগণিত হেলিকপ্টার উড়ে যায় তাঁদের উদ্ধারে। মরুভূমির বালিতে কিংবা সমুদ্রের ঢেউয়ের মাঝে, দেশের ডাকে সাড়া দিতে এক মুহূর্ত দ্বিধা করে না এই বাহিনী।রাষ্ট্রপতির বার্তায় তাই শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক শুভেচ্ছা নয়, ছিল গভীর কৃতজ্ঞতাও। স্বাধীন ভারতের প্রতিটি অধ্যায়ে ভারতীয় বায়ুসেনার অবদান অনস্বীকার্য। ১৯৪৭ সালের কাশ্মীর যুদ্ধ থেকে শুরু করে ১৯৯৯ সালের কারগিল সংঘর্ষ, কিংবা ২০১৯ সালের বালাকোট অভিযান- প্রতিটি সময়ে বায়ুসেনার ভূমিকা ভারতবাসীর আত্মবিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করেছে।রাষ্ট্রপতির বার্তা যেন স্মরণ করিয়ে দেয় সেই বীর সেনানিদের, যাঁরা দেশের মাটির জন্য প্রাণ উৎসর্গ করেছেন। আকাশের প্রতিটি যোদ্ধার আত্মত্যাগের কাহিনি আজও অনুপ্রেরণা দেয় ভবিষ্য প্রজন্মকে। দ্রৌপদী মুর্মুর বক্তব্যের মর্মবাণী এখানেই- দেশের প্রতিটি নাগরিক যেন জানে, এই বাহিনী কেবল অস্ত্রের জোরে নয়, মনোবল ও নিষ্ঠার শক্তিতে দেশকে রক্ষা করে।আজকের ভারতীয় বায়ুসেনা আধুনিক প্রযুক্তির এক বিস্ময়। রাফাল যুদ্ধবিমানের সংযোজন, আকাশ মিসাইল সিস্টেম, চীনের সীমান্তে দ্রুত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন- সবকিছুই দেখিয়ে দেয়, বায়ুসেনা এখন এক বিশ্বমানের শক্তি। কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁরা যে মানবিকতার দিকটিও সমানভাবে ধরে রেখেছেন, সেটিই তাঁদের প্রকৃত মাহাত্ম্য।রাষ্ট্রপতি মুর্মু তাঁর বার্তায় উল্লেখ করেছেন সেই নিষ্ঠা ও মানবিকতার মিলনকেই। তাঁর ভাষায, আমাদের বিমানযোদ্ধারা কেবল আকাশ রক্ষা করে না, মানবতার প্রতিটি আহ্বানে সাড়া দেয়। এই কথাই যেন আজকের দিনে ভারতের প্রতিটি নাগরিকের মনের কথা।প্রতিরক্ষার পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণ, নারীশক্তির অংশগ্রহণ, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন- এই তিন ক্ষেত্রেও ভারতীয় বায়ুসেনা আজ অগ্রণী। নারী পাইলটদের অন্তর্ভুক্তি থেকে শুরু করে নতুন প্রজন্মের হেলিকপ্টার ও ড্রোন ব্যবস্থার প্রসার- সবকিছুই ভারতীয় বায়ুসেনাকে এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে।রাষ্ট্রপতির শুভেচ্ছা বার্তায় তাই একদিকে ছিল গর্ব, অন্যদিকে আহ্বান- এই উকর্ষের ধারায় আরও এগিয়ে যাও। তাঁর বক্তব্য যেন শুধুই আনুষ্ঠানিকতা নয়, এক প্রেরণার স্রোত, যা বায়ুসেনার প্রতিটি সদস্যকে নবউদ্যমে অনুপ্রাণিত করবে।দেশ আজ যখন দ্রুত প্রযুক্তিগত ও সামরিক আধুনিকতার পথে এগিয়ে চলেছে, তখন বায়ুসেনা দিবসের এই বার্তা আরও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, আকাশযুদ্ধের যুগে প্রতিটি সেকেন্ড, প্রতিটি সিদ্ধান্ত নির্ধারণ করে জাতির নিরাপত্তা। আর সেই সিদ্ধান্তের পেছনে থাকে সাহস, দক্ষতা ও নিঃস্বার্থ দেশপ্রেম-/ যেগুলির প্রতীক ভারতীয় বায়ুসেনা।রাষ্ট্রপতির এই শুভেচ্ছা শুধু এক দিনের উদ্যাপন নয়, এটি এক জাতীয় অঙ্গীকারের প্রতিধ্বনি- যে অঙ্গীকারে প্রতিটি ভারতীয় বলবে, আমাদের আকাশ নিরাপদ, কারণ আকাশে রয়েছেন তারা- আমাদের বায়ুসেনার বীর সন্তানরা।আজকের আকাশে তাই শুধু উড়ছে যুদ্ধবিমান নয়, উড়ছে গর্ব, শ্রদ্ধা ও অনুপ্রেরণার বার্তা। রাষ্ট্রপতির শুভেচ্ছা যেন সেই বার্তাকে আরও উজ্জ্বল করে তুলেছে- ভারতীয় বায়ুসেনা, তুমি আকাশের সীমাহীন নীলতায় ভারতের শক্তির চিরন্তন প্রতীক।

উত্তরবঙ্গে ঘটনার সঙ্গে তৃণমূলের কোনও সম্পর্ক নেই, দাবি কুণাল ঘোষের

কলকাতা, ৮ অক্টোবর ঃ তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা কুণাল ঘোষ বুধবার স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, উত্তরবঙ্গের সাম্প্রতিক ঘটনার সঙ্গে তাঁর দল বা তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও সম্পর্ক নেই। এদিন সকালে কলকাতা বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি বিজেপিকে আক্রমণ করে বলেন, উত্তরবঙ্গের পরিস্থিতিকে রাজনৈতিক আঙ্গিক দেওয়ার চেষ্টা করছে বিজেপি, যা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তাদের উচিত নিজেদের সাংসদ ও বিধায়কদের প্রতি জনগণের ক্রোধের কারণ খুঁজে দেখা।কুণাল ঘোষের অভিযোগ, ত্রিপুরায় তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুরের ঘটনাটিও বিজেপির দৃষ্টিকোণ থেকে ভুলভাবে প্রচারিত হচ্ছে। তিনি বলেন, আমাদের রাজ্য অফিসে আগরতলায় ভাঙচুর হয়েছে, এবং সেই সময় পুলিশ উপস্থিত থাকলেও কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। এরপরও বিজেপি আমাদের উপর অভিযোগ চাপাচ্ছে। আমরা চাই জনসাধারণ সত্যটি জানুক-কে প্রকৃতপক্ষে গণতন্ত্রকে আহত করেছে।তাঁর কথায়, আমরা বিজেপির সাংসদ খগেন মুর্মুর উপর হামলার কড়া নিন্দা জানাই। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই হামলার সঙ্গে দ্রুত দেখা করেছেন এবং নিন্দা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু বিজেপি রাজনৈতিক আক্রমণ চালাচ্ছে এবং ঘটনাগুলোকে নিজেদের পক্ষে উপস্থাপন করছে।কুণাল ঘোষ আরও বলেন, যেখানে আমাদের দলের একজন কর্মী ভাঙচুরের অভিযোগে অভিযুক্ত নয়, সেখানে বিজেপি জনগণকে বিভ্রান্ত করছে। আমরা তাদের দেখাতে চাই, আসলেই কে গণতন্ত্রের ক্ষতি করছে। আমাদের সঙ্গে আসুন, আমরা আপনাকে দেখাবো কারা এই সব কর্মকাণ্ডের পিছনে আছে।রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, কুণাল ঘোষের এই বক্তব্য তৃণমূলের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে বিজেপির সমালোচনা এবং তৃণমূলের নির্দোষতা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা। পাশাপাশি, তৃণমূলের এই প্রতিক্রিয়া আগাম নির্বাচনী রাজনৈতিক প্রস্তুতিরও ইঙ্গিত দিচ্ছে।এভাবে কুণাল ঘোষের বক্তব্যে পরিষ্কার করা হলো যে, তৃণমূল কংগ্রেস উত্তরবঙ্গের সাম্প্রতিক ঘটনা ও ত্রিপুরার ভাঙচুরের ঘটনায় নিজের দলের কোনও অংশগ্রহণ নেই এবং বিজেপির প্রচেষ্টা রাজনৈতিক সুবিধা অর্জনের উদ্দেশ্যে গড়ে উঠেছে।

বুধবার দেশে অপরিবর্তিত পেট্রোল-ডিজেলের দামঃস্থিতিশীল জ্বালানি বাজারে স্বস্তি সাধারণের

নয়াদিল্লি, ৮ অক্টোবর ঃ সপ্তাহের মাঝামাঝি দিনে জ্বালানির দামে স্থিতাবস্থা বজায় থাকল গোটা দেশে। বুধবার দেশীয় বাজারে পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন দেখা যায়নি। ভারতের তিনটি প্রধান তেল বিপণন সংস্থা- ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন (IOC), ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড (BPCL) এবং হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড (HPCL)- প্রতিদিন আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের ওঠানামার ভিত্তিতে দেশীয় জ্বালানি দামের নতুন হার নির্ধারণ করে। তবে আজ, বুধবার, সেই দামে কোনও প্রভেদ ঘটেনি। ফলে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে পরিবহন ব্যবসায়ী-সবাই খানিকটা স্বস্তি পেলেন।দিল্লি, মুম্বই, চেন্নাই এবং কলকাতার মতো চার মেট্রো শহরে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম একই রয়ে গেছে। রাজধানী দিল্লিতে বুধবারও প্রতি লিটার পেট্রোলের দাম ৯৪.৭৭ টাকা এবং ডিজেলের দাম ৮৭.৬৭ টাকা। কলকাতায় প্রতি লিটার পেট্রোলের দাম ১০৫.৪১ টাকা ও ডিজেলের দাম ৯২.০২ টাকা, যা গত কয়েকদিনের মতোই অপরিবর্তিত। অর্থা শহরবাসীকে নতুন কোনও মূল্যবৃদ্ধির মুখে পড়তে হচ্ছে না।অন্যদিকে, দেশের আর্থিক রাজধানী মুম্বইয়ে প্রতি লিটার পেট্রোলের দাম ১০৩.৫০ টাকা ও ডিজেলের দাম ৯০.০৩ টাকা। দক্ষিণের শিল্পনগরী চেন্নাইয়ে প্রতি লিটার পেট্রোলের দাম ১০০.৮০ টাকা ও ডিজেলের দাম ৯২.৩৯ টাকা নির্ধারিত হয়েছে। দেশের অন্যান্য বড় শহর যেমন বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ, পুণে, আহমেদাবাদ, জয়পুর, ভুবনেশ্বর বা গুয়াহাটিতেও প্রায় একই অবস্থা- কোথাও কোনও দামের পরিবর্তন ঘটেনি।তেল সংস্থাগুলি প্রতিদিন সকাল ৬টা নাগাদ নতুন দাম নির্ধারণ করে। ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দামে ওঠানামা হলে তার প্রভাব পরের দিন থেকেই দেখা যায়। কিন্তু গত কয়েক সপ্তাহে বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল থাকায. ভারতেও তেমন কোনও প্রভাব পড়েনি। গত এক মাসে ব্রেন্ট ক্রুডের দাম গড়ে ৮৪ থেকে ৮৬ ডলারের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। এই সীমিত ওঠানামার কারণে দেশীয় বাজারে তেলের দাম প্রায় অপরিবর্তিত রয়ে গেছে।তবে বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে তেলের দাম স্থিতিশীল থাকলেও ভবিষ্যতে অস্থিরতা দেখা দিতে পারে। মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক অস্থিরতা, ইউরোপে চলমান জ্বালানি সংকট এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাব বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের সরবরাহকে অনিশ্চিত করে তুলছে। এর পাশাপাশি, যুক্তরাষ্ট্র ও চিনের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার এবং বৈশ্বিক মুদ্রাস্ফীতিও তেলের দামের উপর প্রভাব ফেলতে পারে।ভারতের ক্ষেত্রে তেলের দাম স্থিতিশীল থাকা মানে সাধারণ মানুষের জন্য বড় স্বস্তি। কারণ পেট্রোল ও ডিজেলের দাম সরাসরি প্রভাব ফেলে বাজারের প্রতিটি স্তরে- পরিবহন খরচ থেকে শুরু করে খাদ্যপণ্য, কৃষি উপকরণ, শিল্পক্ষেত্র-সবকিছুর দামই নির্ভর করে জ্বালানির উপর। তাই তেলের দাম অপরিবর্তিত থাকলে দ্রব্যমূল্যও কিছুটা নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয়। গত বছরের মাঝামাঝি সময়ে একাধিক রাজ্যে করছাড় দেওয়ায় কিছুটা স্বস্তি মিলেছিল, যদিও তারপর থেকে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে কোনও করছাড় দেওয়া হয়নি।পেট্রোল-ডিজেলের দাম নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্কও কম নয়। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে বারবার দেখা যায় করের ভাগাভাগি নিয়ে টানাপোড়েন। রাজ্যগুলো বলে, কেন্দ্রীয় আবগারি শুল্ক কমানো হলে তেলের দাম আরও কমানো সম্ভব, অন্যদিকে কেন্দ্র দাবি করে আন্তর্জাতিক বাজারের প্রভাব এবং রাজ্য সরকারের ভ্যাট কাঠামোর কারণেই দাম কমানো যাচ্ছে না। তবে আপাতত সেই তর্কের বাইরে গিয়ে. সাধারণ মানুষ একদিনের জন্য হলেও স্বস্তি অনুভব করছেন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ভারত যেহেতু বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ তেল আমদানিকারী দেশ, তাই বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হারও এখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যদি ডলারের তুলনায় রুপির মান আরও কমে যায়, তাহলে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম অপরিবর্তিত থাকলেও দেশীয় দামে তার প্রভাব পড়বে। কিন্তু বর্তমানে রুপির মানও তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল, ফলে তেলের দামে বড় কোনও পরিবর্তনের আশঙ্কা আপাতত নেই।কেন্দ্রীয় অর্থনীতি বিশ্লেষক দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, বর্তমান পরিস্থিতি ভারতীয় অর্থনীতির জন্য ইতিবাচক। আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম যদি ৮৫ ডলারের নিচে থাকে, তাহলে সরকারকে ভর্তুকি দিতে হয় না এবং মুদ্রাস্ফীতিও নিয়ন্ত্রণে থাকে। তবে দীর্ঘমেয়াদে স্থিতিশীলতা রক্ষা করতে হলে দেশীয় উৎপাদন বাড়ানো ও বিকল্প জ্বালানি উসে বিনিয়োগ বাড়ানো জরুরি।তেলের বাজারে স্থিতিশীলতা বজায় থাকলেও গ্রাহকদের জন্য চ্যালেঞ্জ এখনো শেষ নয়। রান্নার গ্যাস বা এলপিজির দাম যদিও গত কয়েক সপ্তাহ ধরে অপরিবর্তিত রয়েছে, তবে আন্তর্জাতিক বাজারে দাম বাড়লে সেটিও প্রভাব ফেলতে পারে দেশীয় অর্থনীতিতে। পাশাপাশি বৈদ্যুতিক গাড়ির প্রসার, ইথানল মিশ্রণ নীতি, এবং নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহারের প্রসারও ভবিষ্যতে তেলের উপর নির্ভরতা কমাতে সাহায্য করবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।সব মিলিয়ে বুধবারের এই অপরিবর্তিত দামের ঘোষণা যেন একটুখানি স্বস্তির নিশ্বাস এনে দিল ব্যস্ত নাগরিক জীবনে। ট্রাকচালক থেকে ট্যাক্সিচালক, অফিসগামী থেকে সাধারণ গৃহিণী-সবাই এখন আপাতত কিছুটা নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন। অন্তত আজকের দিনে পকেট থেকে অতিরিক্ত খরচ পড়ছে না। তবে সবাই জানেন, তেলের দাম কখন যে আবার উর্ধ্বমুখী হবে, তা কেউই আগে থেকে বলতে পারেন না। আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও বাজারের ওঠানামা যতদিন অনিশ্চিত, ততদিন দেশের জ্বালানি দামে স্থিতিশীলতা অস্থায়ীই থেকে যাবে।তবে আপাতত, এই মুহূর্তে, পেট্রোল-ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন না হওয়ায় দেশজুড়ে সাধারণ মানুষের মুখে একটুখানি হাসি দেখা যাচ্ছে। বিশ্ববাজারে স্থিরতা থাকলে হয়তো আগামী কয়েকদিনও সেই হাসি অটুট থাকবে-এই আশাই এখন সবার।

ভারত সফরে এলেন কিয়ের স্টার্মার, ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীকে উষ্ণ অভ্যর্থনা

মুম্বই, ৮ অক্টোবর ঃ ভারত সফরে এলেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টার্মার। দু'দিনের সফরে বুধবার সকালে মুম্বইয়ে এসে পৌঁছন স্টার্মার। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে এই প্রথম বার ভারতে এলেন তিনি। মুম্বইয়ের ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল আচার্য দেবব্রত। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিস এবং উপ-মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে ও অজিত পওযার।বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়ওসয়াল এক্স মাধ্যমে জানিয়েছেন, ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টার্মারকে উষ্ণ অভ্যর্থনা! বিমানবন্দরে মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের রাজ্যপাল আচার্য দেবব্রত তাঁকে স্বাগত জানান। এটি প্রধানমন্ত্রী স্টার্মারের প্রথম ভারত সফর। এই সফর আমাদের শক্তিশালী ও গতিশীল ভারত-ব্রিটেন অংশীদারিত্বের এক নতুন অধ্যাযের সূচনা করে।

ভারতীয় বায়ুসেনা সাহসিকতা, শৃঙ্খলা ও নির্ভুলতার প্রতীকঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৮ অক্টোবর ঃ বায়ুসেনা দিবসে সাহসী এই বাহিনীর সমস্ত বিমান যোদ্ধা এবং তাঁদের পরিবারকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুভেচ্ছা বার্তায় প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, ভারতীয় বায়ুসেনা সাহসিকতা, শৃঙ্খলা ও নির্ভুলতার প্রতীক। বুধবার সকালে এক্স মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মোদী জানিয়েছেন, বায়ুসেনা দিবসে সমস্ত সাহসী বিমান যোদ্ধা এবং তাঁদের পরিবারবর্গকে শুভেচ্ছা। ভারতীয় বায়ুসেনা সাহসিকতা, শৃঙ্খলা এবং নির্ভুলতার প্রতীক। তাঁরা আমাদের আকাশ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, এমনকি সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতিতেও। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ও তাঁদের ভূমিকা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। তাঁদের প্রতিশ্রুতি, পেশাদারিত্ব এবং অদম্য মনোবল প্রতিটি ভারতীয়কে গর্বিত করে।

তৃণমূলের জন্য বাংলায় রাজনৈতিক হিংসা বেড়েছে, অভিযোগ দিলীপ ঘোষের

খড়গপুর, ৮ অক্টোবর ঃ রাজ্যের রাজনৈতিক আবহে ফের তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কড়া সুরে আক্রমণ শানালেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ। বুধবার সকালে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়গপুরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি অভিযোগ করেন, বাংলায় রাজনৈতিক হিংসা ভয়াবহ আকার নিচ্ছে, আর এর জন্য দায়ী একমাত্র তৃণমূল কংগ্রেস। রাজ্যের শাসকদল প্রশাসনিক ক্ষমতা ব্যবহার করে বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করছে, মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিচ্ছে।দিলীপ ঘোষের দাবি, রাজ্যজুড়ে আইনশৃঙ্খলার অবনতি চরমে পৌঁছেছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার এখন নৈতিকভাবে দেউলিয়া। তিনি বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে জনসংযোগের নামে নাটক করছেন, কিন্তু রাজ্যে গুন্ডামি আর দাদাগিরি চলছে তৃণমূলের ছত্রছায়ায। গত কয়েকদিনে আমরা দেখেছি, বাগেশ্বর বাবার সভা বাতিল করা হয়েছে প্রশাসনের নির্দেশে, আবার অন্যদিকে রাবণ দহন অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে একাধিক স্থানে। এটাই প্রমাণ করছে, ধর্মীয় স্বাধীনতাও আজ এই রাজ্যে বিপন্ন।বিজেপি নেতার অভিযোগ, তৃণমূলের লোকজন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে বাধা দিচ্ছে। বাগেশ্বর বাবার সভা বাতিল করে সরকার প্রমাণ করেছে, তারা ভয় পাচ্ছে ধর্মপ্রাণ মানুষদের শক্তিকে। একই সঙ্গে ৯টি জায়গায় রাবণ দহন অনুষ্ঠান বন্ধ করা হয়েছে, যা সম্পূর্ণ গণতন্ত্রবিরোধী। এই সব কাজের মাধ্যমে রাজ্যের মানুষকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে তৃণমূল।দিলীপ ঘোষ আরও বলেন, আজ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কলকাতায় কার্নিভাল করছেন, কিন্তু উত্তরবঙ্গে মানুষ বন্যার জলে ভেসে যাচ্ছে। প্রশাসন দর্শকের মতো দাঁড়িয়ে আছে। যারা সাহায্য পাওয়ার যোগ্য, তারা সরকারী ত্রাণের আশায় দিন কাটাচ্ছে। আর এই সময় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উৎসবের আমেজে ডুবে আছেন। এটি মানবিক সংবেদনহীনতার চরম উদাহরণ।তাঁর বক্তব্যে আরও একবার উঠে এল রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারীদের প্রসঙ্গ। বিজেপি নেতার অভিযোগ, বাংলাদেশ থেকে আসা রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারীদের তৃণমূল প্রশাসন ব্যবহার করছে বিভিন্ন অরাজক কাজে। এই অনুপ্রবেশকারীরা এখন বাংলার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি আরও বিপজ্জনক করে তুলছে। শাসকদলের পৃষ্ঠপোষকতায় এদের দিয়ে রাজনৈতিক গুন্ডামি করানো হচ্ছে। রাজ্যের শান্তিপ্রিয় মানুষ আজ আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে।দিলীপ ঘোষের বক্তব্যে শুধু অভিযোগই নয়, আক্রমণও ছিল তীব্র। তিনি বলেন, যে রাজ্যে বিরোধী দলের সভা করতে গেলে বাধা আসে, ধর্মীয় অনুষ্ঠান করতে গেলেও প্রশাসনের অনুমতি লাগে, সেখানে গণতন্ত্র বেঁচে নেই। বাংলার মানুষ তৃণমূলের এই ভযঙ্কর রাজনীতি থেকে মুক্তি চায়।রাজনৈতিক সমালোচকদের মতে, দিলীপ ঘোষের এই মন্তব্য কেবল শাসকদলকে আক্রমণ নয়, আগামী নির্বাচনের আগে বিজেপির সংগঠনগত তৎপরতার অংশ হিসেবেও দেখা যেতে পারে। গত কয়েক মাস ধরে তিনি রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ঘুরে সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করছেন এবং সরকারের বিরুদ্ধে নানা ইস্যুতে মুখ খুলছেন।এদিন খড়গপুরে উপস্থিত থেকে দিলীপ ঘোষ বিজেপির নতুন উদ্যোগ বন্যা ত্রাণ তহবিল সংগ্রহ অভিযান-এর সূচনা করেন। উত্তরবঙ্গের ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যার্থে রাজ্যজু।ে এই কর্মসূচি শুরু করেছে বিজেপি। বোগদা এলাকার রেলস্টেশন চত্বরে তিনি নিজে উপস্থিত থেকে দলের কর্মীদের সঙ্গে পথচলতি মানুষের কাছ থেকে অনুদান সংগ্রহ করেন।তিনি বলেন, উত্তরবঙ্গের বহু পরিবার এখন ঘরছাড়া। হাজার হাজার মানুষ গৃহহীন, খাদ্য ও ওষুধের অভাবে কষ্ট পাচ্ছেন। অথচ সরকার কোনও কার্যকর ব্যবস্থা নিচ্ছে না। তাই বিজেপি নিজের উদ্যোগে এই ত্রাণ সংগ্রহ অভিযান শুরু করেছে। আমাদের প্রতিটি কর্মী বাংলার প্রতিটি ব্লকে মানুষের পাশে দাঁড়াবে।বিজেপির দাবি, তৃণমূল সরকার যেখানে প্রশাসনিকভাবে ব্যর্থ, সেখানে বিজেপি মানবিক দায়িত্ব পালন করছে। দিলীপ ঘোষের কথায়, আমরা রাজনীতি করছি না, মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছি। রাজ্য সরকার ত্রাণ বিলি করতে ব্যস্ত ছবি তুলতে, কিন্তু আমরা চাই বন্যার্ত মানুষের মুখে হাসি ফেরাতে।খড়গপুরে বিজেপির এই কর্মসূচিতে বিপুল সংখ্যক কর্মী ও সাধারণ মানুষ অংশ নেন। তাঁরা ব্যানার-প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে প্রশাসনের নিষ্ক্রিযতার প্রতিবাদ জানান। দিলীপ ঘোষের আহ্বান, বাংলার মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। যে সরকার কেবল ভোটের সময় হাসিমুখে প্রতিশ্রুতি দেয, কিন্তু দুর্দিনে পাশে থাকে না, তাকে মানুষ ক্ষমা করবে না।রাজনৈতিক মহলে এই মন্তব্য ঘিরে নতুন বিতর্ক শুরু হযেছে। তৃণমূল শিবিরের তরফে এখনো কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া না এলেও, রাজ্যের মন্ত্রী ও মুখপাত্ররা অতীতে বারবার দাবি করেছেন যে বিজেপি ইচ্ছাকৃতভাবে অরাজকতার পরিবেশ তৈরি করতে চাইছে। তাঁদের বক্তব্য, তৃণমূল সরকার শান্তি ও উন্নয়নের রাজনীতি করে, বিজেপি ঘৃণা ছড়ানোর।তবে দিলীপ ঘোষের বক্তব্যে স্পষ্ট, বিজেপি আগামী দিনগুলোতে এই রাজনৈতিক হিংসা, ধর্মীয় অনুষ্ঠান বন্ধ এবং প্রশাসনিক নিষ্ক্রিযতার ইস্যু নিয়েই তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে আরও জোরালো আন্দোলনে নামবে। তাঁর বার্তা, বাংলায় এখন সময় এসেছে সত্যিকারের গণতন্ত্র ফেরানোর। বিজেপি সেই সংগ্রামে নেতৃত্ব দেবে।এভাবে খড়গপুর থেকে দিলীপ ঘোষের কণ্ঠে রাজ্য রাজনীতির নতুন সুর বেজে উঠল- যেখানে তিনি একদিকে তৃণমূলের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানালেন, অন্যদিকে মানবিক বার্তা দিয়ে মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নেওয়ার চেষ্টা করলেন। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এই প্রচারই হয়তো বিজেপির ভবিষ্যৎ কৌশলের দিকনির্দেশ দেবে- রাজ্য রাজনীতিতে মুখোমুখি সংঘর্ষের নতুন অধ্যায় শুরু হতে চলেছে।

রাশিফল

মেষঃ আজকের দিনটি মেষ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য কিছু চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসতে পারে। সামগ্রিক ভাবে পরিস্থিতি অনুকূল নয়, যা মানসিক অস্থিরতা এবং চাপের দিকে পরিচালিত করতে পারে।বিবাহের যোগ হতে পারে।

বৃষঃস্ত্রী আপনাকে অনুপ্রাণিত করতে পারেন। আপনি আজকে কার্ড ভাল খেললে কিছু অতিরিক্ত নগদ উপার্জন করতে পারেন। আপনার বাড়তি সময় সামাজিক কাজে ব্যয় করুন। এতে আপনার ও আপনার পরিবারে সুখশান্তি বিরাজ করবে।

মিথুনঃআজকের দিনটি মিথুন রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য খুব ভাল দিন হবে। আপনার সামাজিক জীবনে নতুন শক্তি আসবে এবং আপনি দক্ষতার সঙ্গে আপনার ধারণাগুলি ভাগ করে নিতে সক্ষম হবেন। বিবাহের যোগ হতে পারে।

কর্কট রাশি ঃআপনার প্রেমিকের সঙ্গে আজকের দিনটি আপনার খুব ভালো কাটবে। যারা অবিবাহিত তারা বিপরীত ঙ্গির কাউকে আকর্ষণ করতে পারেন সহানুভূতিসম্পন্ন মানসিকতা নিয়ে। বিবাহের যোগ ।

সিংহঃ আপনার সঙ্গীর সঙ্গে আজ আপনি ভালো কিছু মুহূর্ত কাটাতে পারেন আপনার ভবিষ্যত এবং অন্ত ঃস্থ মানসিক শক্তি সম্পর্কে আলোচন করে।

কন্যা ঃআজকে সাংসারিক দায়িত্ব নিয়ে আপনি চিন্তায় থাকবেন। আপনার পেশাদারী বৃত্ত থেকে আপনি ভালো অর্থ উপার্জন করতে পারবেন। আপনার আর্থিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে আপনার জীবনসঙ্গীরও অবদান থাকবে।

তুলাঃআপনার পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর যে অবসর আপনি এতদিন ধরে চাইছিলেন তা আপনি আজ পাবেন। আপনি ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে পারবেন। বিবাহেরযোগ

বৃশ্চিকঃআপনার জীবনসঙ্গীর মনে হতে পারে যে আপনি তার কাছে খুব বেশি দাবি জানাচ্ছেন ও তাকে নিয়ে সন্দিগ্ধ। আপনার মনের ভাব প্রকাশ করা ভালো, কিন্তু খেয়াল রাখুন যে বেশি বাড়াবাড়ি করছেন না। আপনার পেশাগত জীবনে আপনি উদ্যমী ও আত্মবিশ্বাসী ।

ধনুঃসৃজনশীল শখ আপনাকে চাপমুক্ত রাখবে। কিছু বাড়তি পয়সা উপার্জনের জন্য আপনার উদ্ভাবনী চিন্তার ব্যবহার করুন। বৈবাহিক বন্ধনে প্রবেশ করার জন্য ভালো সময়। সমগ্র মহাবিশ্বের উচ্ছ্বাস দুই জনের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে যারা প্রেম

মকরঃ আজ আপনার উচ্চ প্রত্যয় সদ্ব্যবহারে লাগানোর চেষ্টা করুন।

কুম্ভঃ আজকের দিনটি আপনার জন্য নতুন সম্ভাবনা এবং সুযোগে ভরা হবে।

মীনঃআপনি আপনার দিন যোগ এবং ধ্যান দিয়ে শুরু করতে পারেন। এটি করা আপনার পক্ষে উপকারী হবে এবং আপনি সারা দিন ধরে আপনার শক্তির স্তর বজায় রাখবেন। যারা বিবাহিত তাদের আজকের বাচ্চাদের লেখাপড়ার জন্য প্রচুর

আবহাওয়া

নিম্নচাপের প্রভাবে বৃষ্টি চলছে দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। শুক্রবার সকাল থেকেই মুখভার আকাশের। হালকা বৃষ্টিও হয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, উত্তরবঙ্গে আগামী দু'দিন দুর্যোগের আশঙ্কা রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গেও হবে বৃষ্টি। নিম্নচাপের প্রভাবে সমুদ্র উত্তাল থাকবে। সমুদ্রে ঝড়ের গতিবেগ ৭৫ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায় হতে পারে। মৎস্যজীবীদের জন্য আপাতত সমুদ্রে যেতে বারণ করা হয়েছে।

দক্ষিণবঙ্গের ক্ষেত্রে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর ও পশ্চিম মেদিনীপুরে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। অন্যান্য জেলাগুলিতেও হবে বৃষ্টি। দুর্যোগের সম্ভাবনা রয়েছে উত্তরবঙ্গেও। দার্জিলিং সহ ওপরের পার্বত্য ৬টি জেলাতে দুর্যোগের আশঙ্কা বেশি রযেছে। দার্জিলিং, কালিম্পং জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও উত্তর দিনাজপুরে অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি রয়েছে। নিচের দিকের জেলা মালদা ও দুই দিনাজপুরেও ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা। এরপর রবিবার ওপরের পাঁচ জেলায. ভারী বৃষ্টি চলবে। দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর জেলাতেও ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা। তবে বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা কিছুটা কমবে। সোমবার ভারী বৃষ্টি হতে পারে দার্জিলিং এবং জলপাইগুড়ি জেলাতে। শুক্রবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৯.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৩.৩ ডিগ্রি কম।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৬টা ৩৫মিনিট এবং রাত ০৭টা ৪২মনিট। **ভাটা**-দুপুর ০২টা ৪০মনিট এবং রাত ০২টা ৪৩মনিট। সূর্যউদয় ঃ সকাল ৫টা ২৮মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ২০মিনিটে।

রেল দুর্ঘটনায় কানে ফোন ব্যবহারের প্রভাব, এনসিআরবি রিপোর্টে বাংলা দ্বিতীয় স্থানে!

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা,৮ অক্টোবর ঃ ২৪,৬৭৮টি দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ২১,৮০৩ জন- এমনই তথ্য দিয়েছে ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো (এনসিআরবি) ভারতের রেল ট্র্যাক দুর্ঘটনার ওপর রিপোর্টে। একই রিপোর্টে বলা হয়েছে, দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দুর্ঘটনা ঘটেছে পাঁচটি রাজ্যে, যার মধ্যে বাংলার নামও রয়েছে। গোটা দেশের সব প্রান্তের অপরাধ প্রবণতা এবং দুর্ঘটনার খতিয়ান প্রকাশ করে ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো। বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা এই রিপোর্ট বিশ্লেষণ করে তাদের কর্মপদ্ধতি নির্ণয় করে। দেশে কোন এলাকায় কোন ধরনের দুর্ঘটনা এবং তার ফলে মৃত্যুর সংখ্যা কতটা - তা দেখেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় পরবর্তী পদক্ষেপের। এই কারণে এনসিআরবি-র রিপোর্ট বিশেষ গুরুত্ব পায়। সম্প্রতি ২০২৩-এর যে রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে, তা ভারতীয় রেলের কর্তাদের অস্বস্তিতে ফেলার পক্ষে যথেষ্ট। রিপোর্টে রয়েছে, ২০২২-এ রেলের ট্র্যাকে দুর্ঘটনার সংখ্যা ছিল ২৩ হাজার ১৩৯টি। কিন্তু পরের বছর অর্থা ২০২৩-এ দুর্ঘটনার সংখ্যা বেড়ে ২৪ হাজার ৬৭৮ হয়েছে। অর্থা এক বছরে দুর্ঘটনার সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে ৬.৭ শতাংশ। সন্ধে ৬টা থেকে রাত ৯টা - এই তিন ঘণ্টাতেই রেলের ট্র্যাকে দুর্ঘটনার সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। এমনটাই জানাচ্ছে এনসিআরবি-র রিপোর্ট। রেলের দুর্ঘটনাগুলোকে রিপোর্টে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। দেখা গিয়েছে ২০২৩-এর দুর্ঘটনাগুলোর মধ্যে ৫৬টি ঘটনার জন্য দায়ী মোটরম্যানের গাফিলতি।

অন্য দিকে ৪৩টি ঘটনা ঘটেছে যান্ত্রিক সমস্যা, ট্র্যাকের ত্রুটি বা কোনও ব্রিজ ভেঙে পড়ার কারণে। রেল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, ' ফেরার তাড়ায় অনেকে ওই সময়ে শর্টকাট হিসেবে রেলের ট্র্যাক বেছে নেন। এদের অনেকে কানে ফোন দিয়ে গল্প করতে করতেও যান। দুর্ঘটনার পিছনে এই দুটি কারণও থাকে।' রেলের ট্র্যাকে দুর্ঘটনার তালিকায় বড় অংশ জুড়ে রয়েছে অসাবধানী যাত্রীদের যে কোনও জায়গা দিয়ে ট্র্যাক পার হওয়ার প্রবণতা। এই ক্ষেত্রে গোটা দেশে যত দুর্ঘটনা ঘটেছে তার মধ্যে শীর্ষস্থানে রয়েছে উত্তরপ্রদেশের নাম।

এনসিআরবি রিপোর্ট জানাচ্ছে, ২০২৩-এ উত্তরপ্রদেশে ট্র্যাক পার হতে গিয়ে দুর্ঘটনার ঘটনা দু'হাজার ৪৮২টি। এর ফলে মৃত্যু হয়েছে এক হাজার ২৫ জনের। দ্বিতীয় স্থানেই রয়েছে বাংলার নাম। বাংলায় ট্র্যাক পার হতে গিয়ে দুর্ঘটনার নজির ৮০৫টি। এর ফলে মৃতের সংখ্যা ৫৮১। ভারতীয় রেলের কর্তাদের চিন্তায় রেখেছে এনসিআরবি-র আরও একটি পরিসংখ্যান। এটি চলন্ত ট্রেন থেকে যাত্রীদের পড়ে যাওয়ার খতিয়ান। রিপোর্ট জানাচ্ছে, সারা বছরে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ১৫ হাজার ৮৭৮টি ' থেকে পড়ে যাওয়া'-র ঘটনা ঘটেছে। এই ধরনের দুর্ঘটনা এড়াতে ভারতীয় রেল যাত্রীদের সচেতন করতে নানা প্রচারণা চালানো হয়েছে এবং ট্রেনে নজরদারির মতো ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তবে এনসিআরবি-এর রিপোর্টে স্পষ্ট হয়েছে, এসবের তেমন কোনো ফল দেখা যায়নি। ট্রেনের দরজায় দাঁড়িয়ে ভ্রমণ এবং অসাবধানতার কারণে ট্রেন থেকে পড়ে যাওয়ার ঘটনা এখনও রোধ করা যায়নি।

চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজো জাঁকজমকে ভরে উঠছে

মলয় সুর ঃ দুর্গাপুজো শেষ। পুজোর কার্নিভাল ও শেষ। বাপের বাড়ি থেকে কৈলাসে চলে গিয়েছে উমা। বাংলার মনে বিষাদের সুর তির তির করে বইছে। এবার বাংলাকে আলো আনন্দে ভরিয়ে দিতে প্রস্তুতি নিচ্ছে চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজো। এবার পালা চন্দননগরের। এবারে একগুচ্ছ সুবর্ণ জয়ন্তী ও হীরক জয়ন্তী বর্ষের জগদ্ধাত্রী পুজো হতে চলেছে। চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজো মানে একটি চমকপ্রদ বিষয়। এবছর একাধিক জুবিলী বর্ষের পুজো কেন্দ্র করে রীতিমতো বাড়তি উৎসাহ তৈরি হয়েছে। কেন্দ্রীয় জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটির সূত্রে জানা গিয়েছে দশটি সুবর্ণ জয়ন্তী ও হীরক জয়ন্তী বর্ষের পুজোর আয়োজন হচ্ছে। তার মধ্যে অন্যতম চন্দননগরের প্রাচীন কাপড় পট্টির পুজো। যা এবার ২৬০ বছরে পা দিচ্ছে। এর মধ্যে ভদ্রেশ্বরে দুটি জুবিলী বাদবাকি আটটি চন্দননগরে। চন্দননগর কেন্দ্রীয় পূজা কমিটির সাধারণ সম্পাদক শুভজি সাউ বলেন, ২০২০ ও ২০২১ সালে কোভিডের কারণে পূজার আয়োজন করা হয়নি। সেই কারণে ওই বছরগুলির জুবিলিগুলো ২০২২ সালে জাঁকজমক করে হয়। সেই নিরিখে এবার ২০২৫ সালে এসে একসঙ্গে ১০ টি পুজো জুবিলী আয়োজন রয়েছে। আশ্চর্যজনকভাবে সবকটি পুজোই হয় রজতজয়ন্তী না হয় সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষের পুজো। এই বিশেষ মনিকাঞ্চন যোগও চন্দননগরে পূজোর ইতিহাসে বিরল ঘটনা। কেন্দ্রীয় জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট অশোক গোস্বামী বলেন, সুরেরপুকুর, গড়ের ধার, যম পুকুর ধার, হালদারপাড়া, ষষ্ঠীতলা, দিনেমার ডাঙ্গা পঞ্চপান্ডব ও নিমতলা স্পোর্টিং এর এবার রজতজয়ন্তী পুজো হবে। অন্যদিকে হরিদ্রা ডাঙ্গা ,কাপালি পাড়া সাহেব বাগান , বারাসাত ব্যানার্জি পাড়া , ও তেলিনী পাড়ায় হীরক জয়ন্তী বর্ষের আয়োজন হবে। চন্দননগরের জুবিলী বর্ষের পুজো মানেই বিশেষ আয়োজন। আলোক শিল্পের মায়ানগরীতে চমক দেওয়ার আয়োজন যেমন স্বাভাবিক, তেমন ই থাকে প্রতিমা থেকে মন্ডপ শয্যার নিপুন কারুকার্য। ফলে আলোর মহানগরীতে এবারের জগদ্ধাত্রী পুজো আরও আকর্ষক হওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে।

দিল্লিতে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন রাজ্যপাল

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা,৮ অক্টোবর ঃ উত্তরবঙ্গের নাগরাকাটায় বিজেপির জনপ্রতিনিধিদের উপর হামলার ঘটনায় উদ্বিগ্ন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস আজ দিল্লিতে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ওই ঘটনার পাশাপাশি রাজ্যের সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন। উত্তরবঙ্গ থেকে দিল্লি গিয়ে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাতের পর সাংবাদিক বৈঠক করে রাজ্যপাল বলেন, রাজ্যে যে একাধিক জায়গায় গুন্ডারাজ চলছে তা পরিস্কার। এই পরিস্থিতি চলতে দেওয়া যায় না। তবে রাজ্যপাল জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে তাঁর পেশাদার সম্পর্ক অটুট রয়েছে। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাও আছে, যোগাযোগ বন্ধ হয়নি। কিন্তু গোটা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় যা ঘটছে তাতে তিনি সন্তুষ্ট নন।

বিদেশি মুদ্রা বিক্রির নামে ৩৫০ কোটি তছরূপের অভিযোগ উঠল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা,৮ অক্টোবর ঃ গ্রহ-রত্ন বিক্রির নাম করে বিদেশি মুদ্রা অছরূপের অভিযোগ উঠল। রহস্যের শিকড়ে পৌঁছতে কলকাতা, হায়দ্রাবাদ ও আহমেদাবাদে একযোগে তল্লাশি শুরু করল ইডি। বুধবার সকালে কলকাতার দুটি ঠিকানা-সহ মোট চার জায়গায় তল্লাশি চালায় ইডির আধিকারিকরা। বিশেষ সূত্রে জানা গিয়েছে, মাস খানেক আগে গ্রহ-রত্ন বিক্রির নামে আর্থিক তছরূপের অভিযোগ প্রকাশ্যে আসে। প্রাথমিকভাবে অভিযোগ ছিল, কম দামী রত্ন দিয়ে বেশি টাকা নেওয়া হয়েছে। পরবর্তীতে ৩৫০ কোটি টাকা তছরূপের অভিযোগ ওঠে বলে জানা গিয়েছে। সেই মামলায় বুধবার সকালে অ্যাকশন মোডে ইডি। এদিন সকালে সল্টলেক সিএফ ব্লকে একজন এজেন্টের বাড়িতে হানা দেন ইডির আধিকারিকরা। একই সঙ্গে কলকাতার কিরণশঙ্কর রায় রোডে ওই ব্যক্তির অফিসেও যান ইডি অফিসাররা। বিভিন্ন নথিপত্র ঘেঁটে দেখেন।

জানা গিয়েছে, হায়দরাবাদ ও আহমেদাবাদের কয়েকটি ঠিকানায়ও পৌঁছে যায় ইডি। তদন্তকারী সংস্থার সূত্রে জানানো হয়েছে, যে ৩৫০ কোটি টাকা বিদেশে পাঠানোর অভিযোগ উঠেছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। গ্রহ-রত্নের বিক্রির নামে বিদেশি মুদ্রা তছরূপের সঙ্গে আর কারা জড়িত,কাদের মাধ্যমে টাকা হাত বদল করাা হয়েছে, এই চক্র কি ভাবে কাজ করত জানার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে খবর মিলেছে।

জোরকদমে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি-নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই ফলপ্রকাশ সম্ভাবনা এসএসসি-র!

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা,৮ অক্টোবর ঃ শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার ফল সম্ভাব্য নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হবে। এই বিষয়ে এসএসসি চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার জানিয়েছেন, ' প্রথম সপ্তাহে নিয়োগ পরীক্ষার ফল প্রকাশের চেষ্টা করা হচ্ছে।'' উল্লেখ্য, গত ৭ ও ১৪ সেপ্টেম্বর নবম-দশম এবং একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে। পরীক্ষার মডেল উত্তরপত্রও ইতিমধ্যেই স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি) আপলোড করেছে। পাশাপাশি, মডেল উত্তরপত্রের আবেদন জমা দেওয়ার পর সঠিক উত্তরপত্রটি চলতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে আপলোড করা হবে বলে এসএসসি সূত্রে জানা গেছে। এসএসসি-র এক আধিকারিক জানিয়েছেন, ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত উত্তর চ্যালেঞ্জ করার সুযোগ পেয়েছেন চাকরিপ্রার্থীরা। ৫৩৪টি আবেদন জমা প।ছে। এই আবেদনগুলি খতিয়ে দেখছেন বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের দেওয়া সঠিক উত্তরগুলি চলতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে ওয়েবসাইটে আপলোড করে দেওয়া হবে। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে শিক্ষক নিয়োগের ফল প্রকাশ করে দেওয়ার তো।জোড় চলছে। এসএসসি-র কাছে এখন চ্যালেঞ্জ হচ্ছে স্বচ্ছতার সঙ্গে শিক্ষক নিয়োগ সম্পন্ন করা। সুপ্রিম কোর্ট শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর নিয়োগ বাতিল করেছিলেন। সেই চাকরি বাতিলকৃত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের

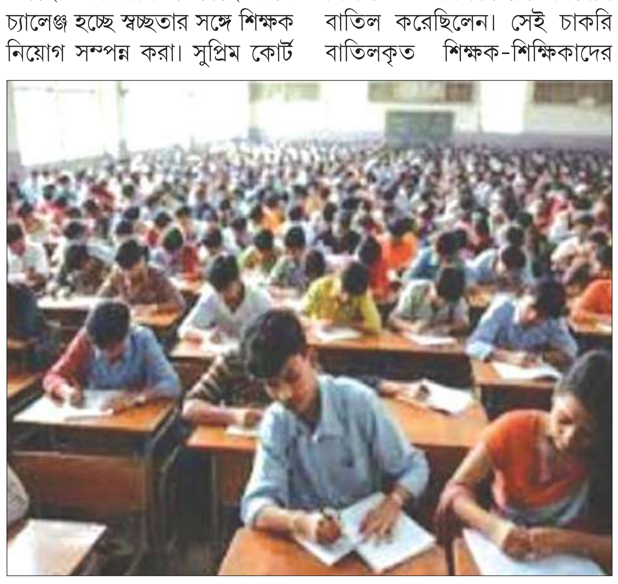

যা যা নির্দেশ দিয়েছে সেইমতো কাজ করছে এসএসসি বলে ওই সূত্র জানিয়েছে। গত ৭ ও ১৪ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত দু'দিনের শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় মোট ৫,৬৫,০০০ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন, যার মধ্যে ৩১ হাজার ছিল ভিনরাজ্যের। উল্লেখ্য, চলতি বছরের ৩ এপ্রিল দেশের শীর্ষ আদালত ২০১৬ সালের এসএসসি-এর ২৫,৭৫২ জন নতুন করে নিয়োগ পরীক্ষা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন সুপ্রিম কোর্ট। সেই নির্দেশ অনুসারে এসএসসি নতুন নিয়োগ পরীক্ষার ব্যবস্থা করে, বিরোধীদের নানা কুসার জবাব দিয়ে পরীক্ষাটি নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করে। দু'দিনের পরীক্ষায় ডবল ইঞ্জিনের রাজ্য থেকে বহু চাকরিপ্রার্থী অংশ নেন, এবং পরীক্ষার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা দেখে ভিনরাজ্যের পরীক্ষার্থীরাও সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

বিমান ভাড়া অনেক বাড়িয়ে দেওয়া অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রীর

বিহার নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে সেখানে বিমান ভাড়ায় ছাড় দেওয়া হলেও রাজ্যে বিমান ভাড়া অনেক বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি অভিযোগ করেছেন। উত্তরবঙ্গ থেকে ফিরে আজ কলকাতা বিমানবন্দরে তিনি বলেন ছট পুজোর জন্যে বিহারে বিমান ভাড়ায় ছাড় দেওয়া হলেও কলকাতা বাগডোগরা বিমান ভাড়া ১৮ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছে। এই বৈষম্য কেন সেই প্রশ্ন তুলে তিনি এমনকি দিল্লির ভাড়াও ৪২ থেকে ৪৫ হাজার টাকা কেন করা হয়েছে তা জানতে চেয়েছেন।

কেষ্টপুর বাগজোলা খালে তলিয়ে মৃত্যু শিশুকন্যার, উদ্ধার ১

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা,৮ অক্টোবর ঃ কেষ্টপুর খালে স্নানে নেমে বিপত্তি! জলে খেলতে গিয়ে তলিয়ে মৃত্যু বছর পাঁচেকের শিশুকন্যার। আরেকজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে নিউটাউন থানার অধীনে কেষ্টপুর বাগজোলা পাশখালে। মৃত শিশুকন্যার নাম ঋতু কানাই (৫)। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন পিয়াংশু কুমার (১২)। তারা দু'জনেই চণ্ডীপুর এলাকার বাসিন্দা। এদিন সকালে ঋতু ও প্রিয়াংশু দু'জন খালে স্নান করতে নামে।জলে নামার পরই তলিয়ে যেতে থাকে ঋতু ও প্রিয়াংশু। চিৎকার শুনে ছুটে যায় স্থানীয়রা। তারাই উদ্ধার করে প্রিয়াংশুকে। কিন্তু তলিয়ে যায় ঋতুর। তল্লাশি চালাতে থাকেন স্থানীয়রাই। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার করা হয় ঋতুকে। তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। স্থানীয়দের দাবি, বারবার খালটিকে ঘিরে দেওয়ার কথা বলা হলেও কেউ কান দিচ্ছে না। প্রশাসন জানিয়ে, স্থানীয়দের বাংরবার সতর্ক করা হয়েছে খালে না নামার জন্য। কিন্তু কথা শোনে না কেউই।

নবম শ্রেণির এক ছাত্রীকে গণ ধর্ষণ প্রেমিক ও তার বন্ধুদের

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,বারুইপুর, ৮ অক্টোবর ঃ নবম শ্রেণির এক ছাত্রীকে গণ ধর্ষণ প্রেমিক সহ তার দুই বন্ধুর। মহা অষ্টমীর রাতে ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে প্রেমিক ও তার দুই বন্ধুর দ্বারা গণধর্ষণের শিকার হল নবম শ্রেণির এক ছাত্রী। গত ৩০ শে সেপ্টেম্বর মহাঅষ্টমী রাত ৮ টা নাগাদ বারুইপুর শাসন বালক সংঘে ঠাকুর দেখে বেরিয়ে বারুইপুর কামালগাজী বাইপাসে আসে নির্যাতিতা নবম শ্রেণির ছাত্রী। মাস দেড়েক আগেই বারুইপুরের এক নাবালকের সঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়াতে তাঁর আলাপ হয়েছিল।তারপর একে অপরের নাম্বার দেওয়া নেওয়া হয়। আর তারপর ফোনেই প্রেমের সম্পর্কে গড়ে ওঠে দুজনের সেই সম্পর্কের ভরসাতে অষ্টমীর রাতে বারুইপুর বাইপাস থেকে প্রেমিকের বাইকে ওঠে নির্যাতিতা ঠাকুর দেখবে বলে। তখন প্রেমিক ছাড়াও আরও একটি বাইকে প্রেমিকের দুজন বন্ধু ছিল।বারুইপুর শাসন বাইপাস থেকে সোজা বাইকে করে নির্যাতিতাকে বারুইপুর পূর্ব বিধানসভার বেগমপুর কাটাখাল বাইপাসে নিয়ে যায় তাঁর প্রেমিক। সেখানে নির্যাতিতাকে কোল্ড ড্রিঙ্কসের সাথে উত্তেজনা বর্ধনকারী ট্যাবলেট খাওয়ানো হয় বলে অভিযোগ। তারপর বেগমপুর কাটাখাল বাইপাস থেকে উত্তরভাগে যাওয়ার রাস্তা থেকে ভিতরের একটি নির্জন গলি রাস্তাতে ঢুকেনির্যাতিতাকে ধর্ষণ করে তার প্রেমিক এমনই অভিযোগ নির্যাতিতার পরিবারের। সেই সময়কার ভিডিও তুলে নির্যাতিতা নাবালিকাকে ব্ল্যাকমেল করে প্রেমিকের দুই বন্ধুও ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। তারপর রাতে নির্যাতিতা নাবালিকাকে সীতাকুণ্ডুর কাছে তার আত্মীয়ের বাড়ির কাছে রেখে দিয়ে চলে যায় প্রেমিক।পয়লা অক্টোবর নবমীর সকাল থেকেই অসুস্থ হয়ে পড়ে ঐ নির্যাতিতা। নির্যাতিতার পরিবারের লোকজনকে খবর দেয় তাঁর আত্মীয়রা। নবমীর দুপুরে নির্যাতিতাকে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করে তার পরিবারের লোকজন। নির্যাতিতার পরিবার বারুইপুর থানায় ২ রা অক্টোবর অভিযোগ দায়ের করে।আর এই অভিযোগ পাওয়ার পরেই বারুইপুর থানার পুলিশ নাবালক প্রেমিক সহ তার এক বন্ধু আরমান আকুঞ্জকে গ্রেফতার করলেও এখনো অধরা তিন নম্বর অভিযুক্ত। নাবালক প্রেমিককে জুবেনাইল আদালতে তোলে পুলিশ। পাশাপাশি প্রেমিকের বন্ধু আরমান আকুঞ্জকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জেরা করে তৃতীয় অভিযুক্তকে ধরার চেষ্টা চালাচ্ছে বারুইপুর থানার পুলিশ। নির্যাতিতা নবম শ্রেণির ছাত্রী এখনো বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

কলকাতায় কিসনা'র নতুন এক্সক্লুসিভ শোরুম উদ্বোধন

মলয় সুর ঃ হরি কৃষ্ণ গ্রুপের ফাউন্ডার ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ ঘনশ্যাম ধোলকিয়া, হরি কৃষ্ণ এক্সপোর্টস-এর সিইও মিঃ পিন্টু ধোলকিয়া এবং অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে কিসনা ডায়মন্ড অ্যান্ড গোল্ড জুয়েলারি গর্বের সাথে পশ্চিমবঙ্গে তাদের ষষ্ঠ এক্সক্লুসিভ শোরুম উদ্বোধন করল। নতুন এই শোরুমটি কলকাতার সোদপুরে অবস্থিত।শুভ ' কে সামনে রেখে কিসনা দিচ্ছে বিশেষ অফার- ডায়মন্ড জুয়েলারির মেকিং চার্জে সর্বোচ্চ ৭৫ ছাড় এবং গোল্ড জুয়েলারির মেকিং চার্জে সর্বোচ্চ ২৫ ছাড়। এছাড়া আইসিআইসিআই ব্যাংকের ক্রেডিট ও ডেবিট কার্ডে থাকছে অতিরিক্ত ৫ ইনস্ট্যান্ট ডিসকাউন্ট।

লাইনচ্যুত মালগাড়ির জের-শিয়ালদহ-বজবজ শাখায় দীর্ঘক্ষণ ট্রেন চলাচল ব্যাহত!

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা,৮ অক্টোবর ঃ অফিস টাইমে লাইনচ্যুত মালগাড়ি, যার ফলে শিয়ালদহ-

বজবজ শাখায় ট্রেন চলাচল ব্যাহত। দীর্ঘ সময় ধরে সব ট্রেন দেরিতে চলাচল করে, ফলে যাত্রীরা চরম সমস্যার সম্মুখীন হন। কেউ অন্য পথে গন্তব্যে পৌঁছানোর চেষ্টা করেন, আবার কেউ পরিষেবা স্বাভাবিক হওয়ার জন্য দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করেন।জানা গিয়েছে, বুধবার সকালে বজবজ স্টেশনের আগে ১৪ নম্বর রেলগেটের কাছে শিয়ালদহের কাছে আচমকা একটি মালগাড়ি লাইনচ্যুত হয়। তার জেরে স্বাভাবিকভাবেই বজবজ-শিয়ালদহ শাখায় বন্ধ হয়ে যায় ট্রেন চলাচল। বেশকিছুক্ষণ পর ধীরে ধীরে পরিষেবা চালু করা হলেও তা স্বাভাবিক হয়নি। ধীর গতিতে চলছে ট্রেন। আপ-ডাউন লাইনের সব ট্রেন আকড়া, নুঙ্গি, সন্তোষপুর থেকে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে শিয়ালদহে।এই ঘটনায় অফিসমুখী যাত্রীরা চরম সমস্যায় পড়েছেন। দীর্ঘ সময় স্টেশনে দাঁড়িয়ে থেকেও কেউ ট্রেন পাননি, ফলে ভিড় আরও বেড়ে যায়। যারা ট্রেন পেয়েছেন, তাদের গন্তব্যে পৌঁছতে সময় অনেক দেরি হয়। পরিস্থিতি সামলাতে মালগাড়ি সরানোর কাজ চলে বেশ তপরতার সঙ্গে, যেখানে লাইনচ্যুত বগি সরাতে ক্রেন ব্যবহার করা হয়। রেলের তরফে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়, যত দ্রুত সম্ভব পরিষেবা স্বাভাবিক করার চেষ্টা করার কথা।

পূর্ণিমার কোটালে বাঁধ ভেঙে প্লাবিত গোসাবার পুঁইজালি, ব্যাপক ক্ষতি এলাকায়

দক্ষিণ ২৪ পরগণা, ৮ অক্টোবর (হি.স.)ঃ পূর্ণিমার ভরা কোটালের জলের তোড়ে বাঁধ ভেঙে প্লাবিত হল দক্ষিণ ২৪ পরগণার গোসাবার আমতলি গ্রাম পঞ্চায়েতের পুঁইজালি গ্রাম। প্রায় ৩০০ ফুটের মত রায়মঙ্গল নদীর বাঁধে ধস নামে বুধবার সকালে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জোয়ারের জল বাড়লে সেই নোনা জল গ্রামে ঢুকে চাষের জমি থেকে শুরু করে পুকুর সবই ভাসিয়ে নিয়ে যায়। প্রায় পাশাপাশি চারটি গ্রাম বর্তমানে জলের তলায়। মঙ্গলবার রাতে গোসাবার সোনাগাঁ এলাকায় নদী বাঁধে ফাটল দেখা দেয়। বেশ কিছুটা জায়গায় ধসও নামে। রাতেই সেচ দফতরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে বাঁধ মেরামতির কাজ শুরু করেন। সেখানে দুর্গাদোয়ানি নদীর বাঁধ ভেঙে বা উপছে নোনা জল গ্রামে ঢুকতে পারেনি। কিন্তু বুধবার সকাল সা।ে পাঁচটা নাগাদ এই পুঁইজালি গ্রামে প্রায় ১০০ মিটার নদী বাঁধে বিশাল ধস নামে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জোয়ারের জল বাড়তে শুরু করলে সেই ধসের জায়গা থেকে নোনা জল গ্রামে ঢুকে পড়ে। সেচ দফতরের কর্মীরা বাঁধ মেরামতির কাজে হাত লাগানোর আগেই পুঁইজালির পেটুয়া পা।া, মাস্টার পাড়া সহ চারটি গ্রাম এই নোনা জলের তলায় চলে যায়। দুপুরের পর থেকে ভাটা শুরু হলে বাঁধ মেরামতির কাজ শুরু করেছে সেচ দফতর। গোসাবার সেচ দফতরের আধিকারিক শুভদ্বীপ দালাল বলেন, পূর্ণিমার কোটালে জলের চাপ এতটাই ছিল যে ভালো নদী বাঁধে ধস নেমেছে। আমরা চেষ্টা করছি যাতে দ্রুত রিং বাঁধ দিয়ে এই নোনা জল গ্রামে ঢোকা বন্ধ করা যায়। এদিকে এই বাঁধ ভেঙে গ্রাম প্লাবিত হওয়া নিয়ে রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে। গোসাবার জেলা পরিষদের সদস্য অনিমেষ মণ্ডল বলেন, কেন্দ্রীয় বঞ্চনার জন্যই এই বাঁধ সঠিক ভাবে মেরামতি করা যাচ্ছে না। ২৭২ কিমি নদী বাঁধ রয়েছে গোসাবা ব্লকে। তার মধ্যে ৫০ কিমি নদী বাঁধের অবস্থা সংকটজনক। এদিকে কেন্দ্রীয় সরকার ১০০ দিনের কাজের টাকা বন্ধ করে রাখার কারণে পঞ্চায়েত থেকে বাঁধের মেরামতি করা যাচ্ছে না। তাই এই দুর্গতি হল সুন্দরবনের মানুষের। তিনি আরও বলেন, এই বাঁধ ভাঙার ফলে ক্ষতি হয়েছে প্রায় কাঁচা পাকা ৫০০ বাড়ি। প্রায় ৩ হাজার বিঘা চাষের জমিতে নোনা জল ঢুকে ধানের ক্ষতি করেছে। অন্যদিকে ৬ কিমির মত রাস্তাও ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এর দায় কে নেবে? বিজেপি নেতা সঞ্জয় নায়েক বলেন, ১০০ দিনের টাকা যেভাবে চুরি করেছে এই সরকার তাতে কোন মুখে এরা আবার টাকা চায়? কংক্রিটের নদী বাঁধের টাকা তো কেন্দ্র দিয়েছিল এরা তা সঠিক ভাবে ব্যবহার করেনি বলেন, সেই কাজ হয়নি। এদিকে ব্লক প্রশাসনের তরফে এলাকায় ত্রাণশিবির খোলা হয়েছে এলাকায়। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানার চেষ্টা করছে ব্লক প্রশাসন। বিডিও বিশ্বরূপ বিশ্বাস বলেন, এলাকায় ত্রাণশিবির খোলা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু ভাটার সময় জল নেমে গিয়েছে এলাকা থেকে অনেকটা, ফলে প্রায় সকলেই নিজের নিজের বাড়িতে ফিরে গিয়েছেন। মোট কী কী ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সেটা জানার চেষ্টা চলছে।

হাওড়া স্টেশনে 'স্বচ্ছ ভারত' কর্মসূচি পালিত

সুমন আদক,হাওড়া,৮ অক্টোবর ঃ পূর্ব রেলের উদ্যোগে বুধবার হাওড়া স্টেশনে 'স্বচ্ছ ভারত' কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে এক বিশেষ সাফাই অভিযান ও সচেতনতা কর্মসূচি পালিত হয়। প্রধানমন্ত্রীর স্বচ্ছ ভারত তথ্য অনুযায়ী পরিস্কার ও পরিচ্ছন্ন করে তোলার লক্ষ্যে এদিন ওই বিশেষ পরিচ্ছন্নতা অভিযান এবং সচেতনতা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মসূচি পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া বিভাগের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন পদস্থ কর্তারা। এদিন অভিযানের অংশ হিসেবে প্ল্যাটফর্ম, স্টেশনের সার্কুলেটিং এরিয়া, টয়লেট, ড্রেন এবং অন্যান্য অংশগুলিতে পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম চলে। পাশাপাশি, প্লাস্টিক দূষণ নিয়ন্ত্রণের উপর এদিন বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। এদিন এনসিসি ক্যাডেটরা যাত্রীদের মধ্যে পরিবেশবান্ধব অভ্যাসের প্রচার করেন। হাওড়া বিভাগের এক কর্মকর্তা জানান, ৫.০-এর অংশ যা ভারত সরকারের স্বচ্ছ ভারত মিশনের সঙ্গে যুক্ত।

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নাম- **নেহা দাস**
পিতা- **মৃত বিশ্বনাথ দাস**
ঠিকানা- মহাকাল পাড়া ওয়াড ২,
পোষ্ট + থানা- মাল, জেলা-জলপাইগুড়ি পিন- ৭৩৫২২১
আমমোক্তার দাতা-বিশ্বনাথ দাস
পিতা- মৃত সুনীল দাস, বেলা দাস স্বামী-মৃত সুনীল দাস, সবিতা দাস গুপ্তা স্বামী বাপী দাস গুপ্তা, সুলতা শর্মা দাস স্বামী-সুকুমার শর্মা, সষমিতা রায় স্বামী- খোকন রায়, শ্যামলী রায় চৌধুরী দাস স্বামী- সুহাস রায় চৌধুরী, সুজাতা শর্মা দাস স্বামী-প্রদীপ শর্মা,
ঠিকানা- মাল দক্ষিণ কলোনি, পোষ্ট + থানা-মাল, জেলা- জলপাইগুড়ি, পিন-৭৩৫২২১
আমমোক্তানামা নং ও সন-।-০৭১০-০০৮৩৪, ০৩.০৬.২০২২, A.D.S.R MAL BAZAR
আমমোক্তার বলে দলিল ও সন-।-০৭১০-০০৯৩১, ২০.০৬.২০২৪, A.D.S.R MAL BAZAR
মিউটেশন কেস নং-MN/0706/471, 09.08.2025
উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল অনুসারে উপরোক্ত মিউটেশন বিষয়ে আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হওয়ার এক মাস এর মধ্যে মাটিয়ালী বিএল এণ্ড এল আরও অফিসে লিখিত আকারে টা পেশ করবেন। অন্যথা আইন অনুসারে আবেদন টি নিস্পত্তি করা হইবে।
দলিলে বর্নিত তপসিলী বিবরন-মৌজা-নেওড়া মাঝিয়ালী, জে.এল. নং-২০, সীট নং-৩, দাগ নং (এল আর)-১২৩৭, খতিয়ান নং (এল আর)- ১২০ /১, জমির পরিমাণ- ০.৫৪ একর
(পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও সরণাথি ত্রাণ ও পুণঃবাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)
বিজ্ঞপ্তি দাতার নাম ও ঠিকানা-নেহা দাস
পিতা- মৃত বিশ্বনাথ দাস
ঠিকানা- মহাকাল পাড়া ওয়াড ২, পোস্ট + থানা মাল, জেলা-জলপাইগুড়ি পিন-৭৩৫২২১।

বাংলায় এসআইআর-এর চূড়ান্ত প্রস্তুতি, কলকাতায় কমিশনের বিশেষ টিমের বৈঠক!

উত্তর ২৪ পরগনার পাশাপাশি আলাদা করে নজর পূর্ব মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও ঝাড়গ্রামের দিকে

৮ অক্টোবর ঃ বিহারের ভোটের দিন ঘোষণা হয়ে যাওয়ার পর এবার নজর বাংলায়। ভোটের আগে স্পেশাল ইন্টেনসিভ রিভিশন-এর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। এসআইআর-এর চূড়ান্ত প্রস্তুতি পর্যালোচনা করতে মঙ্গলবার রাতে রাজ্যে পৌঁছায় নির্বাচন কমিশনের বিশেষ টিম। সিইও দপ্তরে উপস্থিত ছিলেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজকুমার আগরওয়াল, রাজ্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী, কমিশনের তথ্যপ্রযুক্তি শাখার ডিজি সীমা খান্না, সচিব এসবি যোশী এবং উপসচিব অভিনব আগরওয়াল। ওই দিন উত্তরবঙ্গ বাদ দিয়ে রাজ্যের সব জেলার সঙ্গে ভিডিয়ো কনফারেন্সের মাধ্যমে সংযোগ করেন কমিশনের আধিকারিকরা। বুধবার সকাল ১০টা থেকে কলকাতায় মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের অফিস থেকে এই বৈঠক শুরু হয়েছে। রয়েছেন জেলাশাসকরা। এর পরে বিশেষ বৈঠক হবে রাজারহাটে। রাজারহাট-গোপালপুর ও রাজারহাট-নিউটাউন নিয়ে আলাদা করে বৈঠক করবেন কমিশনের আধিকারিকরা। রাজারহাটে জেলা পরিষদের অডিটরিয়ামে বৈঠক হবে। আধিকারিকদের পাশাপাশি কথা বলার কথা বিএলওদের সঙ্গে। রাজারহাট-গোপালপুরে ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার (ইআরও) নিয়ে ইতিমধ্যেই একটা প্রশ্ন উঠেছে। তথ্য যাচাই না করেই ভোটার লিস্টে নাম তোলার অভিযোগে ইতিমধ্যেই স্ক্যানারে রাজারহাট-গোপালপুরের ইআরও। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী

আধিকারিকের দপ্তরে তলবও করা হয়েছিল। এ বার সেখানকার ভোট-আধিকারিকদের নিয়ে আলাদা করে বসবে দিল্লির বিশেষ দল।এর পরে বারাসতে জেলাশাসকের কার্যালয়ে যায় কমিশনের টিম। সেখানে উত্তর ২৪ পরগনা নিয়ে আলোচনা হয়। যে হেতু বড় জেলা, একাধিক বিধানসভা কেন্দ্র, লোকসভা কেন্দ্র। আলাদা করে সেখানকার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখা হয়। উত্তর ২৪ পরগনার পাশাপাশি আলাদা করে নজর দেওয়া হচ্ছে পূর্ব মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও ঝাড়গ্রামে। বৃহস্পতিবার কোলাঘাট অডিটোরিয়ামে পূর্ব মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও ঝাড়গ্রাম নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে। ইতিমধ্যেই বিজেপি ঝাড়গ্রাম ও বাঁকুড়ার ক্ষেত্রে অভিযোগ তুলেছে যে, সরকারি কর্মী নন এমন ব্যক্তিদের বিএলও হিসেবে কাজে লাগানো হচ্ছে। সব মিলিয়ে ভোটের উৎসবের মাঝেই বাংলায় এসআইআর-এর প্রস্তুতির সুর বাজতে শুরু করেছে।

ছিনতাইয়ের কিনারা

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া,৮ অক্টোবর ঃ বালির কামারপা।ায় ভর সন্ধ্যেবেলা গৃহবধূর সোনার হার ছিনতাইয়ের ঘটনার কিনারা করলো পুলিশ।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

হাওড়া ডিভিশনে বাণিজ্যিক প্রচারাধিকারের চুক্তি প্রদান

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি নং ঃ সিওএম/পিইউবি/এইচডব্লুএইচ/২৫/৩৭ তারিখঃ ০৬.১০.২০২৫ সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, রেল যাত্রী নিবাস বিল্ডিং, হাওড়া স্টেশনের কাছে, পিন-৭১১১০১, **বাণিজ্যিক প্রচারাধিকারের চুক্তি প্রদানের** জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। **কাজের নাম ঃ** । অকশন ক্যাটালগটি **www.ireps.gov.in**-এ আপলোড করা হয়েছে। • **ক্যাটালগ নং ঃ পিইউবি-এইচডব্লুএইচ-২৫-৩৭। • অকশন শুরুর তারিখ ও সময় ঃ** ২১.১০.২০২৫ তারিখ সকাল ১০.০০টা। **সিকোয়েন্স নং.-এএ/১। লট নং.ঃ এডিভিটি-আইএনটি-১৩৭৬০৮-২-২৫-১** (বিজ্ঞাপন - ট্রেনের অভ্যন্তর)। **বিবরণ ঃ** ট্রেন নং ১২০১৯/১২০২০ (হাওড়া-রাঁচী- হাওড়া) শতাব্দী এক্সপ্রেসের কোচের অভ্যন্তরে নির্দিষ্টকৃত অবস্থানে ভিনাইল র‍্যাপিং দ্বারা বাণিজ্যিক প্রচারের প্রদর্শন। (HWH-336/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক ৩০৫ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২২ আশ্বিন, ১৪৩২

আমেরিকা আবিষ্কার

নাবিক কলম্বাসের কথা সকলেই জানে। ইতিহাসে তার নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখা। কিন্তু সত্য কোনদিন চাপা থাকেনা! ১৪৯২ সালের ১২ অক্টোবর। ক্রিস্টোফার কলম্বাসের নেতৃত্বে একদল অস্ত্রধারী তিনটি জাহাজে চড়ে আমেরিকার বাহামাস দ্বীপে পৌঁছান। সরলমনা স্থানীয় আদিবাসীরা তাদেরকে অতিথি হিসেবে স্বাগত জানান। কলম্বাসের একটি ক্ষতিগ্রস্ত জাহাজ মেরামতও করে দেন তারা। অভ্যর্থনা জানাতে আসা আদিবাসীদের দেহে স্বর্ণের অলঙ্কার দেখে কলম্বাস অনুমান করেন আশেপাশের কোথাও স্বর্ণের খনি রয়েছে। আদিবাসীদের সরলতা কলম্বাসকে মুগ্ধ করে এ জন্য যে, তিনি খুবই কম পরিশ্রমে ওই ভূখণ্ডের সব কিছু নিজের দখলে নিতে পারবেন। তিনি আমেরিকার মূল মালিক আদিবাসীদের নিশ্চিহ্ন করার পরিকল্পনা পাকাপোক্ত করেন এবং স্পেনে গিয়ে আরও এক হাজার দুইশ’ ইউরোপীয়কে সঙ্গে নিয়ে আসেন। শুরু হয় নির্মমতা, চলে গণহত্যা। কলম্বাস বাহিনী হিস্পানিওলা দ্বীপের একটি প্রদেশে ১৪ বছরের উপরের সব আদিবাসীকে তিন মাস পরপর একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ জমা দেওয়ার নির্দেশ জারি করেন। এই নির্দেশ মানতে যারাই ব্যর্থ হতো তাদেরই দুই হাত কেটে ফেলা হতো। হাত কাটার পর তারা রক্তপাতে মারা যেত। অনেকে বাঁচার জন্য পালানোর চেষ্টা করতো। তাদেরকে হিংস্র কুকুর দিয়ে খুঁজে বের করে নির্মম অত্যাচারের মাধ্যমে মেরে ফেলা হতো। অনেক আদিবাসীকে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে। হিস্পানিওলা দ্বীপে বসবাসকারীরা ছিল আরাওয়াক গোত্রের। অনেক ঐতিহাসিকের মতে,কলম্বাসের নেতৃত্বাধীন ইউরোপীয় বাহিনীর নির্মমতা সইতে না পেরে ৫০ হাজার আদিবাসী বিষ খেয়ে গণ-আত্মহত্যা করেছিলেন। মায়েরা তাদের ছোট ছোট বাচ্চাদের বিষ খাইয়ে মেরে ফেলতেন যাতে ইউরোপীয়রা ওই বাচ্চাদেরকে কুকুরের খাবারে পরিণত করতে না পারে। এরপরও যারা বেঁচে ছিলেন তাদেরকে দাসে পরিণত করেন কলম্বাস। কলম্বাসের সময়ের কিছু নির্মমতার ইতিহাস উঠে এসেছে তার নিজস্ব জার্নাল ও চিঠিতে। আরও তথ্য পাওয়া যায় স্পেনের ঐতিহাসিক বার্তোলমে দা লাস কাসাস এর লেখা ‘হিস্টোরি অব দ্য ইন্ডিজ’ গ্রন্থে। তিনি লিখেছেন,কলম্বাস বাহিনী তাদের ছুরি ও তলোয়ারের ধার পরীক্ষা করার জন্যও আদিবাসীদের টুকরো টুকরো করে কাটতো, নিস্পাপ শিশুদের শিরচ্ছেদ করতো। কলম্বাস যাদেরকে রেড ইন্ডিয়ান বলে নামকরণ করেছিলেন সেই আদিবাসীদের একটা বড় অংশকে নিশ্চিহ্ন করার পর ইউরোপীয়রা নিজেদের বিলাসী জীবন নিশ্চিত করতে একদল সেবকের প্রয়োজন বোধ করে। তারা আফ্রিকা মহাদেশে গিয়ে মানুষ ধরে আনতে শুরু করে। এভাবেই আমেরিকায় কৃষ্ণাঙ্গদের আগমন। তারা স্বেচ্ছায় আমেরিকায় আসেননি, তাদেরকে জোর করে ধরে আনা হয়েছে। বিখ্যাত কৃষ্ণাঙ্গ লেখক অ্যালেক্স হেলি আমেরিকায় তার নিজের প্রথম পূর্বপুরুষের অনুসন্ধানে ব্যাপক গবেষণা চালিয়েছিলেন। সেই গবেষণালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে লেখা ‘রুট্স দ্য সাগা অফ এন অ্যামেরিকান ফ্যামিলি’ বইয়ে আফ্রিকা থেকে মানুষ ধরে আনার কিছু ঘটনার প্রামাণ্য বর্ণনা রয়েছে। তিনি দীর্ঘ দিন ধরে গবেষণার পর জানতে পারেন আমেরিকায় তার প্রথম পূর্বপুরুষের নাম কুন্তা কিন্তে। ‘দ্যা রুটস’ নামে দীর্ঘ চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। আমাদের স্বাধীনতার পরে বিটিভিতেও সেটি ধারাবাহিক ভাবে দেখানো হয়েছিল। গাম্বিয়া থেকে কুন্তা কিন্তে-কে ধরে নিয়ে আসে ইউরোপীয়রা। কুন্তা কিন্তে’র আমেরিকায় পৌঁছার তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

শহিদ বাজি রাও

আশ্বিনের রাতে মৃদুমন্দ বাতাসে নৌকোর ভিতরে চোখ লেগে এসেছিল ১২ বছরের ছেলেটার। আচমকা চাপা চিৎকারে ধড়মড়িয়ে উঠল। সামনে দাঁড়িয়ে ব্রিটিশ সাহেব আর গোরা পল্টন। হুকুম, পার করিয়ে দিতে হবে ব্রাহ্মণী নদী! কিন্তু সে ছেলে অনড়। হাজারো চোখরাঙানিতে কাজ হল না। অত্যাচারী ব্রিটিশ শাসকদের কাউকে সে নদী পার করিয়ে দেবে না। মুহূর্তের মধ্যে নৌকোতেই লুটিয়ে পড়ল তার নিথর দেহ। প্রথমে মাথায় বেয়োনেটের আঘাত। তারপর বুকে ও মাথায় গুলি। নৌকায় পড়ে রইল ১২ বছরের একটা ছোট্ট দেহ, পরাধীন ভারতের সর্বকনিষ্ঠ শহিদ বাজি রাউত। দিনটি ছিলো ১৯৩৮ সালের ১১ই অক্টোবর। অকালমৃত্যুর দিনকয়েক আগেই ছিল তার জন্মদিন। তবে ‘জন্মদিন’ ঐ নামেই, অভাবের সংসারে নুন আনতে পান্তা ফুরায়। বাজির মা দিনভর পড়শিদের বাড়িতে ঢেঁকি পাড়তেন। তবেই ঘরে আসত সামান্য খুদকুঁড়ো। ওড়িশার ঢেঙ্কানল জেলার প্রত্যন্ত গ্রাম ভুবনের এক হতদরিদ্র পরিবারে ১৯২৬ সালের ৫ই অক্টোবর জন্ম হয়েছিল বাজি-র। বাবা ছিলেন নীলকণ্ঠপুর ঘাটের মাঝি। ব্রাহ্মণী নদী পারাপার করত তাঁর নৌকো। পারানি যা পেতেন তাতে সংসারের অভাব দূর হত না। স্ত্রী-সন্তানকে আরও অকূল পাথারে ফেলে চোখ বুজলেন নীলকণ্ঠপুর ঘাটের মাঝি। অপটু হাতে বৈঠা ধরা ছাড়া আর কোনও উপায় থাকল না বাজির কাছে। শুধু নদীঘাটের নয়, ছোট্ট বাজি-ই হয়ে উঠল সংসারের কান্ডারি। সে সময় ঢেঙ্কানলের দেশীয় রাজা ছিলেন শঙ্করপ্রতাপ সিংহদেও। তাঁর অত্যাচারে খাজনা যোগান দিতে গিয়ে নাভিশ্বাস উঠত সাধারণ প্রজাদের। ধীরে ধীরে তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হচ্ছিল। সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াতে এগিয়ে এলেন কমিউনিস্ট মন্ত্রে দীক্ষিত ঢেঙ্কানলের বৈষ্ণবচরণ পট্টনায়ক। হরমোহন পট্টনায়কের সঙ্গে মিলে তিনি তৈরি করলেন ‘প্রজামণ্ডল আন্দোলন’। তার অংশ হিসেবে এল ‘বানরসেনা’। স্থানীয় বালক ও কিশোরদের নিয়ে তৈরি সেই সংগঠনের কাজ ছিল নজরদারি। সংগঠনের সদস্য ছিল বাজি রাউতও। আন্দোলনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ে শাসকের অত্যাচারও।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

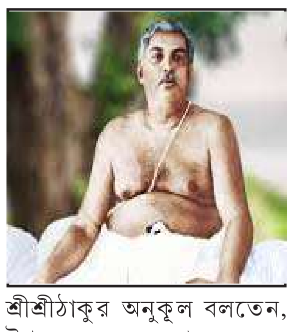

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূল বলতেন, ঈশ্বরকে এক মনে ডাকতে হবে। তিনি তবেই ভক্তের ডাকে সাড়া দিয়ে থাকেন। তিনি আছেন বলেই পরম আত্মা জাগরিত হতে পারে। তিনি আছেন বলেই মানব জগতটা একটি নিয়মে চলাফেরা করে। তিনি আছেন বলেই পৃথিবীর আহ্নিক গতি এবং বার্ষিক গতি রয়েছে। গোটা সমাজ থেকে শুরু করে সংসার ধর্ম এবং জগতটা একটি নিয়মে পরিচালিত হতে পারছে। নিয়ম থাকে বলেই সবাই চলাফেরা করতে সক্ষম হচ্ছে। জীবনে উন্নতি করা সম্ভব হবে। যিনি দান করেন তাঁর ধন কোনওদিন ফুরায় না। আর যিনি ধ্যান করেন তিনি পরম আত্মার সাক্ষাৎ পান।

বিবেকানন্দ দর্শন

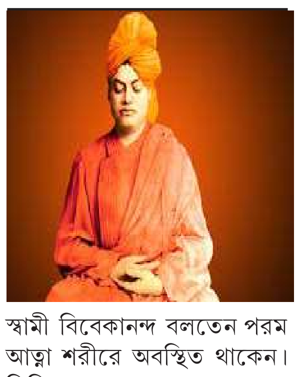

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন পরম আত্না শরীরে অবস্থিত থাকেন। তিনি মহান। তাকে কেন্দ্র করে সারা জীবন অতিবাহিত হতে থাকে। তিনি হচ্ছেন জগত সেরা। তিনি আছেন বলে সবাই শারীরিকভাবে বেঁচেবর্তে থাকেন। তিনি না থাকলে এই জগতে নিজেকে রক্ষা করা খুবই মুশকিল হতো। মাতায়ের পুজো কর। মাতার আশির্বাদ গ্রহণ করতে হবে। তাকে মনে প্রাণে ডাকতে হবে। তবেই তিনি সাড়া দিয়ে থাকেন। জগত মাতার সাড়া গ্রহণ করতে হবে। তিনি আছেন বলেই সবাই মাতৃভাবে ভাবিত। নজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। পিছনে দিকে তাকালে চলবে না। সব সময়ে সমানে দিকে তাকিয়ে চলবে হবে। বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তাদেরকে পরাস্ত করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সরদা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। স্বামী বিবেকানন্দকে তিনি জয়ের শক্তি দেন। মা শক্রকে পরাস্ত করার শক্তি দিয়েছিলেন। মা তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করার শক্তি দিয়েছিলেন। সত্যের বিকাশ করতে হবে।

বাংলার শসস্ত্র বিপ্লবীদের বন্দি করে রাখার জন্য তৈরি হল সেলুলার জেল

রবীন্দ্র কুমার শীল

(বাংলা তথা ভারতীয় সশস্ত্র বিপ্লবী এবং স্বাধীনতা সংগ্রামীদেরকে শায়েস্তা করার জন্য আন্দামানে সেলুলার জেল নির্মাণ করা হয়েছিল। ইংরেজ শাসন বিরোধী কোনও সংগ্রাম করতে যাতে কেউ সাহস না করে তার জন্য বিপ্লবীদের ওপরে নির্মম অত্যাচার সেখানে চালানো হত। মানবাধিকারকে সামনে রেখে বিপ্লবীদের ওপরে সেই রকম মানবিক আচরণ করা হতো না। অমানবিক,অমানুষিক অত্যাচার চালানো হতো বন্দি বিপ্লবীদের ওপরে। একেবারে আফ্রিকার ক্রীতদাসের মতো ভারতীয় বিপ্লবীদদের ওপরে অত্যাচারের নির্মম রূপ ফুটে ওঠে। বন্দিরা এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে শুরু করলে তাও অগ্রাহ্য করা হতো। তারপরে বহু কাল বাদে বন্দিদের ওপরে অত্যাচার নিয়ে বিভিন্ন সংবাদপত্রে লেখালেখি শুরু হলে ইংরেজ সরকার অত্যাচারের পরিমান খানিকটা কমিয়ে দিয়েছিল বটে। কিন্তু বন্দিদের মানুষ হিসাবে কোনও দিনই দেখে নি। ইংরেজ সরকার বিপ্লবীদের রাজনৈতিক স্বীকৃতি দেয়নি। উপরন্তু তাদেরকে সন্ত্রাসবাদী বলে মনে করতো। সেই অত্যাচারের কাহিনী এখানে বিবৃত করা হল।)

১৮৯০ সালে লায়াল এবং লেথব্রিজ কমিটির সুপারিশক্রমে আন্দামানের বিভিন্ন দ্বীপে বন্দিদের দিয়েই এই সেলুলার জেল গড়ে তেলা হয়েছিল ১৮৯৬-১৯০৬ সালের মধ্যে। এই জেলখানা তৈরি করার কারিগররা ছিল জেল বন্দিরা। তাদেরকে দিয়েই এই জেলখানা তৈরি করা হয়। ১৬ আগস্ট ১৯০৯ সালে প্রথম বন্দি পরিবহণ ‘এস এস মহারাজ’ জাহাজে করে বাংলার বিপ্লবীদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। প্রথম দফায় বন্দিরা ছিলেন আলিপুর বোমা মামলায় সাতজন অভিযুক্ত। এঁদের মধ্যে ছিলেন বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, হেমচন্দ্র দাস, হৃষিকেশ কাঞ্জিলাল, ইন্দুভূষণ রায়, বিভূতিভূষণ সরকার এবং অবিনাশচন্দ্র রায়। প্রথম রাজবন্দির দল আন্দামানে এসে উপস্থিত হলে তাঁদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল নবনির্মিত সেলুলার জেলে। সেলুলার জেলে প্রবেশ করা পরই অপরাধীদের দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। তারপরে তাদের ডান্ডাবেড়ি কাটা হল। এই সব ডান্ডাবেড়িতে লেখা ছিল অভিযুক্তদের নম্বর। জেল কর্তৃপক্ষের কাঠে আলাদা ডাণ্ডাবেড়ির নম্বর ও অপরাধীদের নাম লেখা একটি তালিকা ছিল। সেই সব তালিকা খতিয়ে দেখা হয়। ডাণ্ডাবেড়ি কাটা হল। জেলার ব্যারী সাহেব এসে উপস্থিত হলেন। তিনি সবার দিকে একবার করে দেখে নিলেন। এবারে তিনি গর্জন করে বলতে শুরু করলেন-‘‘So here you are, al last! Well, you see that block younder. It is there that we tame lions. You will meet your friends there,

but mind you don’t talk ”। ব্যারী সাহেব সবাইকে সাবধান করে দিলেন। সেলুলার জেলে তখন কোনও ব্যরিকেট দিয়ে ঘেরা ছিল না। একেবারে উন্মুক্ত। জেলের চারদিক একেবারে খালি। কিন্তু পালানোর কোনও রাস্তা নেই। চারদিকে ঘন বনজঙ্গল। হিংস্র জানোয়ার থাকা অসম্ভব নয়। তার ওপরে রয়েছে অসভ্য মানুষ। তাদের অতি প্রিয় মানুষের মাংস। জেল থেকে পালিয়ে বাঁচার কোনও আশা নেই সেটা পরিস্কার করে দিলেন জেলার ব্যারী সাহেব। তিনি পরিস্কার করে বলে দিলেন যারা এখান থেকে পালিয়ে গিয়ে বাঁচার চেষ্টা করবে তাদেরকে একমাত্র যমদূতও রক্ষা করতে পারবে না। সাহেব তাঁর দীর্ঘ বক্তৃতা দেওয়া পর সবার মাথা ন্যাড়া করে দেওয়া হল। ছয় আঙ্গুল চওড়া এবং দেড় হাত লম্বা লেংটি দেওয়া হল পড়তে। তারপরে পাঁচ নম্বর সেলের আলাদা ঘরে সবাইকে রাখতে দেওয়া হল। খাবার বলতে বন্দিদের দেওয়া হত এক ডাব্বু করে কাঞ্জি বা গঞ্জি (ভাতের মাড়) এতে না আছে লবন না আছে তার কোনও স্বাদ। এখানকার রান্নায় নারিকেল বা সর্ষের তেল সব সময়ে দেওয়া হতো না। তেল না থাকলে কেরোসিন তেলও ব্যবহার করতো। এক সময়ে রোমানরা তাদের বন্দিদের এই রকম খাবার দেওয়া হতো। সেই রোমান বন্দিরে অত্যাচারের চিত্রই দেখতে পাওয়া গিয়েছিল সেলুলার জেলে বন্দিদের ব্যাপারে। সবজি বলতে ছিল কচুর গোড়া, ডাঁটা ও পাতা, চুবড়ি আলু, খোসাসমেত কাঁচকলা, পুঁই শাক, গাছের শিকড়বাকড়, ঘাস, ইন্দুর নাদিও থাকতো। সবজি গুলি ধোঁয়ার কোনও বালাই ছিল না। সব শুধুই সেদ্ধ করে একটি ঘ্যাট তৈরি করে দেওয়া হতো। এখানকার বন্দিদের কলুতে যুক্ত করে নারকোল বা সর্ষের পোষাই এর কাজ করতে দেওয়া হতো। তেল নিষ্কাষণের লক্ষ্যমাত্রা ছিল। সেই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ না করতে পারলে কপালে জুট অবর্ণনীয় অত্যাচার। তা ছাড়া ছিল নারকেল ছোপড়া পেটাই করে তার থেকে দড়ি তৈরি করা যা অতি যন্ত্রণাদায়ক ছিল। ঘানি থেকে তেল নিষ্কাষণ করতে বহু পরিশ্রমের প্রয়োজন হতো। রাজনৈতিক বন্দিদের কলুর সঙ্গে জুতে দেওয়া হতো। সকাল বেলায ঘুম থেকে উঠে শোচাকর্ম করে কঞ্জি সেবন করে কাজ শুরু হতো। সকাল দশটার ঘন্টা পড়লে খাবার ডাক পড়তো। তারপরে আবার শুরু হতো কোটা পূরণ করার কাজ। পাঁচটার সময়ে সারা দিন ধরে কাজ করে শরীর চালিয়ে নিয়ে কোটা পুরণ না করতে পারলে রাত আটটা পর্যন্ত কাজ করতে হতো। রাজবন্দিরা এই কাজ সহজে করতে পারতেন না। তার জন্য শাস্তি হিসাবে এক সপ্তাহের হাতকড়ি। তার সঙ্গে যুক্ত হতো অর্ধেক পরিমান খাবার। তারপরেও যদি বরাদ্দ মতো কাজ না করতে পারতো তাহলে জুটতো এক মাসের হাতকড়ি এবং দশ দিনের ক্রশ বেড়ি। ক্রশ বেড়ি হচ্ছে দুই পা ফাঁক করে দাঁড় করিয়ে রাখা হতো দীর্ঘ সময় ধরে। তারপরে যদি কাজ ঠিক মতো না করতে পারতো তাহলে তাকে এই শাস্তির মেয়াদ ছয় মাস ধরে চলতো এবং নিভৃত বাস দেওয়া হতো। ১৯১৩ সালে ২৪ আগস্ট রবিবার কলকাতা পুলিশ অধিকর্তা চালর্স টেগার্ট আন্দামানের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সেখানকার বন্দি বিপ্লবীদের সঙ্গে কথা বলে তাদের গোপন কার্যকলাপ জানা এবং সরকারি রেকর্ড তৈরি করা। ২৬ আগস্ট রেঙ্গুনে পৌঁছেলেন টেগার্ট। সেখান থেকে ‘এস এস মহারাজ’ জাহাজে চেপে পোর্টব্লেয়ারের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেন তিনি। তিনি সেখানকার প্রতিটি বিপ্লবীদের সঙ্গে দেখা করেছেন এবং বিপ্লবী কর্মকাণ্ড সম্পর্কে খবর সংগ্রহ করে ছিলেন।

সেলুলার জেলে প্রথম প্রতিবাদ ঃ সেলুলার জেলে বন্দি পাঞ্জাবি ক্ষত্রিয় নন্দগোপাল চোপড়া প্রথম এই অমানুষিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন। এলাহাবাদ থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক ‘স্বরাজ্য’ পত্রিকাতে তিনটি সম্পাদকীয় লেখার কারণে তাঁকে রাজদ্রোহীর অপরাধে প্রতিটি নিবন্ধের জন্য দশ বছর করে মোটি ত্রিশ বছর দ্বীপান্তর দেওয়া হয়েছিল। যেদিন তাঁকে ঘানিতে জুতে জেওয়া হল সেদিন তিনি পরিস্কার করে বললেন যে এত জোরে ঘানি ঘোরানো সম্ভব হবে না। ঘানি সাধ্যমতো ঘোরাতে থাকলেন। তারপরে সবাই যখন দুপুর বেলায় খাবার খেয়ে আবার কাজ শুরু করতে ছুটতে শুরু করে দিয়েছিল তখন নন্দগোপালের খাওয়া শেষ হয়নি। ওয়ার্ডার এবং পেটি অফিসার তাড়াতাড়ি খেয়ে নেওয়ার জন্য তাঁকে হুকুম জারি এবং গালাগালি করতে শুরু করলো। নন্দগোপাল একেবারে পাত্তা না দিয়ে খাবার খেতে লাগলেন। জেলার ব্যারী সাহেবের কাছে রিপোর্ট গেল। ব্যারি সাহেব এসে তাঁর ওপরে হম্বি তম্বি করতে শুরু করলেন। ব্যারী সাহেব তাঁকে ভয় দেখালেন আইন ভঙ্গ করলে তাকে কড়া শাস্তি পেতে হবে। তখন নন্দগোপাল ব্যারি সাহেবকে কারাগারের আইন সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দিলেন। তিনি বলেছিলেন সরকার বাহাদুর দশটা থেকে বারোটা দুই ঘন্টা পর্যন্ত আহার এবং বিশ্রামের জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। জেলার সাহেবের উচিত জেলের আইন না ভাঙা।

বর্তমান যুগের মানুষ ডিজিটাল নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে

শর্মিলা কর্মকার

আপনিই কি সেই ডিজিটাল পতিতালয়ের নতুন খদ্দের? রাতের অন্ধকারে, সবার থেকে লুকিয়ে যখন ফোনের স্ক্রিনে আঙুল বোলান, আপনার বুকে কি একবারও কাঁপুনি ধরে না? একবার নিজের অন্তর আত্মাকে প্রশ্ন করুন তো, আপনি ঠিক কী খুঁজছেন? জ্ঞান, বিনোদন, নাকি কোনো অচেনা বৌদির ভেজা তোয়ালের ফাঁক দিয়ে উঁকি দেওয়া নিষিদ্ধ শরীরের ইঙ্গিত?

আপনার কপালে হয়তো চিন্তার ভাঁজ, ছি ছি, আমি এমন নই! কিন্তু আপনার ফোনের সার্চ হিস্ট্রি যে অন্য কথা বলছে! আপনি যখন রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাশ কাটিয়ে এক মাঝবয়সী মহিলার বুকের খাঁজ দেখানো কবিতায় গিয়ে থামেন, তখন কি একবারও মনে হয় না, আপনি আসলে কবিতা নয়, তাঁর শরীরটাকেই ভোগ করছেন? কবিতা এখন কানে শোনার জিনিস নয়, চোখে দেখার বস্তু হয়ে গেছে; আর বক্ষ-বিভাজিকাই যেন তার আসল ছন্দ, আসল অলংকার!

ভাবুন তো সেই দৃশ্যটার কথা। এক মহিলা প্রায় অর্ধ-নগ্ন হয়ে ক্যামেরার সামনে প্রশ্ন করছেন, দেখুন তো আমি কী পরে আছি? আর লক্ষ লক্ষ পুরুষের দল হুমড়ি খেয়ে পড়ছে সেই ভিডিওতে। আপনার একটা লাইক, আপনার একটা ভিউ ওদের কাছে এক-একটি কয়েনের মতো। আপনার এই সস্তা কৌতূহল দিয়েই সে হয়তো মাসের সংসারের টাকাটা তুলে নিচ্ছে। আপনি ভাবছেন, আপনি শুধু দর্শক। কিন্তু আসলে আপনি সেই খদ্দের, যে নিজের অজান্তেই এক ডিজিটাল পতিতালয়কে দিনের পর দিন আরও বড় করে তুলছে। দেওরকে আজ যা দিলাম না! এই একটা লাইনের টোপেই আপনি বোকার মতো ক্লিক করছেন। কী দেবে, কেন দেবে, সেই আদিম কৌতূহল আপনার মস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিচ্ছে। আপনার মগজ জানে, ভেতরে কিছুই নেই, কিন্তু আপনার শরীরিক প্রবৃত্তি আপনাকে সেই নোংরামির দিকে ঠেলে দিচ্ছে। আপনি ভুলে যাচ্ছেন, যে সময়টা আপনি জ্ঞানের জন্য খরচ করতে পারতেন, সেই সময়টা আপনি এক নারীর সস্তা নাটকের দর্শক হয়ে কাটাচ্ছেন।

সমাজের বড় বড় কথা বলা লোক গুলোও রাতের গভীরে এই নাইটি-বিলাসে মত্ত। আর এই সুযোগটাই নিচ্ছে একদল বিকৃত মস্তিষ্কের কনটেন্ট ক্রিয়েটর। তারা জানে, শিক্ষামূলক ভিডিওতে নয়, ভিউ লুকিয়ে আছে শাড়ির আঁচলের গভীরতায়। তারা জানে, আপনার পৌরুষকে জাগিয়ে তুলতে বাপ, দেওর, বা শ্বশুরকে নিয়ে যৌন উস্কানিমূলক গল্প বানাতে হবে। আর আপনি, শিক্ষিত, সভ্য সমাজের একজন হয়েও সেই ফাঁদে পা দিচ্ছেন।

আপনি কি নিজেকে প্রশ্ন করেছেন, কেন এমন হচ্ছে? কারণ, আপনিও সেই শিকারি, যে সহজ শিকার ভালোবাসে। বইয়ের পাতার কঠিন জ্ঞান আপনার কাছে বিরক্তিকর, কিন্তু তোয়ালে পরা তরুণীর শরীরের বাঁক আপনার চোখে অমৃত সমান। আপনি সেই সহজলভ্য উত্তেজনার দাস হয়ে গেছেন, যা আপনার মনুষ্যত্বকে একটু একটু করে খেয়ে ফেলছে। আপনার এই রুচির দুর্ভিক্ষই আজ সমাজকে এই পর্যায়ে এনে দাঁড় করিয়েছে।

ঐশ্বর্য বা রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে তৈরি কন্টেন্ট আপনার চোখে পড়ে না, কারণ সেখানে কোনো শরীরী ইঙ্গিত নেই, কোনো নিষিদ্ধতার গন্ধ নেই। আপনি সেই গন্ধটাই খুঁজছেন। আর আপনার এই খোঁজের কারণেই আজ আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের শিক্ষা, আমাদের রুচিবোধ এক ভয়ংকর খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে। নিজেকে এই নোংরামি থেকে বের করে আনবেন কীভাবে? যখনই কোনো উত্তেজক থাম্বনেইল বা ক্যাপশন দেখবেন, নিজেকে প্রশ্ন করুন, এটা দেখে আমার কী লাভ হবে? আমি কি আমার মূল্যবান সময় এই আবর্জনার পেছনে নষ্ট করব? আপনার আত্মসম্মানবোধকে জাগিয়ে তুলুন। যখন কোনো শিক্ষামূলক বা ভালো রুচির ভিডিও দেখবেন, তখন সেটাতে লাইক দিন, শেয়ার করুন। আপনার সমর্থনই ভালো কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের উৎসাহিত করবে। মনে রাখবেন, দর্শক যা চায়, বাজার সেটাই সরবরাহ করে। আপনার চাহিদা বদলান, বাজার বদলাতে বাধ্য হবে।

আজ আপনি যা দেখছেন, কাল আপনার সন্তান সেটাই শিখবে। আপনি কি চান, আপনার সন্তান পড়াশোনা ছেড়ে কীভাবে শরীর দেখিয়ে টাকা কামানো যায় সেটা শিখুক? আপনি কি চান, সে সম্মান আর ভালোবাসার বদলে সস্তা যৌনতাকে জীবনের মূলমন্ত্র বানাক? যদি উত্তর ‘না’ হয়, তাহলে আজই নিজেকে বদলান। কারণ, আপনার রুচিই আপনার সন্তানের ভবিষ্যৎ তৈরি করবে।

ফেসবুকের এই সস্তা বিনোদনের বাইরেও একটা সুন্দর জগত আছে। বই পড়ুন, প্রিয়জনের সাথে সময় কাটান, নিজের শখকে গুরুত্ব দিন। দেখবেন, আপনার ভেতরের নোংরামিটা আপনার কাছে অর্থহীন মনে হবে।

সঙ্গীত জগতে অজানা প্রিয় শিল্পী সতীনাথ

কৌশিক দাস

বাংলা সংগীত জগতের উজ্জল নক্ষত্র সতীনাথ মুখোপাধ্যায়। তিনি আধুনিক বাংলা গান, নজরুল সংগীত ও গজল শিল্পী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ছোটবেলা থেকেই সতীনাথ সংগীতানুরাগী ছিলেন ও শাস্ত্রীয় সঙ্গীত, ধ্রুপদ -ধামার-টপ্পা শেখেন। তার ঠাকুরদা রামচন্দ্র বেহালা বাজাতেন ও বাবা তারকচন্দ্র গান গাইতেন। তবে কেউ পেশাদারি ছিলেন না। কলকাতায় এসে পড়া বাদ দিয়ে সতীনাথ চিন্ময় লাহিড়ীর কাছে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত চর্চা করেন। আমি চলে গেলে পাষাণের বুকে লিখোনা আমার নামদ বিখ্যাত গান, আমরা পাষানের বুকে তোমার নাম লিখিনি প্রিয় সতীনাথ মুখোপাধ্যায়- ওই নাম হৃদয়েই লিখা যে। তার যোগ্য সহধর্মিনী উৎপলা সেন এর সঙ্গে তার অনেক গানের অপূর্ব যুগলবন্দী কালজয়ী এক উপাখ্যান। উৎপলা, সতীনাথ একত্রে গান গেয়েছেন ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে, বেতারে, নানা জলসায়। দিল্লি, লখনৌ, পাটনা, এলাহাবাদ, জলন্ধর, কটক, শিলঙ, গৌহাটি, প্রভৃতি বেতার কেন্দ্রে সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন দুজনেই। এলাহাবাদে একত্রে গান গেয়ে স্বর্ণপদক জয় করেছিলেন সতীনাথ-উৎপলা। অনেক জনপ্রিয় গানের এই মহান শিল্পী ১৯৯২ সালে ১৩ ডিসেম্বর ধরাধাম ত্যাগ করেন ! সতীনাথ মুখোপাধ্যায় ১৯২৫ সালে লক্ষৌতে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা তারকচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। পিতার চাকরিসূত্রে লক্ষৌতে জন্ম হলেও ছোট বেলাতেই সতীনাথ চলে আসেন হুগলির চুঁচুড়ায়। এখানেই তার বেড়ে ওঠা ও বিএ পর্যন্ত লেখাপড়া সম্পন্ন করেন। এরপর এমএ পড়ার জন্য কলকাতা আসেন। পড়া শেষে কর্মজীবনে যোগদান করেন কলকাতার অ্যাকাউন্টেন্স জেনারেল (এজি বেঙ্গল) এ। আধুনিক বাংলা গান, নজরুল সংগীত ও গজল শিল্পী হিসেবে পরিচিত ছিলেন সতীনাথ মুখোপাধ্যায়। তার বিখ্যাত গান সমূহঃ ১। আকাশ এত মেঘলা, ২। জীবনে যদি দ্বীপ, ৩। মরমীয়া তুমি, ৪। পাষানের বুকে, ৫। ও আকাশ প্রদীপ, ৬। জানি একদিন, ৭। তুমি সুন্দর তাই চেয়ে থাকি, ৮। কত না হাজার ফুল, ৯। হায় বরষা, ১০। এখনো আকাশ, ১১। বন্ধু হয় অনেকে ইত্যাদি।

ব্যাক্তিগত জীবনে সতীনাথ সংগীত শিল্পী উৎপলা সেন এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন

১৯৬৮ সালে। সম্পর্ক তো এক-আধ বছরের নয়, উৎপলা যখন বেণু সেনের ঘরণি, তখন থেকে। তিন জনের বন্ধুতা, হৃদ্যতা কখনও যে টাল খায়নি একটি বারের জন্যও। ১৯৬৫ সালের ১৩ নভেম্বর বেণু সেনের অকাল মৃত্যুর পর তাঁর মায়েরই উদ্যোগে সতীনাথ বিয়ে করেন উৎপলাকে। তার পর জীবন চলেছে নানা বাঁক পেরিয়ে। উৎপলার সঙ্গে সতীনাথের যখন বিয়ে হয়, খুব ইচ্ছে ছিল যদি একটা মেয়ে হত! আপত্তি ছিল না উৎপলারও। কিন্তু প্রথম পক্ষের ছেলে বাবুন যে তখন সদ্য যুবক। তাকে সতীনাথ পুত্রস্নেহে কোলে পিঠে আদরে আহ্লাদে বড় করছেন। তার যদি মনে লাগে! তাই নিজের ইচ্ছেটাকে চাপা দিয়ে ছিলেন। তাই কাপড়ের গার্গীই ছিল সতীনাথের মেয়ে। দিনের বেলা সে থাকত আলমারিতে। রাতে ঘুমোতে যাবার আগে মেয়েকে বের করে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে, চুল আঁচড়ে, কাপড়-জামা সাফসুতরো করে ফিরিয়ে দিতেন তার আল মারি-বিছানায়। আদুরে, অভিমানী উৎপলার এক বার সহ্য হয়নি। ‘‘তুমি কেবলই তো গার্গীকে নিয়ে আছ! আমার দিকে ফিরেও তাকাও না।’’ ছিঁড়ে কুটি কুটি করে দোতলার বারান্দা থেকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলেন তাকে। কষ্ট পেয়ে ছিলেন সতীনাথ, বিড় বিড় করে শুধু বলেছিলেন, ‘‘তুমি আমার গার্গীকে ছিঁড়ে ফেললে!’’ তার বাইরে কিছুই না গীতিকার পবিত্র মিত্রের কথায় নবাগত এক সুরকার ‘আকাশ প্রদীপ জ্বলে দূরে তারার পানে চেয়ে’ গানটি সুর দেওয়ার পর ভাবলেন পান্নালাল ভট্টাচার্যকে দিয়ে এই আধুনিক গানটি তিনি রেকর্ড করাবেন। সুরকারের স্ত্রী তিনিও নামকরা গায়িকা। তিনি আপত্তি করলেন। এমন কথা এত সুন্দর সুর লতা মঙ্গেশকারকে দিয়ে গাওয়ানোর জন্য স্ত্রী অনুরোধ জানা লেন। সুরকার জানতেন পান্নালাল খুব গুণী শিল্পী। তবু স্ত্রীর পরামর্শ মতো গানটি তিনি লতাকে দিয়ে রেকর্ড করালেন। বেসিক রেকর্ড। রেকর্ডের অপর পিঠের গানটি ‘কত নিশি গেছে নিদ হারা’ গান দু’টি বাজারে প্রকাশিত হওয়ার পরই দারুণ জনপ্রিয়তা পেল। লোকের মুখে ফিরল গান। ইতিহাস তৈরি হয়ে গেল। সেই গান দুটির সুরকার হলেন সতীনাথ মুখোপাধ্যায়। তিনি বাংলা গানের স্মরণীয় শিল্পীও বটে। সতীনাথের স্ত্রী উৎপলা সেন। এই শিল্পী দম্পতি বাঙালির অন্তর জুড়ে আছেন।

সেই সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯২৩ সালের ৭ জুন। হুগলি জেলার চুঁচুড়া শহরের ছেলে তিনি। সেখানেই বেড়ে উঠেছেন। এই চুঁচুড়া শহর শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতিতে একটা জায়গা করে নিয়েছিল। পিতা তারকনাথ মুখোপাধ্যায়ের মামা বাড়ি হচ্ছে লখনউতে। সেখানে তিনি বড়দের হাত ধরে হাজির হতেন সংগীতের জলসায়। বিভোর হয়ে থাকতেন। বাবা ভালো প্রাচীন বাংলা গান, শ্যামাসংগীত গাইতেন। দাদু বাজাতেন বেহালা। এসব সতীনাথের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। চুঁচুড়ার ট্রেনিং স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। হুগলি মহসিন কলেজ থেকে বৃত্তিসহ আইএ পাশ করেন। বি. এ পাশ করেন। সংগীত শিক্ষা শুরু করে ছিলেন প্রমথ ঘোষালের কাছে। পরে তিনি সংগীত শিক্ষক ধীরেন্দ্র ভট্টাচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ইনি সতীনাথের সংগীতের জীবনটাকে তৈরি করে দেন। পরে তিনি চলে আসেন পণ্ডিত চিন্ময় লাহিড়ীর কাছে। চিন্ময় লাহিড়ী যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন সতীনাথ তাঁর কাছেই শিক্ষা নিতেন। এটা প্রমাণ করে সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের সংগীত শিক্ষা সবটা জুড়ে রয়েছে শাস্ত্রীয় সংগীত। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের তালিম নিয়ে বাংলা গানের জগতে তিনি প্রবেশ করেছিলেন।১৯৪৭ সালে তাঁর গানের প্রথম রেকর্ডটি বার হয় ‘ভুল করে যদি ভালোবেসে থাকি’ এবং ‘এইটুকু শুধু জানি’। গোপন মল্লিকের সুরে গান দুটি গেয়েছিলেন। এই গান দুটি তেমন জনপ্রিয়তা পায়নি। াঁর প্রথম প্লেব্যাক ‘যুগদেবতা’ ছবিতে।

হারানো শৈশবের বিজয়া দশমী

রিয়া পোদ্দার, নবদ্বীপ

সব আলো নিভে চলেছে পাড়ার প্যান্ডেলের, খোলা হচ্ছে ব্যানার -লাইট, একটু একটু করে চেনা ছকে পাড়ার মোরের পরম শ্রদ্ধেয় শ্রী যুক্ত কালু কাকুর চায়ের দোকান। এখান দূরভাষের দূরত্বে বিজয়া সারা, নেই রাজভোগ সন্দেশ এর রাজ্য বিজয়, নেই নারকেল দেওয়া ঘুগনির আভিজাত্য নেই আর নেই পা ছুঁয়ে মাথায় আশীর্বাদ- এর সেই বট বৃক্ষের ছোঁয়া। এই সময়টা বাড়িতে মেয়েদের দম ফেলার সময় নেই কোন দিন অতিথি, তিথি না মেনে বিজয়া সারতে হাজির, তখন বাপু সুইগি জ্যোমে টো কোথায়? সঙ্গে সঙ্গে তাল রেখে বিকালে বিজয়া সারতে আসা মানুষের আন্তরিকতা মাটির হাঁড়ি বা সন্দেশ এর প্যাকেট নিয়ে। কোন কোন বাড়িতে স্পেশাল কিছু নাড়ু মোয়ার মুন্সিয়ানা, যেমন আমার বড়দাদুর বাড়ি ওরফে মামের বাবার বাড়িতে হতো ভুসের নাড়ু, যেহেতু ফরিদপুর রাজবাড়ী কালী পুজো এখানে এখন হয় নিয়ম মেনে প্রতি বছর। সেই মাকে নিবেদন করা হয়,প্রতি বছর বড়মা আমার জন্য ঠাকুর ঘরে কাঁচের বয়ামে যতদিন বেঁচে ছিলেন তার পুতনী ওরফে আমার জন্য তুলে রাখতেন, ঠাকুর এর সঙ্গে সঙ্গে কি স্বাদ ছিল। কোথায় লাগে পিৎজা বার্গার। সেই সময় মামের মুখে শোনা চৌধুরী বাড়ির সবচেয়ে বয়স্ক ছিলেন বড়মা তাকে সবাই পাড়ার বিজয়া সারতে আগে আসতেন, ঘিয়ের লুচি ভাজা মশলার আলুর দম ঘঘুনি নিমকি আর হরেক রকম মিষ্টি দিয়ে বিজয়া অতিথি আপ্যায়ন হতো চৌধুরী বাড়িতে, এরপর একে একে সব বাড়িতে যাওয়ার চলন, প্রথমে ও তরফ মানে চৌধুরী বাড়ির ছোট তরফ হলেও বাড়ির মানুষগুলো এক, মাম মামার আদরের ছোট দাদু দিদু বাড়ি, পুজোর পার্বনী বাঁধা।এরপর সামনের দাস বাড়িতে মামের জন্য স্পেশাল ওমলেট সে সময় ডিম খাওয়া রাজত্ব পাওয়ার সমান তাদের কাছে,ডিম মাংস আলাদা কাপড় জামা পড়ে আলাদা বাসনে খেতে হতো সে সময়। পরের দাস বাড়ির ছোট তরফ সেখানে আরো মজা সেখানকার বড়কাকু কলকাতা নিবাসী তার হাত ধরে বিজয়ার থালাতে মোতিচুর লাড্ডু কাজু বরফি গুঠকা কচুরি সব কলকাতা বড় বাজার থেকে আনা, শেষে ঘোষ বাড়িতে নারকেল ছা আর ঘঘুনি নিমকি খেয়ে বাড়িতে ফিরতো মাম মামা বড়দাদু ছোটদাদু কুটু আর দিদা। আমার বাড়িতে ধূমধাম করে বিজয়ার পর একদিন নেমন্তন্ন করে বাবাই বড়কাকু বর্ধমান বড়বাজার আর মোবারক বিল্ডিং,বি সি রোড ব্যবসায়ী সমিতির লোকজন আর সি পি এম জোনাল অফিসের লোকজন দের পাত পেড়ে বিকালে বিজয়া সারতেন। এছাড়া বড়পিসির বাড়ি শ্রীরামপুর মাহেশ,ছোটপিসি শেওড়াফুলি, বাবাই এর একমাত্র পিসি মনি পিসি দিদার টালিগঞ্জের ফাঁড়ি আর মামের বড়পিসির বাড়ি নৈহাটি রাধাবল্লভ এর সীতাভোগ মিহিদানা স্পেশাল করে বানিয়ে নাড়ু মোয়া উপড়া বগলদাবা করে যাওয়া হতো লক্ষী পুজোর পর। আমার পাড়াতে আমাদের বর্ধমান নতুন পল্লীতে, রোজকার বিকালে কারোর না কারোর বাড়ি বিজয়া বাঁধা, নিজেরাই মেনু ঠিক করতাম,কার্জন গেট এর কাটলেট থেকে চাউমিন রোল এগুলো আমাদের বিজয়ার রসদ, পরে পাড়ার রথী মহারথী গুনীজনদের কাছে পড়া টিউশনি তাই কাকু জেঠুদের কাছে বিরিয়ানি থেকে স্পেশাল মোগলাই পরোটা সহসাথী। এখনকার মতো পিৎজা বার্গার কালচার তখন ও আমাদের পাড়ায় গৃহ প্রবেশ ঘটায় নি।আজ গিয়েছিলাম দাদা মশাই এর সমাজ বাড়ি বিজয়াতে সারতে হয়।

কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরি দেবার নামে লক্ষাধিক টাকার প্রতারণা মামলায় বর্ধমানে গ্রেপ্তার স্বামী-স্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান, ৮ অক্টোবর ঃ এফসিআই-এ চাকরি দেওয়ার নাম করে প্রায় ৯ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা প্রতারণার অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন পূর্ব বর্ধমানের বর্ধমান শহরের শঙ্করীপুকুর এলাকার বাসিন্দা দম্পতি, অরিয়ান মালিক ও তাঁর স্ত্রী নবানিতা মালিক। পুলিশ

সূত্রে জানা গেছে, প্রায় দুই বছর আগে বিহারের তেজপুরার বাসিন্দা এক ব্যক্তিকে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মোটা অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নেন অভিযুক্তরা। কিন্তু চাকরি না দেওয়া তো বটেই, উল্টে টাকা ফেরত চাইতে গেলে ভুক্তভোগীকে হুমকিও দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় অভিযোগকারী শৈলেন্দ্র কুমারের দাবী, তার ভাইপো ও শালার জন্য মাথাপিছু পাঁচ লক্ষ টাকা অর্থাৎ মোট প্রায় ১০ লক্ষ টাকার চুক্তি হয়। বিহারের তেজপুরা জেলার বারবিঘা এলাকার একটি অনুষ্ঠান বাড়িতে প্রতারকদের সাথে তার পরিচয় হয়। সেখানেই তারা কেন্দ্রীয় সরকারের ওই চাকরীর জন্য টাকার কথা বলে। সেই অনুযায়ী শৈলেন্দ্র কুমার বর্ধমানে এসে মোট প্রায় ৯ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা তুলে দেয় অভিযুক্তদের হাতে। অভিযুক্তরা বিশ্বাস অর্জনের জন্য একদিন চাকুরী প্রার্থীদের কলকাতার খাদ্যভবনে নিয়ে যায়। সেখানে অফিসে বসিয়ে বেশ কিছু কাগজে সই করিয়েও নেওয়া হয়। কিন্তু তার মাস খানেক কেটে গেলেও চাকরী না হওয়ায় শৈলেন্দ্র কুমার ও চাকরী প্রার্থীরা বুঝতে পারেন যে তারা প্রতারিত হয়েছেন। এরপর প্রতারকদের সাথে বারংবার চেষ্টা করলে অভিযুক্ত ওই স্বামী - স্ত্রী এলাকাছাড়া হয়ে যায়। অবশেষে চলতি বছরের ৩ সেপ্টেম্বর বর্ধমান থানায় অভিযোগ দায়ের করেন শৈলেন্দ্র কুমার। তার অভিযোগের ভিত্তিতে বর্ধমান থানায় মামলা নং ৯১১ / ২৫ রুজু হয়। তদন্তে নেমে পুলিশের হাতে বেশ কিছু সাক্ষ্যপ্রমাণ আসে। অভিযুক্তদের খোঁজে ২৭ সেপ্টেম্বর বর্ধমান শহরের ৩ নম্বর শাঁখারিপুকুর তাদের বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়। কিন্তু বাড়ি ফাঁকা থাকায় নোটিশ জারি করে পুলিশ। অবশেষে গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে ৭ অক্টোবর বিকেলে অভিযুক্ত স্বামী - স্ত্রীকে গ্রেপ্তার করে বর্ধমান থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে অভিযুক্তরা নিজেদের দোষ স্বীকার করেছে। তবে প্রতারণার টাকা কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে এবং এই চক্রে আর কারা জড়িত, তা জানতে বিস্তারিত তদন্ত প্রয়োজন বলে মনে করছে তদন্তকারী অফিসাররা। তদন্তকারী আধিকারিকদের দাবি, অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে মূল অর্থ উদ্ধার, ঘটনাস্থল পুনর্গঠন এবং পুরো প্রতারণা চক্রকে উন্মোচন করা সম্ভব হবে। তাই তাদের ১০ দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানানো হয়েছে আদালতে।

মেট্রো রেল বিশেষ অভিযান ৫.০ পরিচালনা করছে

কলকাতা, ৮ অক্টোবর ঃ চলমান বিশেষ অভিযান ৫.০ এর অংশ হিসেবে, মেট্রো রেল আজ বিভিন্ন মেট্রো

স্টেশনে নিবিড় পরিচ্ছন্নতা অভিযানের আয়োজন করেছে। মেট্রো স্টেশনগুলিতে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার জন্য যাত্রীদের সহযোগিতা করার জন্যও অনুরোধ করা হয়েছে। এই অভিযান সম্পর্কে আরও সচেতনতা তৈরির জন্য, আজ যশোর রোড স্টেশনে নুকদ নাটক পরিবেশন করা হয়েছে। নোয়াপাড়া ট্রেনিং স্কুলে স্বচ্ছতা বিষয়ক একটি স্লোগান প্রতিযোগিতাও আয়োজন করা হয়েছে, যেখানে ৪১ জন কর্মী অংশগ্রহণ করেছিলেন। এছাড়াও, স্বাস্থ্যবিধি এবং স্যানিটেশন বজায় রাখার বিষয়ে কর্মীদের সচেতন করার জন্য তপন সিনহা মেমোরিয়াল হাসপাতালে পরিচ্ছন্নতার গুরুত্বের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে একটি স্বাস্থ্য সচেতনতা কর্মসূচি পরিচালনা করা হয়েছে।ড্ডএকই সাথে, যাত্রীদের মেট্রো প্রাঙ্গণ পরিষ্কার এবং আবর্জনামুক্ত রাখতে অবদান রাখতে সংবেদনশীল করা হচ্ছে এবং উসাহিত করা হচ্ছে। এই অভিযান সফল করতে জনসাধারণের কাছে সহযোগিতা করার জন্যও অনুরোধ করা হচ্ছে। মেট্রো প্রাঙ্গণে যাত্রীদের থুতু ফেলা বা আবর্জনা না ফেলার জন্য নিয়মিত ঘোষণা করা হচ্ছে। সিসিটিভি নজরদারির মাধ্যমে অপরাধীদের সহজেই শনাক্ত করা যাবে এবং তাদের ৫০০ টাকা জরিমানা করা হবে। মেট্রো কর্তৃপক্ষ সকলকে অনুরোধ করছে প্রয়োজনে স্টেশনগুলিতে রাখা ডাস্টবিন ব্যবহার করার জন্য। আসুন আমরা সকলে মিলে আমাদের মেট্রো ব্যবস্থাকে পরিষ্কার এবং যাত্রী-বান্ধব রাখতে কাজ করি।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আধিকারিকরা জুবিন গর্গের বাসভবনে

মালিগাঁও, ৮ অক্টোবর ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে মুখ্য কার্যালয়ের বরিষ্ঠ আধিকারিকরা জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তবের পক্ষ থেকে অসমের প্রয়াত গায়ক সুরকার এবং সাংস্কৃতিক আইকন জুবিন গর্গকে ৮ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে গুয়াহাটির

কাহিলিপাড়াস্থিত তাঁর বাসভবনে গিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আধিকারিক সন্ধ্যার সময় জুবিন গর্গের বাসভবনে যান এবং প্রয়াত শিল্পীর প্রতি পুষ্পঞ্জলি অর্পন করেন। তারা অসমীয়া সঙ্গীত ও সংস্কৃতির পাশাপাশি ভারতীয় সঙ্গীত ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বৃহত্তর পরিসরে অসামান্য অবদান রাখা এই মহান সঙ্গীতজ্ঞের পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করেন এবং তাঁর অকাল মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন।

বর্ষা বিদায়ের মুখেও আবার প্লাবনের আশঙ্কা খানাকুলে, চিন্তায় বাসিন্দারা

বনস্পতি দে, খানাকুল, ৮ অক্টোবর ঃ কপালে চিন্তার ভাঁজ ক্রমশ চওড়া হচ্ছে এলাকার বাসিন্দাদের। বর্ষার শুরু থেকেই বারবার দফায় দফায় ডুবেছে এলাকা। এবার বর্ষা বিদায়ের মুখেও আবারও প্লাবনের আশঙ্কা। রূপনারায়ণ থেকে মুণ্ডেশ্বরী, দারকেশ্বর, সব নদীতেই হু হু করে বেড়েই চলেছে জল। তাতেই ফের বন্যার ভ্রুকুটি খানাকুলে। একদিকে ডিভিসির ছাড়া জলে চাপ যেমন বেড়েছে তেমনই চিন্তা বাড়িয়েছে একটানা বৃষ্টি। সেই কারণেই দীপাবলির আগে ফের একবার আতঙ্কের কালো মেঘ ঘুরছে খানাকুলের আকাশে। এলাকার লোকজন বলছেন, গত বছরের ভাঁঙা বাঁধ এখনও সব জায়গায়

ঠিকভাবে মেরামত হয়নি। কোথাও কোথাও কাজ হলেও এখনও কাঁচা অবস্থাতেই রয়েছে। জলের চাপ আরও বাড়লে তা ভেঙেও পড়তে পারে। এরইমধ্যে একদিকে রূপনারায়ণ নদীর জোয়ারের জল আর অন্যদিকে মুণ্ডেশ্বরী নদী ও দ্বারকেশ্বর নদীর বাঁধ উপচে জল ঢুকেছে একাধিক গ্রামে। তাতেই পরিস্থিতি আরও ঘোরাল হয়েছে। নিম্নচাপের জেরে বেশ কয়েকদিন ধরেই একটানা বৃষ্টির ছবি দেখা যাচ্ছে আরামবাগ, খানাকুলের বিস্তর্ণ এলাকায়। বৃষ্টির জেরে দ্বারকেশ্বরের জল এমনিতে বেড়েই ছিল, তার সঙ্গে দামোদর ও মুণ্ডেশ্বরীর উপর আরও চাপ বাড়িয়েছে ডিভিসির জল। ফলে জল স্তর ক্রমেই আরও বাড়ছে। ইতিমধ্যেই খানাকুলের জগপুর, নন্দনপুর, বাড়নন্দনপুর, জগদীশতলা, রাজহাটি, মাড়োখানা-সহ কয়েকটি গ্রামে ঢুকেছে জল। মায়াপুর- গড়েরঘাট রাজ্য সড়কের জগদীশতলায় জল উঠেছে। চাষের বড়সড় ক্ষতির আশঙ্কা করছেন এলাকার লোকজন। এলাকার এক বাসিন্দা বলছেন, মাঠ-ঘাট সব জলের তলায়। আরও জল বাড়ছে। এরকম অবস্থা চলতে থাকলে চাষের খুবই ক্ষতি হয়ে যাবে। আরামবাগ- গড়েরঘাট রাজ্য সড়কেও জল উঠেছে। এরপর যদি জল আরও বাড়ে তাহলে যোগাযোগই বন্ধ হয়ে যাবে। অন্যদিকে আরামবাগ মহকুমা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার সকালেও জল ছাড়া হয়েছে ডিভিসি থেকে। তাতেই জলের পরিমাণ আরও অনেকটা বেড়েছে। তবে গোটা পরিস্থিতির উপর প্রশাসনের তরফে সজাগ দৃষ্টি রাখা হয়েছে।

চাঁপদানির নর্থব্রুক জুটমিলে শ্রমিক অসন্তোষের জেরে বন্ধের নোটিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ৮ অক্টোবর ঃ অস্থায়ীভাবে মজুরি বন্ধের নোটিস দিল মিল কর্তৃপক্ষ। অচলাবস্থা কাটাতে আগামী ৯ অক্টোবরে শ্রম দফতরে বৈঠক হবে। উৎসবের মরসুমে নর্থব্রুক জুটমিলে অচলাবস্থা হুগলির চাঁপদানির নর্থব্রুক জুটমিলে শ্রমিক অসন্তোষের জেরে। নর্থব্রুক জুট কোম্পানি লিমিটেডে গত কয়েকদিন ধরে শ্রমিক আন্দোলন চলছিল। শ্রমিক কমিয়ে কাজের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, এই অভিযোগ তুলে আন্দোলন করছিলেন শ্রমিকদের একাংশ। এই জুটমিলে প্রায় দুই হাজার শ্রমিক কাজ করেন। আর কয়েকদিন পর দীপাবলি, ছটপুজো। তার আগেই জুট মিলে অচলাবস্থায় সমস্যায় পড়বেন শ্রমিকরা। মঙ্গলবার মিল কর্তৃপক্ষ নোটিস জারি করে অস্থায়ীভাবে শ্রমিকদের মজুরি প্রদান স্থগিত রাখার ঘোষণা করেছে। নোটিসে উল্লেখ করা হয়েছে, 'মূল গেট অবরোধের কারণে' তৈরি পণ্যের রফতানি সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে কোম্পানি ভয়াবহ আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। কর্তৃপক্ষের দাবি, বাইরের কয়েকজন মিলে অবৈধভাবে মিলের প্রধান ফটকে অবরোধ গড়ে তোলায় মিলের ভেতরে-বাইরে যাতায়াত বন্ধ হয়। পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত শ্রমিকদের বেতন দেওয়া সম্ভব নয় বলেই জানানো হয়েছে নোটিশে। এই অচলাবস্থা গত ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে চলছে। এরই মধ্যে স্পিনিং বিভাগে শ্রমিক ছাঁটাই। গত দুই দিন ধরে জুটমিলের তৃণমূল ট্রেড ইউনিয়নের সভাপতি কিশোর কেওট-এর নেতৃত্বে মিলগেটের সামনে ধারাবাহিক ধর্ণা চলছে। মজুরি বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়ে কিশোর কেওট বলেন, মজুরি বন্ধ রাখা শ্রমিকদের প্রতি অবিচার। কর্তৃপক্ষ আলোচনার পথে না গিয়ে চাপ সৃষ্টি করছে। যদি এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার না করা হয়, তবে আন্দোলন আরও তীব্র হবে বলে জানিয়েছেন শ্রমিকরা। তবে আলোচনার পথও খোলা থাকছে। তৃণমূলের শ্রমিক ওই নেতা জানান, নিউ সেক্রেটারিয়েটে শ্রম দফতরে ৯ অক্টোবর ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হবে।

দাদার পচাগলা দেহ আগলে রইলেন ভাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ৮ অক্টোবর ঃ রবিনসন স্ট্রিটের ছায়া হাওড়ায়। গৃহ শিক্ষক দাদার পচাগলা দেহ আগলে রইলেন ভাই। ঘরের দরজা ভেঙে বুধবার দুপুরে উদ্ধার হয় পচাগলা দেহ। কয়েকদিন ধরে দাদার দেহ আগলে বসে ছিলেন ভাই। এদিন পচা দুর্গন্ধ বের হতে প্রতিবেশীরা খবর দেন হাওড়া থানায়। এই ঘটনায় সন্ধ্যাবাজার এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। দাদা রাজকুমার গুপ্তা (৫০) ও ভাই কিষাণ থাকতেন একসাথেই। হাওড়া থানার অন্তর্গত সন্ধ্যাবাজারের একটি আবাসন থেকে এদিন পচাগলা ওই দেহ উদ্ধার হয়। পুলিশ জানায়, খুব সম্ভবত কয়েকদিন আগেই মৃত্যু হয়েছিল দাদার। আর সেই দেহ আগলে ছিলেন রাজকুমারের ভাই কিষাণ কানাইয়া। প্রতিবেশীরা জানান, ভাই কিষাণ 'মানসিক' অসুস্থ। দাদা রাজকুমার আগে টিউশন পড়াতেন। মা-বাবা মারা যাওয়ার পর দুই ভাই একসাথে ওই আবাসনে থাকতেন। মৃত্যুর কারণ তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

বন্যায় চা বাগানে একশো কোটির ক্ষয়ক্ষতি

কলকাতা, ৮ অক্টোবর ঃ উত্তরবঙ্গে প্রবল দুর্যোগে বন্যায় চা বাগানে একশো কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে চা ব্যবসায়ীদের সংগঠন টি অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া জানিয়েছে। সংগঠনের উত্তরবঙ্গের সম্পাদক সুমিত ঘোষ জানিয়েছেন ৪০০ হেক্টর চা বাগানের জমি জলে ধুয়ে গেছে। শুধু ডুয়ার্সেই ১৪ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে তার দাবি। মেচপাড়া, নাগরাকাটা, চ্যাংমারির মত ৪০ টি চা বাগান ছাড়াও বাগানের কারখানা ও যন্ত্রাংশের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে বলে সংগঠনের দাবি।

যোধপুর পার্কে আগুনের গ্রাসে একাধিক দোকান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ অক্টোবর ঃ কলকাতায় ফের অগ্নিকাণ্ড। বুধবার দুপুরে দক্ষিণ কলকাতায় যোধপুর পার্ক বাজারে আগুন লাগে। আগুনের গ্রাসে চলে যায় একাধিক দোকান। মোতায়েন হয় দমকলের একাধিক ইঞ্জিন। সূত্রের খবর, মাছ বাজার যেখানে রয়েছে, তার ঠিক পাশেই আগুন লাগে। এদিন দুপুরের বাজারের একটি দোকানে প্রথম আগুন লাগে। এরপর তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে অন্যান্য দোকানগুলিতে। দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে আগুন। কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় আকাশ। ঘটনার খবর পেয়েই এক এক করে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে দমকলের চারটি ইঞ্জিন। তবে দুপুরে এই ঘটনা ঘটায় সেই সময় বাজারে তেমন ভিড় ছিল না। প্রায় সমস্ত দোকানই ছিল বন্ধ। ফলে বড় কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি। তবে বিধ্বংসী আগুনে একাধিক দোকান ভস্মীভূত হয়ে যায়। ফলে ব্যবসায়ীদের বড়সড় আর্থিক ক্ষতির মুখে প৷তে হবে বলে আশঙ্কা।

HDFC BANK
We understand your world

রেজিস্টার্ড অফিসঃ এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক হাউজ, সেনাপতি বাপেট মার্গ, লোয়ার প্যারেল (পশ্চিম), মুম্বই-৪০০০১৩ এবং এর অফিসের একটি হচ্ছে রিটেল পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট, এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড, প্রথম তল, আই-থিঙ্ক টেকনো ক্যাম্পাস, কানজুরমার্গ (পূর্ব), মুম্বই-৪০০০৪২

এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেডের কাছে বন্ধক রাখা সিকিউরিটিজ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয়ের ইঙ্গিত এবং প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি

এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেডের (''ব্যাংক'') নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাদের এতদ্বারা ব্যাংকের কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ সিকিউরিটিজ বিক্রির বিষয়ে অবহিত করা হচ্ছে, যাতে সিকিউরিটিজের বিপরীতে ঋণ/ওভারড্রাফ্ট সুবিধা পাওয়া যায়।
ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা সম্মত ঋণের শর্তাবলী অনুসারে বকেয়া পাওনা পরিশোধে ক্রমাগত ব্যর্থতার কারণে, নিম্নলিখিত ঋণ অ্যাকাউন্টগুলি খেলাপি অবস্থায় রয়েছে। ব্যাংক এই ঋণগ্রহীতাদের একাধিক নোটিশ জারি করেছে, যার মধ্যে রয়েছে নীচে উল্লিখিত তারিখে চূড়ান্ত বিক্রয় নোটিশ যেখানে, ব্যাংক অঙ্গীকার আহ্বান করেছে এবং ঋণগ্রহীতাকে নিম্নলিখিত অ্যাকাউন্টগুলিতে সম্পূর্ণ বকেয়া পাওনা পরিশোধের জন্য ৭ দিনের সময় দিয়েছে, তা না হলে, ব্যাংক এই বিষয়ে আর কোনও নোটিশ জারি না করেই অঙ্গীকারবদ্ধ সিকিউরিটিজ বিক্রি করার স্বাধীনতা পাবে। ঋণগ্রহীতারা অবহেলা করেছেন এবং বকেয়া পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই, ঋণ চুক্তির অধীনে একটি অঙ্গীকারবদ্ধ ব্যক্তি হিসেবে ব্যাংক তার অধিকার প্রয়োগ করে ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা ব্যাংকের কাছে বকেয়া পাওনা আদায়ের জন্য ১৬ অক্টোবর ২০২৫ বা তার পরে সিকিউরিটিজ বিক্রি/নিস্পত্তি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ঋণগ্রহীতাদের আরও জানানো হচ্ছে যে, যদি কোনও সময়, স্টক মার্কেটের অস্থিরতার কারণে বন্ধকী সিকিউরিটিজের মূল্য আরও কমে যায় এবং মার্জিনের প্রয়োজনীয়তা আরও ঘাটতি তৈরি করে, তাহলে ব্যাংক তার বিবেচনার ভিত্তিতে, এই বিষয়ে আর কোনও নোটিশ ছাড়াই, এক (১) ক্যালেন্ডার দিনের মধ্যে বন্ধকী সিকিউরিটি বিক্রি করবে। বন্ধকী সিকিউরিটিজ বিক্রয় থেকে প্রাপ্ত অর্থের সমন্বয়ের পরে, ঋণগ্রহীতা(রা) অবশিষ্ট বকেয়া পরিমাণ পরিশোধের জন্য ব্যাংকের কাছে অবহিত থাকবেন।

ক্রম নং.	লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণগ্রহীতার নাম	৬ অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত বকেয়া অর্থের পরিমাণ	বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির তারিখ
১	XXXXXXXXXX২০২৩	বিপিন কুমার রস্তোগী	৪,৯০,১৬৮.২৯	০৭-১০-২০২৫
২	XXXXXXXXXX০০৮০	নীলমণি পাল	১,৫৮,১৭১.৪৩	০৭-১০-২০২৫
৩	XXXXXXXXXX৮৬৩২	সার্বজিত বারিক	১৮,৮৪,৩৪৯.২৭	০৭-১০-২০২৫
৪	XXXXXXXXXX০০২৯	গৌরঙ্গসুন্দর কুণ্ডু	১৮,২১০.০০	০৭-১০-২০২৫
৫	XXXXXXXXXX১২০১	কুমকুম দেবী সাঙ্গানেরিয়া	৩,৭৭৫.৬১	০৭-১০-২০২৫
৬	XXXXXXXXXX০১৭৪	বাপ্পাদিত্য রায় চৌধুরী	২,৯১৬.২৩	০৭-১০-২০২৫
৭	XXXXXXXXXX০০২৯	সুরেশ অরবিন্দ পারেখ	১২,১২৪.৯৯	০৭-১০-২০২৫
৮	XXXXXXXXXX৪০৪২	গীতা পচিসিয়া	৮৯,৮৭৮.৬৫	০৭-১০-২০২৫
৯	XXXXXXXXXX৬১০৯	প্রেমলতা শর্মা	১,৭০,৯৯৬.২৫	০৭-১০-২০২৫
১০	XXXXXXXXXX৬৫০১	বৈদ্যনাথ গোস্বামী	২,১৪৫.০০	০৭-১০-২০২৫
১১	XXXXXXXXXX১৪১৭	সমরেশ দাস	২,৪৪,৪৮৩.৫৩	০৭-১০-২০২৫
১২	XXXXXXXXXX১২৭২	মনোজ কুমার গোয়েল	৯,৪১,২৫৫.৮০	০৭-১০-২০২৫
১৩	XXXXXXXXXX১১১২	আবিদ খান	১,৬০,৬১১.৪৫	০৭-১০-২০২৫
১৪	XXXXXXXXXX২৩১৩	অশোক ভট্টাচার্য	৮,৩৬৬.২১	০৭-১০-২০২৫
১৫	XXXXXXXXXX৬৭৬৫	শ্বেতা জয়সওয়াল	২৫,৪৮০.৪৪	০৭-১০-২০২৫
১৬	XXXXXXXXXX১৬৮৯	রাজীব নারায়ণদাস পূজারী	২,৯০,৭০৭.৭৫	০৭-১০-২০২৫
১৭	XXXXXXXXXX৭৮৯১	মধুমিতা সাহু	৬৩,৫৫১.৭৭	০৭-১০-২০২৫
১৮	XXXXXXXXXX৫৩৮৬	চিত্রা ভাদেশ্বরী	২,৮১,৮৪৩.৭৭	০৭-১০-২০২৫
১৯	XXXXXXXXXX৪৯৬১	জয় প্রকাশ পোদ্দার	৮,১৮,৬৯৯.৮৪	০৭-১০-২০২৫
২০	XXXXXXXXXX৭৫৯৫	সায়নেন্দ্র নাথ ঠাকুর	৫৫,৪৫৭.০৩	০৭-১০-২০২৫
২১	XXXXXXXXXX০৪৭৯	শ্যামানন্দ পারুই	২,৪৪,৯৭৫.৮৭	০৭-১০-২০২৫
২২	XXXXXXXXXX২৩১	স্নিগ্ধা বসু	৩,৪৩,০১১.২৪	০৭-১০-২০২৫
২৩	XXXXXXXXXX৭৫৫৭	সুনীল কুমার ঝা	৬,৯৯,৬৬৪.০৫	০৭-১০-২০২৫
২৪	XXXXXXXXXX৩৩৪৭	অমিত কুমার গাঙ্গুলি	৫,৫৫,৭২৭.৯১	০৭-১০-২০২৫
২৫	XXXXXXXXXX৪৬৬২	দীপ চক্রবর্তী	২৩,৬২২.৫৫	০৭-১০-২০২৫
২৬	XXXXXXXXXX৬৬৪৯	সুরথ যোগ মজুমদার	৯,৭৬,২৩৩.২১	০৭-১০-২০২৫
২৭	XXXXXXXXXX৭০৬৩	সপ্তর্ষি রায়চৌধুরী	২,০৭,৫৫৪.২৫	০৭-১০-২০২৫
২৮	XXXXXXXXXX৩৩৫০	সিকু মাঝি	৬,৮৪,৫৯৮.০০	০৭-১০-২০২৫
২৯	XXXXXXXXXX৭৫৬৮	নীলাঞ্জনা দত্ত বোস	১,৯১,১২০.৮১	০৭-১০-২০২৫
৩০	XXXXXXXXXX১২৬৮	বিজয় কিষাণ চম্পক	১৮,৬৯,৭৫৫.৫৫	০৭-১০-২০২৫
৩১	XXXXXXXXXX৫৩২৩	মনোজ মেশরাম	২,০০,৪৬৮.৪৯	০৭-১০-২০২৫
৩২	XXXXXXXXXX৭২০৭	চন্দ্রভান জানা দে	১,২৯,৪৪৪.৫৭	০৭-১০-২০২৫
৩৩	XXXXXXXXXX৭০৮১	সঞ্জয় সাহা	১,৫৪,৭৮৬.১২	০৭-১০-২০২৫
৩৪	XXXXXXXXXX৬৯৬১	সুচিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়	৮,৯৫৯.০০	০৭-১০-২০২৫
৩৫	XXXXXXXXXX৫৭৬৬	পামেলা চৌধুরী	২,২২,৫১১.০০	০৭-১০-২০২৫
৩৬	XXXXXXXXXX১৪৬১	সুচিত্রা দাস	৬,৫১৭.৮৫	০৭-১০-২০২৫
৩৭	XXXXXXXXXX১২৭৯	গুনন কুমার। জয়সওয়াল	৩,২৫,৬৮৮.০০	০৭-১০-২০২৫
৩৮	XXXXXXXXXX৭০৬৯	আরিফিন খান	৭,১৭,৮৯০.৫০	০৭-১০-২০২৫
৩৯	XXXXXXXXXX৬৯৩৮	হরিশ কুমার সিং	৭,১১,৪৫৭.৬৫	০৭-১০-২০২৫
৪০	XXXXXXXXXX৮১২১	[illegible]	৮৮,৭২০.০০	০৭-১০-২০২৫
৪১	XXXXXXXXXX৬৭০৬	ইসলাম আনসারী	১,৯৪৮.৭৭	০৭-১০-২০২৫
৪২	XXXXXXXXXX৬৫০৫	মানিকলাল ঘোষ	১১,৬১,৫৭২.৭০	০৭-১০-২০২৫
৪৩	XXXXXXXXXX৯১৭২	সুরজভান দত্তগুপ্ত	৫,১৩,৪৪১.৬৬	০৭-১০-২০২৫
৪৪	XXXXXXXXXX৫২৯০	স্বরূপ ঘোষ	৩,৬৪,৫৫৯.৯৩	০৭-১০-২০২৫
৪৫	XXXXXXXXXX৩৪৩৯	সন্দীপ পাল	১,৩১,৮২৯.৮৪	০৭-১০-২০২৫
৪৬	XXXXXXXXXX৭২৮১	সিতাংশু কুমার মিত্র	২,৫২,৭০১.১৭	০৭-১০-২০২৫
৪৭	XXXXXXXXXX৬০৬৬	শমীক রায়	৭,৭৯,৯৬৪.৬৯	০৭-১০-২০২৫
৪৮	XXXXXXXXXX৮৬৯৯	সুমন জৈন	৮,৫৫,৭৬৩.৬৯	০৭-১০-২০২৫
৪৯	XXXXXXXXXX৫৪২৬	ভারতী সরকার	৩৬,৭৬৯.৯৩	০৭-১০-২০২৫
৫০	XXXXXXXXXX৫০২৮	অমিত কুমার সাহু	৩,২২,৪৫৭.০৩	০৭-১০-২০২৫
৫১	XXXXXXXXXX৭৬০০	কল্পনা শ্রীবাস্তব	১৯,৪৮,১৮০.০২	০৭-১০-২০২৫
৫২	XXXXXXXXXX৪৮০০	শান্তিদেবী যাদব	২,৯৩,৬৩৫.৩৬	০৭-১০-২০২৫
৫৩	XXXXXXXXXX৭১৪৮	ভোলানাথ কুণ্ডু	১,৪৮,৪৪৮.৮৬	০৭-১০-২০২৫
৫৪	XXXXXXXXXX৮৪২৫	সোনা চ্যাটার্জী হালদার	১,৪৫,৫৭৬.৯৬	০৭-১০-২০২৫
৫৫	XXXXXXXXXX৬৪৪৯	বিভা শ্রীবাস্তব	১১,১২,৬৫৯.৯৯	০৭-১০-২০২৫
৫৬	XXXXXXXXXX৭৪৯৬	অমিতাভ সেন	৭০,৩০৩.৮৫	০৭-১০-২০২৫
৫৭	XXXXXXXXXX৫২৭৯	বরুণ ঘোষ	৩৩,৪৭৬.০০	০৭-১০-২০২৫
৫৮	XXXXXXXXXX৫০৪৩	সুনীতা আগরওয়াল	১৭,৮৬,৩০৫.৫০	০৭-১০-২০২৫
৫৯	XXXXXXXXXX৬৫৩৫	আদিত্য আগরওয়াল	৭,১৮,৬০৮.৮৫	০৭-১০-২০২৫
৬০	XXXXXXXXXX৬৭০১	রমেশ জোরানি	১১,৫১,৫৭৮.০০	০৭-১০-২০২৫
৬১	XXXXXXXXXX৬৪৪৮	বিনা জোরানি	১,১৬,৫৩৯.০০	০৭-১০-২০২৫
৬২	XXXXXXXXXX৩৯৫৩	রবীন্দ্র নাথ শর্মা	৬,২২,০০৬.৫৬	০৭-১০-২০২৫
৬৩	XXXXXXXXXX৩১৬২	নির্মল সরকার	৪,১০,০৪৪.৬৫	০৭-১০-২০২৫
৬৪	XXXXXXXXXX৬১৪৪	মধু সুদন	৭৭,২৪৫.৯১	০৭-১০-২০২৫
৬৫	XXXXXXXXXX৮৭৫৫	সুমন্ত্র আগরওয়াল	১০,০০,৯৫৩.৯৫	০৭-১০-২০২৫
৬৬	XXXXXXXXXX৫৬৬৯	রামগোপাল জোরানি	১১,১১,৩৫৫.৬৩	০৭-১০-২০২৫
৬৭	XXXXXXXXXX৫০৯৯	শান্তি দেবী জোরানি	১,৩৫,৭৪১.৬৭	০৭-১০-২০২৫
৬৮	XXXXXXXXXX৫২৫৩	প্রসন্ন দাস	২,৭৩,৫২৯.৮৫	০৭-১০-২০২৫
৬৯	XXXXXXXXXX৯৭৮৯	লক্ষ্মী কান্ত ব্যানার্জী	১,৬৪,৬৫৫.৭৯	০৭-১০-২০২৫
৭০	XXXXXXXXXX৮৯৪৭	দেবরাজ রায়	৯,৭৮,৮৮৫.১২	০৭-১০-২০২৫
৭১	XXXXXXXXXX৭০৮৪	বিপুল কুমার মিশ্র	৪৭,৪৪৮.০০	০৭-১০-২০২৫
৭২	XXXXXXXXXX৯৮৯১	চিরঞ্জিত সেন	৫৫,৫৫১.০৩	০৭-১০-২০২৫
৭৩	XXXXXXXXXX২২৪৬	মিহির রঞ্জন সেন	২০,৯১,৭০৯.০০	০৭-১০-২০২৫
৭৪	XXXXXXXXXX৮২৩৮	সৈয়দ আফতাব আলী	২,৯১,৫৭৭.২১	০৭-১০-২০২৫
৭৫	XXXXXXXXXX২১২৬	দেবজ্যোতি মুখার্জী	৫৫,২২২.৫৫	০৭-১০-২০২৫
৭৬	XXXXXXXXXX৫১৯০	কেতকী রায়	২,৬৯,১৯৬.৫৯	০৭-১০-২০২৫
৭৭	XXXXXXXXXX৭৬৯৬	রিপন ঘোষ	৪,০৩২.০০	০৭-১০-২০২৫
৭৮	XXXXXXXXXX৬৯১৬	সায়ন্তন কোনার	৪,৪৮,৬৭৪.২০	০৭-১০-২০২৫
৭৯	XXXXXXXXXX৬৯০০	সুপর্ণা ব্যানার্জী	১০,৭৬,৮৮৩.৭৩	০৭-১০-২০২৫
৮০	XXXXXXXXXX৬৬৮৪	বিশ্বনাথ বেরা	১,৮৭,১২৬.৮৯	০৭-১০-২০২৫
৮১	XXXXXXXXXX৭৫৬২	অর্ঘ্য সেন	২০,১৬,৫২৬.৩০	০৭-১০-২০২৫
৮২	XXXXXXXXXX৮৬৩৫	অনুপ্রিয়া	৩,৩৬,৮৬৯.০০	০৭-১০-২০২৫
৮৩	XXXXXXXXXX৩৬৩৬	ইরা গায়েন	৮৬,৫৭১.৬০	০৭-১০-২০২৫
৮৪	XXXXXXXXXX৭৮৪২	সোমা ভৌমিক	১০,০৪,৯৯৬.৭৯	০৭-১০-২০২৫
৮৫	XXXXXXXXXX৬৬০৭	দিব্য সাক্সেনারিয়া	৮৬,৫০৪.৫০	০৭-১০-২০২৫
৮৬	XXXXXXXXXX৩২১৫	মহঃ নওশাদ আলম	৭২,৩৬৬.০০	০৭-১০-২০২৫
৮৭	XXXXXXXXXX৯৬৯৯	মীরা দে	১০,৫৮,৩৯১.০০	০৭-১০-২০২৫
৮৮	XXXXXXXXXX৯২২৭	দিলীপ সরকার	৬,৬৬,৩৩৩.০০	০৭-১০-২০২৫
৮৯	XXXXXXXXXX৬০৯১	মঞ্জু সরাফ	১৯,৯২,৫৬৯.০০	০৭-১০-২০২৫
৯০	XXXXXXXXXX৩৬২২	অরুপ কুণ্ডু	৯,৫৮,৪৪৫.৫৭	০৭-১০-২০২৫
৯১	XXXXXXXXXX৬৪৪৪	কিশোর সরখেল	১,৩৪,৪৯৯.৯১	০৭-১০-২০২৫
৯২	XXXXXXXXXX৮৪৫৪	রাজ কুমার ভোরিয়া	৫,২৬,৬৯৯.৫৬	০৭-১০-২০২৫
৯৩	XXXXXXXXXX৬৮৭২	সিমা মুখা	৯,৭৭,৭৫৫.৪০	০৭-১০-২০২৫
৯৪	XXXXXXXXXX৬৮৬৩	সুজয় পাল	৩,৩৫,৯৮৪.৩৩	০৭-১০-২০২৫
৯৫	XXXXXXXXXX৬৮৫২	পিঙ্কি সিং	২,২০,৭৬৯.৯৬	০৭-১০-২০২৫
৯৬	XXXXXXXXXX৬৮২০	বীরেন্দ্র নারায়ণ বসাক	১৭,৭৬,৫৫৭.৩০	০৭-১০-২০২৫
৯৭	XXXXXXXXXX৬৬৫৮	বিবেকানন্দ ঘোষ	১,৭২,৭৬৯.৩০	০৭-১০-২০২৫
৯৮	XXXXXXXXXX৬১৭৩	প্রদীপ বড়ুয়া	৭,৩৪,৯১০.৮৬	০৭-১০-২০২৫
৯৯	XXXXXXXXXX৬৮৫১	সুধীর অধিকারী	৯,৭৪,১৫৫.৭৫	০৭-১০-২০২৫
১০০	XXXXXXXXXX৬৮৫৫	দেবাশিষ কোনার	৩,১৩,৭৭১.৯১	০৭-১০-২০২৫
১০১	XXXXXXXXXX৬৫০২	গার্গী মুখোপাধ্যায়	২,৫৪,১৬৯.৭২	০৭-১০-২০২৫
১০২	XXXXXXXXXX১৯০৩	দেবযুতি মুখোপাধ্যায়	৩,৩৫,৫৮১.৩৪	০৭-১০-২০২৫
১০৩	XXXXXXXXXX৭৯১৫	দেবব্রত মুখোপাধ্যায়	৩,৩৩,৫৪০.১১	০৭-১০-২০২৫
১০৪	XXXXXXXXXX৫৩৯৭	শুক্লা দাস	৪৪,৮৬৩.৫৫	০৭-১০-২০২৫
১০৫	XXXXXXXXXX৯৬১২	প্রিয়ব্রত শ্যামল	৩,৮৬,৮৬৩.৯৬	০৭-১০-২০২৫
১০৬	XXXXXXXXXX৬৮৫০	মোহাম্মদ পারভীজ আলম	৮৮,১৯৪.০০	০৭-১০-২০২৫
১০৭	XXXXXXXXXX৬২৭০	অতনু দাস	৫,৭৪,৩৪৯.৫৪	০৭-১০-২০২৫
১০৮	XXXXXXXXXX৯০৯৩	চন্দ্র শেখর পাল	৯৯,৭৮৬.০৯	০৭-১০-২০২৫
১০৯	XXXXXXXXXX৮৪৪৮	কৃষ্ণ সাহা	৯,৮৩,৮৬৯.৮০	০৭-১০-২০২৫
১১০	XXXXXXXXXX৬৭১৬	সুমন মুখোপাধ্যায়	৩,২৭,৩৫৮.৮২	০৭-১০-২০২৫
১১১	XXXXXXXXXX২৮৫০	রাজর্ষিতা বিশ্বাস	১৩,৮৮,০০৪.৩৩	০৭-১০-২০২৫
১১২	XXXXXXXXXX৮৪৬৭	নারায়ণ চন্দ্র পাত্র	১,২৪,৮৮৭.৩৪	০৭-১০-২০২৫
১১৩	XXXXXXXXXX৪০০৯	সুমনা সেন	৪,৮৮,৫৩৫.৬৪	০৭-১০-২০২৫
১১৪	XXXXXXXXXX৬৩০৪	শ্বেতা সিনহা	৫,৪২,৬৩১.৫২	০৭-১০-২০২৫
১১৫	XXXXXXXXXX৪৪৯৯	সীমা মণ্ডল	৩,২৫,৫৫৩.৭১	০৭-১০-২০২৫
১১৬	XXXXXXXXXX৭৬১৪	অর্ক সরকার	৩,৯৬,৬৫৬.৮৮	০৭-১০-২০২৫
১১৭	XXXXXXXXXX৫৬৯৬	নবনীতা সান্যাল	১,৯১,৮৪৪.৬৯	০৭-১০-২০২৫
১১৮	XXXXXXXXXX৬১৩৮	তনুশ্রী দত্ত	৬৫,৫৯৬.৪৪	০৭-১০-২০২৫
১১৯	XXXXXXXXXX৫২১২	দেব প্রসাদ মুখোপাধ্যায়	১,৬৫,৮৫৬.৯০	০৭-১০-২০২৫
১২০	XXXXXXXXXX৬৬০৩	জিনা গৌর	১,৬১,৪৯৭.২০	০৭-১০-২০২৫
১২১	XXXXXXXXXX৪৫৮৮	অভয় কুমার সেন	৬,০০,৮৯৭.১১	০৭-১০-২০২৫
১২২	XXXXXXXXXX৬১৭৫	শর্মিষ্ঠা ঘোষ	৬,৬৯,৭৭৭.৭৭	০৭-১০-২০২৫
১২৩	XXXXXXXXXX৫০৩৬	রঞ্জনী সেন	৯,০৭,৩৬১.০০	০৭-১০-২০২৫
১২৪	XXXXXXXXXX৬৪২৭	অঞ্জু ভট্টাচার্য	৮,২৯,০৮৪.৬১	০৭-১০-২০২৫
১২৫	XXXXXXXXXX৬৯৬৮	সুব্রতা দেব	২,৩৬,৫৪৭.০০	০৭-১০-২০২৫
১২৬	XXXXXXXXXX৬৮৯২	ডালি মিত্র	৬,২৬,৯৫৮.৫৩	০৭-১০-২০২৫
১২৭	XXXXXXXXXX৫০৭৪	সরস্বতী দেবী সোমানি	২০,৩৬,৯৬৯.৪১	০৭-১০-২০২৫
১২৮	XXXXXXXXXX১৩৩৬	আনিন্দ্য সেনগুপ্ত	৯,৯০,৫৭০.৪১	০৭-১০-২০২৫
১২৯	XXXXXXXXXX৬১১৪	অভিজিৎ হোড়	২,৫৫,৪৫০.০০	০৭-১০-২০২৫
১৩০	XXXXXXXXXX৬৩১৯	দেবাশীষ ভট্টাচার্য	৮০,৬৬৮.৭২	০৭-১০-২০২৫
১৩১	XXXXXXXXXX৬২৯৭	মহেশ্বরনাথ পাণ্ডে	১,০০,৫৫৫.৫৫	০৭-১০-২০২৫
১৩২	XXXXXXXXXX৮৫৬১	অর্ঘ্য বোস	৩,৯১,৫৫৫.৫৩	০৭-১০-২০২৫
১৩৩	XXXXXXXXXX৬৬৬৮	স্বপন কুমার দেবনাথ	১,৭৬,০৫৫.৯৯	০৭-১০-২০২৫
১৩৪	XXXXXXXXXX৬৮৪৫	আরজিদ বিশ্বাস	৩,৯৪,৪৪৪.৫৫	০৭-১০-২০২৫
১৩৫	XXXXXXXXXX৪৭৯১	রবি নারায়ণ দাস	২,০৬,৯৭৫.৪০	০৭-১০-২০২৫
১৩৬	XXXXXXXXXX৪৫৯১	শম্পা দত্ত	২,৮৯,২৭৯.৪১	০৭-১০-২০২৫

তারিখঃ ০৯.১০.২০২৫
স্থানঃ পশ্চিমবঙ্গ
স্বা/- এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেড

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে টিআরডি কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : এপি-ইএল-টিআরডি-১৬-২৫-২৬; তারিখ: ০৩-১০-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **টেন্ডার নং. :** এপি-ইএল-টিআরডি-১৬-২৫-২৬; **কাজের নাম ঃ** আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের আলিপুরদুয়ার জংশন-নিউ মাল জংশন-টিটিআর (এফএস+সিএস+সিএমএসসি)-৪৪ সেট (১:১২) এবং টিটিআর (টিএসআর)-১২ সেট (১:১২) এর সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরণের বন্ডের ব্যবস্থা। **বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্য:** ৭,৬৮,২৮৪.২৮/- টাকা; **বায়না মূল্য:** ১৫,৪০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ এবং সময় **১৫:০০** টায় এবং **খোলা ০৩-১১-২০২৫** তারিখে **১৫:৩০** টায়। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটটি দেখুন।
ডিআরএম/ইলেক্ট.(টিআরডি), আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রী সমীর কৃষ্ণ সরকার পিং-শ্রী পরিমল চন্দ্র সরকার এবং শ্রী বাবুল চন্দ্র দেব পিতা জিতেন চন্দ্র দেব মহাশয় ইং- 28.06.2010 তারিখে বুক নং- iv CD ভলুম নং-2 পাতা-3511 হইতে 3520 বিয়িং নং 01047 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে শ্রী মুনেশ্বর পণ্ডিত পিতা বালি পণ্ডিত নিকট হইতে হাওড়া জেলার অন্তর্গত লিলুয়া থানার অধীন চকপাড়া মৌজার জে.এল. নং. 111 সাবেক 1047 নং খতিয়ানভুক্ত সাবেক 1259 নং দাগের 10 কাঠা শালি জমি বিক্রয় করিবার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছে। উক্ত বিষয় কারো কোন আপত্তি থাকিলে বি.এল অ্যান্ড এল.আরও বালি-জগাছা অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

DAINHAT MUNICIPALITY
For Details of floated e-tender against the Development work under
E-NIT no-31 Dm/Engg/ (APAS)/2025-2026
Date: 08/10/2025
For Details Visit:
http://dainhatmunicipality.org & wbtenders.gov.in
Office ph no **7478003845**
Sd/- Chairman
Dainhat Municipality

বোলপুরে তৃণমূলের বিজয়া সম্মেলনী, অনুব্রতর মুখে ২৬ 'কঠিন লড়াই'-এর বার্তা

দেবশ্রী মজুমদার, বোলপুর, ৮ অক্টোবর ঃ বীরভূম জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের বিজয়া সম্মেলনী অনুষ্ঠিত হলো বোলপুরের গীতাঞ্জলি প্রেক্ষাগৃহে। উপস্থিত

ছিলেন জেলার শীর্ষ নেতৃত্ব, জেলা নেতা অনুব্রত মণ্ডল, মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ, রাজ্য বিধানসভা ডেপুটি স্পিকার আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাংসদ শতাব্দী রায় ও অসিত মাল বিধায়ক অভিজিত সিংহ, বিকাশ রায়চৌধুরী, বিধান চন্দ্র মাঝি, অশোক চট্টোপাধ্যায়, নীলাবতি সাহা সহ অন্যান্যরা। তবে জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখ পারিবারিক কারণে অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত ছিলেন। মঞ্চ থেকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অনুব্রত মণ্ডল এদিন শোনালেন একেবারে ভিন্ন সুর। তিনি বলেন, আগামী ২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন অত্যন্ত কঠিন হতে চলেছে। যদিও মন্তব্যের ব্যাখ্যা দেননি, তবুও তাঁর বক্তব্যে সংগঠনকে মজবুত করার ওপর জোর ছিল স্পষ্ট। ব্লক সভাপতি থেকে বুথ স্তরের সদস্যদের সঙ্গে নিয়মিত বৈঠক করার পরামর্শ দেন তিনি। রাজনৈতিক মহলে অনুব্রতর এই বক্তব্যকে আসন্ন নির্বাচনের আগে দলের অভ্যন্তরীণ প্রস্তুতির ইঙ্গিত হিসেবেই দেখা হচ্ছে।

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
SINGUR DEVELOPMENT BLOCK
SINGUR, HOOGHLY
TENDER NOTICE
Block Development Officer, Singur Development Block invites sealed tenders under NIT No. 3560 & 3561/BDO, Singur dated 24/09/2025 and 3585 & 3591/BDO, Singur dated 08.10.2025 for various development works under APAS/25-26. Last date of application 15/10/2025 up to 12:30 pm and 16/10/2025 up to 12:30 pm & 15/10/2025 up to 4:00 pm respectively. For more details please contact the office.
Sd/-Block Development Officer
Singur Development Block
Singur, Hooghly

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil)/Br-XI, KMC** invites e-Tender online percentage rate in two bid system for following works:

(1) NIT No. : APAS/103/150/170/06/006/25-26
Name of work : **Improvement of road with kerb channel near 23, 2nd Street Modern Park, in Ward No.-103.** Estimated Value (including GST & CESS) : **₹ 1,34,854.14.** Earnest Money: **₹ 2,700.00.** Time of Completion : **60 days.**

(2) NIT No. : APAS/110/150/346/03/05/25-26
Name of work : **Cleaning of drainage system at 23/11A P.N.Rd. in Ward No. 110, BR-XI.** Estimated Value (including GST & CESS) : **₹ 1,14,490.71.** Earnest Money: **₹ 2,300.00.** Time of Completion : **60 days.**

(3) NIT No. : APAS/103/150/170/07/007/25-26
Name of work : **Improvement of road along with kerb channel near 4 Sixth Road Modern Park, in Ward No.-103.** Estimated Value (including GST & CESS) : **₹ 1,29,123.02.** Earnest Money: **₹ 2,600.00.** Time of Completion : **60 days.**

(4) NIT No. : APAS/103/150/170/02/002/25-26
Name of work : **Improvement of road with kerb channel at 5th Street Modern Park, in Ward No.-103.** Estimated Value (including GST & CESS) : **₹ 1,37,900.92.** Earnest Money: **₹ 2,800.00.** Time of Completion : **60 days.** Last date and time of submission of Bid : **18.10.2025 upto 12 Noon.**(for Sl. No. 1 to 4). Date and Time of Opening of Bid: **25.10.2025 at 12 Noon.**(for Sl. No. 1 to 4). The bid forms and other details are available on and from **10.10.2025 (from 5 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 4).

(5) NIT No. : KMC/EEC/BR-XI/XI/104/038/25-26/R
Name of work : **Maintenance of road by painting kerb at Ajanta Road, Kalikapur Patwari Para, Eastern Park, Friends Row & surrounding area for Puja Festivals, in Ward No. - 104.** Estimated Value (including GST & CESS) : **₹ 2,62,147.52.** Earnest Money: **₹ 5,300.00.** Time of Completion : **60 days.**

(6) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XI/104/039/2025-26/R
Name of work : **Renovation of U.G.Drainage system at 4/29B Viveknagar, 76/C/1 Garfa Main Road, in Ward No. - 104.** Estimated Value (including GST & CESS) : **₹ 2,95,953.98.** Earnest Money: **₹ 6,000.00.** Time of Completion : **60 days.**

(7) NIT No. : KMC/EEC/XI/104/016/25-26/R
Name of work : **Imp. of C.C.Road from 134 A Pratapgarh to 9/11 Garfa manashatala Lane in Ward No.-104.** Estimated Value (including GST & CESS) : **₹ 3,66,248.37.** Earnest Money: **₹ 7,500.00.** Time of Completion : **30 days.** Last date and time of submission of Bid : **25.10.2025 upto 12 Noon.**(for Sl. No. 5 to 7). Date and Time of Opening of Bid: **29.10.2025 at 12 Noon.**(for Sl. No. 5 to 7). The bid forms and other details are available on and from **11.10.2025 (from 5 p.m.)** (for Sl. No. 5 to 7). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 7).

The **Executive Engineer (Civil)/Br-XV, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid systems for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/138/039/2025-2026/APAS/75/02
Name of work : **Renovation of CC Passage with allied works at T-405, T-398/B Panch Para Road in Ward No. - 138, Br-XV.** Estimated Cost (including GST and CESS) : **₹ 4,16,385.08.** Earnest Money: **₹ 8,400.00.** Period of Completion : **60 days.**

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/138/040/2025-2026/APAS/75/01
Name of work : **Improvement of drainage system with allied works at T-390/A and T-388 Panch Para Road in Ward No. - 138, Br-XV.** Estimated Cost (including GST and CESS) : **₹ 3,29,159.26.** Earnest Money: **₹ 6,600.00.** Period of Completion : **60 days.**

(3) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/141/052/2025-2026/APAS/03/02
Name of work : **Improvement of C.C.Passage at Z-4/174 Badartala Laskar Para in Ward No. 141, Br-XV.** Estimated Cost (including GST and CESS) : **₹ 1,64,378.23.** Earnest Money: **₹ 3,300.00.** Period of Completion : **90 days.**

(4) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/141/053/2025-2026/APAS/02/02
Name of work : **Improvement of drainage system at Z-4/46/2 Molla Para Lane in Ward No. 141, Br-XV.** Estimated Cost (including GST and CESS) : **₹ 1,88,251.13.** Earnest Money: **₹ 3,800.00.** Period of Completion : **90 days.**

(5) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/141/054/2025-2026/APAS/02/04
Name of work : **Improvement of drainage system at Z-4/47 Molla Para Lane in Ward No. 141, Br-XV.** Estimated Cost (including GST and CESS) : **₹ 1,29,775.41.** Earnest Money: **₹ 2,600.00.** Period of Completion : **90 days.**

(6) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/141/064/2025-2026/APAS/31/01
Name of work : **Improvement of C.C.Passage at Z-5/11/2A Kanchantala Road in Ward No. 141, Br-XV.** Estimated Cost (including GST and CESS) : **₹ 4,91,394.35.** Earnest Money: **₹ 10,000.00.** Period of Completion : **90 days.**

(7) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/135/075/2025-2026/APAS/38/3
Name of work : **Renovation of passage by cement concrete and allied works at Paharpur Road Bye Lane N/H/No. H-57, H-59/A in Ward No.-135, Br-XV.** Estimated Cost (including GST and CESS) : **₹ 2,21,753.51.** Earnest Money: **₹ 4,500.00.** Period of Completion : **45 days.**

(8) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/135/073/2025-2026/APAS/38/1
Name of work : **Renovation of surface drain and allied works at Paharpur Road Bye Lane N/H/No. H-85/1, H-84/1/C, H-81 etc. in Ward No.-135, Br-XV.** Estimated Cost (including GST and CESS) : **₹ 4,79,325.97.** Earnest Money: **₹ 9,600.00.** Period of Completion : **45 days.**

(9) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/135/077/2025-2026/APAS/12/2
Name of work : **Renovation of passage by cement concrete at Gulam Abbas Lane N/H/No. H-52 to H-44 in Ward No.-135, Br-XV.** Estimated Cost (including GST and CESS) : **₹ 4,94,337.07.** Earnest Money: **₹ 10,000.00.** Period of Completion : **45 days.**

(10) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/135/071/2025-2026/APAS/11/3
Name of work : **Repairing of paver block passage with ancillary works at Gulam Abbas Lane N/H/No. H-8 to H-18 in Ward No.-135, Br-XV.** Estimated Cost (including GST and CESS) : **₹ 4,73,930.54.** Earnest Money: **₹ 9,500.00.** Period of Completion : **45 days.**

(11) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/135/072/2025-2026/APAS/11/4
Name of work : **Renovation of drainage system and allied works at Gulam Abbas Lane N/H/No. H-10 to H-16 in Ward No.-135, Br-XV.** Estimated Cost (including GST and CESS) : **₹ 4,72,817.48.** Earnest Money: **₹ 9,500.00.** Period of Completion : **45 days.**

(12) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/135/076/2025-2026/APAS/12/1
Name of work : **Renovation of surface drain and allied works at Gulam Abbas Lane N/H/No. H-49 to H-52/1/G in Ward No.-135, Br-XV.** Estimated Cost (including GST and CESS) : **₹ 4,98,724.44.** Earnest Money: **₹ 10,000.00.** Period of Completion : **45 days.**

(13) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/135/074/2025-2026/APAS/38/2
Name of work : **Repairing of drainage system and allied works at Paharpur Road bye lane N/H/No. H-67/A, H-61 in Ward No.-135, Br-XV.** Estimated Cost (including GST and CESS) : **₹ 2,87,056.98.** Earnest Money: **₹ 5,800.00.** Period of Completion : **45 days.** Last date and time of submission of Bid : **30.10.2025 – 11 a.m.** (for Sl. No. 1 to 13). Date of Opening of Tender: **01.11.2025 - 11 a.m.** (for Sl. No. 1 to 13). The bid forms and other details are available on and from **14.10.2025 (5 p.m.).** (for Sl. No. 1 to 13). The website **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 1 to 13). **(1151/25-26)**

চলুন বেড়াতে যাই

ডুয়ার্সের সবুজ চা বাগানের মাঝে লুকিয়ে রয়েছে একটি প্রাচীন গির্জা

জলপাইগুড়ি জেলার ডুয়ার্স প্রায় সকলেরই ঘোরা। চা বাগান, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং বন্যপ্রাণের জন্য বিখ্যাত। তবে এই সবুজ চা বাগানের মাঝে লুকিয়ে রয়েছে একটি প্রাচীন গির্জা, যা ইতিহাস এবং রহস্যের এক অনন্য মিশ্রণ। ছেলাবাড়ি নামক এই স্থানে অবস্থিত এই গির্জাটি স্থানীয়দের কাছে একটি গোপন রত্ন হিসেবে পরিচিত। এই প্রাচীন গির্জা শুধুমাত্র ঐতিহাসিক গুরুত্বই বহন করে না, বরং ডুয়ার্সের চা বাগানের মধ্যে একটি শান্ত, আধ্যাত্মিক আশ্রয়স্থল হিসেবেও কাজ করে। এই গির্জার ইতিহাস, এর স্থাপত্য এবং এর চারপাশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পর্যটক এবং ইতিহাসপ্রেমীদের কাছে একটি আকর্ষণীয় গন্তব্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ছেলাবাড়ির প্রাচীন গির্জার ইতিহাস-ছেলাবাড়ির এই গির্জাটি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলের একটি নিদর্শন। ১৯ শতকের মাঝামাঝি সময়ে, যখন ব্রিটিশরা ডুয়ার্স অঞ্চলে চা চাষ শুরু করে, তখন এই অঞ্চলে ব্রিটিশ চা বাগানের মালিক এবং তাদের পরিবারের জন্য ধর্মীয় কার্যক্রম পরিচালনার প্রয়োজন দেখা দেয়। এই গির্জাটি সম্ভবত সেই সময়ে নির্মিত হয়েছিল, যদিও এর নির্মাণের সঠিক তারিখ এবং বিস্তারিত তথ্য এখনও ঐতিহাসিকদের কাছে পুরোপুরি স্পষ্ট নয়। গির্জাটির স্থাপত্যে ব্রিটিশ গথিক শৈলীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, যা তৎকালীন সময়ের ইউরোপীয় গির্জাগুলির সঙ্গে মিল রাখে। এর দেয়ালে পুরনো ইটের ব্যবহার এবং জানালায় সূক্ষ্ম কারুকাজ ইতিহাসের একটি জীবন্ত সাক্ষ্য বহন করে। গির্জাটি চা বাগানের মধ্যে এমনভাবে অবস্থিত যে, এটি সহজে দৃষ্টিগোচর হয় না। ঘন সবুজ চা গাছের মাঝে লুকিয়ে থাকা এই গির্জা একটি শান্ত ও নির্জন পরিবেশ প্রদান করে, যা দর্শনার্থীদের মনে শান্তি এবং বিস্ময়ের অনুভূতি জাগায়।

স্থানীয়দের মতে, এই গির্জাটি একসময় ব্রিটিশ চা বাগানের কর্মীদের জন্য ধর্মীয় কার্যক্রমের কেন্দ্র ছিল। তবে, ব্রিটিশ শাসনের অবসানের পর এটি ধীরে ধীরে পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে। বর্তমানে, এটি পর্যটক এবং ইতিহাসপ্রেমীদের জন্য একটি লুকানো গন্তব্য হিসেবে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। ছেলাবাড়ির এই গির্জাটি শুধুমাত্র ঐতিহাসিক গুরুত্বের জন্যই নয়, এর চারপাশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্যও পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয়। ডুয়ার্সের চা বাগানগুলি তাদের সবুজ প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং শান্ত পরিবেশের জন্য বিখ্যাত। গির্জার চারপাশে বিস্তৃত চা বাগান, দূরে পাহাড়ের সারি এবং নদীর শীতল বাতাস এই স্থানটিকে একটি আদর্শ পিকনিক স্পট হিসেবে গড়ে তুলেছে। এছাড়া, এই অঞ্চলটি গোরুমারা এবং জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের কাছাকাছি অবস্থিত, যা বন্যপ্রাণী প্রেমীদের জন্য অতিরিক্ত আকর্ষণ। গির্জাটি পরিদর্শনের সময় দর্শনার্থীরা চা বাগানে ঘুরে বেড়ানোর পাশাপাশি চা তৈরির প্রক্রিয়া সম্পর্কেও জানতে পারেন। অনেক চা বাগানে পর্যটকদের জন্য ট্যুরের ব্যবস্থা থাকে, যেখানে তারা চা পাতা সংগ্রহ থেকে শুরু করে প্রক্রিয়াকরণ পর্যন্ত সমস্ত ধাপ প্রত্যক্ষ করতে পারেন। ছেলাবাড়ির গির্জা পরিদর্শনের সময় এই ট্যুরগুলি একটি অতিরিক্ত আকর্ষণ হিসেবে কাজ করে। গির্জার নির্মল পরিবেশ এবং চা বাগানের সবুজ প্রকৃতি একত্রিত হয়ে একটি অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা প্রদান করে।

ছেলাবাড়ি ডুয়ার্সের চালসা অঞ্চলের কাছাকাছি অবস্থিত। এটি সিলিগুড়ি থেকে প্রায় ৬০ কিলোমিটার দূরে, এবং বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে গাড়িতে প্রায় দেড় থেকে দুই ঘণ্টার পথ। নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেশন থেকেও এই স্থানে সহজেই পৌঁছানো যায়। স্থানীয় ট্যাক্সি বা প্রাইভেট গাড়ির মাধ্যমে চা বাগানের মধ্য দিয়ে যাওয়া রাস্তাগুলি দর্শনার্থীদের এই লুকানো গির্জায় নিয়ে যায়। তবে, গির্জাটি খুঁজে বের করতে স্থানীয় গাইডের সাহায্য নেওয়া উচিত, কারণ এটি সহজে দৃশ্যমান নয়। এই প্রাচীন গির্জাটি বর্তমানে সংরক্ষণের অভাবে কিছুটা জরাজীর্ণ অবস্থায় রয়েছে। ব্রিটিশ আমলের এই স্থাপত্যের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগের প্রয়োজন। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, গির্জাটির দেয়াল এবং অভ্যন্তরীণ কাঠামোর কিছু অংশ সময়ের সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

তবে, এর ঐতিহাসিক মূল্য এবং পর্যটন সম্ভাবনা বিবেচনা করে সংরক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হলে এটি ডুয়ার্সের একটি প্রধান আকর্ষণ হয়ে উঠতে পারে। স্থানীয় চা বাগান কর্তৃপক্ষ এবং পর্যটন বিভাগের সহযোগিতায় এই গির্জাটিকে একটি ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। ছেলাবাড়ি এবং এর আশপাশের চা বাগানগুলিতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করেন, যার মধ্যে নেপালি, আদিবাসী এবং বাঙালি সম্প্রদায় উল্লেখযোগ্য। এই গির্জাটি স্থানীয় খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান, যদিও এটি এখন আর নিয়মিত ধর্মীয় কার্যক্রমের জন্য ব্যবহৃত হয় না।

স্থানীয়রা গির্জাটিকে তাদের ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে দেখেন এবং এর সংরক্ষণের জন্য তাদের সমর্থন রয়েছে। পর্যটকদের জন্য, এই গির্জা পরিদর্শন শুধুমাত্র ইতিহাসের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনই নয়, স্থানীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়ারও একটি সুযোগ। ডুয়ার্সের ছেলাবাড়ির প্রাচীন গির্জা একটি লুকানো রত্ন, যা ইতিহাস, স্থাপত্য এবং প্রকৃতির এক অনন্য সংমিশ্রণ। চা বাগানের মধ্যে এর নির্জন অবস্থান এটিকে আরও রহস্যময় করে তুলেছে। পর্যটকদের জন্য, এটি একটি শান্ত এবং আধ্যাত্মিক পশ্চাদপসরণ, যেখানে তারা প্রকৃতির মাঝে ইতিহাসের স্পর্শ অনুভব করতে পারেন। সঠিক সংরক্ষণ এবং প্রচারের মাধ্যমে, এই গির্জাটি ডুয়ার্সের পর্যটন মানচিত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করতে পারে। তাই, আপনি যদি ডুয়ার্সে ভ্রমণের পরিকল্পনা করেন, তবে ছেলাবাড়ির এই প্রাচীন গির্জাটি আপনার তালিকায় অবশ্যই থাকা উচিত।

নিরিবিলিতে হারিয়ে যেতে চান? বাংলার এই অফবিট জায়গাগুলি একবার ঘুরে আসুন

দার্জিলিং, ডুয়ার্স, সিকিম, ভুটান, ছত্তিশগড়, রাজস্থান, গোয়া, কাশ্মীর

যাওয়ার টিকিট নিয়ে সমস্যা। অথচ কয়েকদিনের ছুটির কথা ভেবে একেবারে মন বেড়াতে যাই যাই করছে। কিন্তু যাবেন কোথায়? ঘুরে আসুন জঙ্গলমহলের নানা অফবিট ঠিকানায়। পুরুলিয়া থেকে সোজা ঝাড়গ্রাম। এমনকি দক্ষিণ বাঁকুড়াতেও লুকিয়ে রয়েছে অচেনা-অজানা নানা স্পট। তা তুলে ধরা এই লেখা-

পুরুলিয়া- ঝাড়খণ্ড ছুঁয়ে থাকা জঙ্গলমহলের এই জেলা এখন বেড়ানোর একেবারে হটস্পট। সাম্প্রতিককালে দার্জিলিংয়ে যে পরিমাণ পর্যটক আসছে পুরুলিয়া ও তার সঙ্গে রীতিমত পাল্লা দিচ্ছে। মূলত অযোধ্যা পাহাড় গড় পঞ্চকোটকে ঘিরেই। কারণ এই পাহাড়ের পাকদন্ডী পথ আর বর্ষার সৌন্দর্য কালিম্পং-কার্শিয়াং-র মতনই। মেঘ যেন কটেজে ধাক্কা খায়। আর গড় পঞ্চকোটের জঙ্গল যেন ডুয়ার্স। তাহলে কি আরও অন্যরকম অ্যাডভেঞ্চার। পুরুলিয়া হোটেল ও লজ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মোহিত লাটা বলেন, অযোধ্যা পাহাড়ের বিভিন্ন সাইট সিয়িং এখন পূর্ণাঙ্গ পর্যটন কেন্দ্র হয়ে গিয়েছে। যা আগে অফবিট ছিল। যেমন মুরগুমা, খয়রাবেড়া। এছাড়া রাজ্যের পর্যটন বিভাগের আওতায় থাকা বিভিন্ন গাইডের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন অফবিট সাইট সিয়িং উঠে এসেছে।

তাই শুধু অযোধ্যা হিলটপে না থেকে মুরগুমায় কয়েকটা দিন কাটিয়ে আসা যেতে পারে। এখানে যেমন সরকারি পর্যটক আবাস রয়েছে তেমনই বেসরকারি বিনিয়োগে একাধিক কটেজ আছে। ছয় ঋতুতে যেন ছটা রূপ মুরগুমার। সেই সঙ্গে অজস্র পাহাড়ি ঝর্ণা। এবার পুজো এগিয়ে আসায় আর বৃষ্টি না থামায় পুজোর পরেও ছুটিতে ওই ঝরনার রূপ দেখলে চোখ জুড়িয়ে যাবে পর্যটকদের।

একইভাবে খয়রাবেড়ার সবুজ ঘন জঙ্গল। সঙ্গে জলাধারে নীল জলরাশি প্রকৃতির কোলে হারিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। এখানেও রাজ্যের পর্যটন দপ্তরের লিজ প্রাপ্ত কটেজ আছে। এছাড়া বরাবাজারের ঝরনাকোচা, কংসাবতী জলাধার ছুঁয়ে মানবাজার দুই ব্লকের দুরগাডি। যেন ক্যানভাসে আঁকা ছবি। কটেজের জানলা থেকে নীল জলরাশি, পাখির ডাক ড বা একাই জঙ্গলে হাঁটতে হাঁটতে হারিয়ে যাওয়া। আবার ওই নীল জলরাশিতে পা ডুবিয়ে কত কি ভেবে ফেলা যায়। এখানেও রয়েছে সরকারি পর্যটক আবাস। বান্দোয়ান থেকে ঝাড়খণ্ডের গালুডি যাওয়ার পথে দুয়ারসিনি। বনদপ্তরের যেমন কটেজ রয়েছে তেমন একটু এগিয়ে থরকাদহে রাজ্যের পর্যটন দপ্তরের লিজ প্রাপ্ত কটেজ একেবারেই জঙ্গল ঘেঁষে। এই কটেজে রাত কাটানোর অ্যাডভেঞ্চার-ই আলাদা। তেমনই রয়েছে বলরামপুরের কুমারীকানন। নির্জন জঙ্গলের মধ্যে যেন নিজেকে খুঁজে পাবেন নতুন করে। এখানে রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের আওতায় থাকা সামগ্রিক অঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের অতিথি আবাস রয়েছে। একেবারে মাটির বাড়ি। খাওয়া-দাওয়াতেও মাটির ঘ্রাণ।

বাঁকুড়া- পর্যটনে ক্রমশই এগিয়ে আসছে দক্ষিণ বাঁকুড়া। পুরুলিয়ার বান্দোয়ান থেকে কুইলাপাল হয়ে একেবারে ওই জেলার সীমানায় দক্ষিণ বাঁকুড়ার বারিকুল থানার রানিবাঁধ ব্লকের তালেবেড়া। একেবারেই অফবিট। জলধারকে ঘিরে সবুজ বন। সেই সঙ্গে বোটিং। একেবারে মন ভালো করার ঠিকানা। এখানেও রয়েছে হোটেল। প্রায় দেড় কিমি দূরে পুরুলিয়ায় সেই সঙ্গে সামনে বাঁকুড়ায়। রানিবাঁধ ব্লকের সুতান জঙ্গল থেকে সারেঙ্গার বড়দি পাহাড়। কাঁসাই ছুঁয়ে একেবারে অফবিট পর্যটন কেন্দ্র। সেই সঙ্গে রায়পুরের সবুজ দ্বীপ। এখানেও পাশ দিয়ে বয়ে গিয়েছে কাঁসাই। এই অফবিটে রাত কাটানোর কোন সমস্যা নেই। একাধিক পর্যটক আবাস রয়েছে।

ঝাড়গ্রাম-আরেক বনমহল ঝাড়গ্রাম। জঙ্গলমহলের জেলা অথচ বীরভূমের মতো অনেকটা লালমাটি। পুরুলিয়া ও দক্ষিণ বাঁকুড়ার সমতলের সঙ্গে অনেকটাই মিল। এখানেও লুকিয়ে আছে অফবিট। কাঁকড়াঝোড়-বেলপাহাড়ি। হোমস্টে থেকে শুরু করে পর্যটক আবাসের অভাব নেই। আছে কলাবনি, সুবর্ণরেখা ছুঁয়ে হাতিবাড়ি। নিঝুম জঙ্গলে এক অন্যরকম পর্যটন এই বনমহলে। তবে সাবধানবাণী একটাই বেলপাহাড়ি-কাঁকড়াঝোড়ের অফবিটে গেলে একটু সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। বনবিভাগের অনুমতি নিয়ে তবেই জঙ্গলে ঘোরা

পাকিস্তানকে অত্যাধুনিক ক্ষেপণাস্ত্র দিচ্ছে আমেরিকা, শক্তিশালী করতে তৎপর ট্রাম্প!

৮ অক্টোবর ঃ ভারতের সঙ্গে সংঘাত আবহে আমেরিকার হাত ধরে নিজেদের শক্তি বা।াতে তপর পাকিস্তান। জানা যাচ্ছে, ভারতের মার সামলাতে এবার আমেরিকার অত্যাধুনিক এয়ার টু এয়ার মিসাইল AMRAAM কিনতে চলেছে

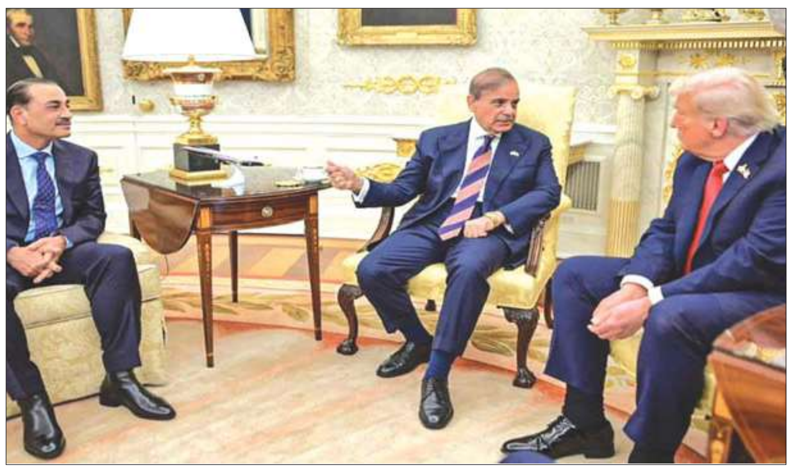

ইসলামাবাদ। সম্প্রতি হোয়াইট হাউসে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ ও সেনাপ্রধান আসিম মুনিরের সঙ্গে সাক্ষাতের পর প্রকাশ্যে এসেছে এই চুক্তি। সংবাদমাধ্যম সূত্রের খবর, আমেরিকার সঙ্গে পাকিস্তানের দহরম-মহরমের মাঝেই মার্কিন যুদ্ধবিভাগের একটি অস্ত্র চুক্তির রিপোর্ট সামনে সামনে এসেছে। যেখানে আমেরিকার AIM-120 অ্যাডভান্সড মিডিয়াম-রেঞ্জ এয়ার-টু-এয়ার মিসাইল কিনছে পাকিস্তান। এই চুক্তির মাধ্যমে এই মিসাইল প্রস্তুতকারী সংস্থা রেথিয়ন ইতিমধ্যেই ৪১.৬ মিলিয়ন ডলার পেয়েছে। জানা যাচ্ছে, এই চুক্তির ২.৫১ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি। এই চুক্তিতে ব্রিটেন, জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া, জাপান এবং সৌদি আরব-সহ আরও বেশ কয়েকটি দেশ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অর্থা এই দেশগুলিও আমেরিকার থেকে ওই ক্ষেপণাস্ত্র কিনছে। চুক্তির ভিত্তিতে ২০৩০ সালের মে মাসের মধ্যে দেশগুলির হাতে তুলে দেওয়া হবে ক্ষেপণাস্ত্র। যদিও পাকিস্তান ঠিক কতগুলি AMRAAM ক্ষেপণাস্ত্র কিনছে তা এখনও স্পষ্ট নয়। উল্লেখ্য, অপারেশন সিঁদুরের পর ভারতের হাতে জোরালো চড় খেয়ে আমেরিকার কোলে বসেছেন পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ ও সেনাপ্রধান মুনির। নিজেদের খনিজ সম্পদ আমেরিকার হাতে তুলে দিতে একের পর এক চুক্তি করেছে দুই দেশ। নিজেদের বিরল খনিজের প্রথম চালানও আমেরিকাকে পাঠিয়েছে তারা। এই অবস্থায় আমেরিকার ছত্রছায়ায় থেকে নিজেদের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করতে চাইছে পাকিস্তান। ভারতের সঙ্গে লড়াইয়ে এঁটে উঠতে পাকিস্তানের এই তৎপরতা অবশ্য নজর এড়াচ্ছে না নয়াদিল্লির।এদিকে পাকিস্তানের পাশাপাশি সামরিক শক্তি বৃদ্ধিতে পিছিয়ে নেই বাংলাদেশও। জানা যাচ্ছে, ২.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচে বাংলাদেশ চিনের থেকে ২০টি J-10CE যুদ্ধবিমান কিনতে চলেছে। বাংলাদেশের উপদেষ্টা সরকারের তরফে এ বিষয়ে কিছু না জানানো হলেও সংবাদমাধ্যম সূত্রের খবর, চিনের সঙ্গে বাংলাদেশের এই চুক্তিতে পাইলটদের প্রশিক্ষণ, রক্ষনাবেক্ষণ ও অন্যান্য ব্যয়ও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। জানা যাচ্ছে, বাংলাদেশ বায়ুসেনাকে আধুনিকরণের লক্ষ্যে ২০২৬-২৭ সালের মধ্যে এই বিমান বাংলাদেশ বায়ুসেনার অন্তর্ভুক্ত হবে।

বৃষ্টিতেই জলমগ্ন রাজধানী আগরতলার

আগরতলা, ৮ অক্টোবর (হি.স.)ঃ রাজধানী আগরতলা শহরে বুধবার দুপুরে একঘন্টার বৃষ্টিতেই জলমগ্ন হয়ে পড়ছে একাধিক এলাকা। নাগরিকদের চরম দুর্ভোগের সৃষ্টি হয়েছে। শহরের বিভিন্ন রাস্তায় জল জমে যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটছে। জানা গেছে, বর্তমানে ‘ সিটি’ প্রকল্পের আওতায় শহরের বিভিন্ন রাস্তায় ড্রেন নির্মাণের কাজ চলছে। তবে কাজ চলাকালীন পুরোনো ড্রেন বন্ধ হওয়ায় .

Name Change

I, Md Musta Haque Sk (Old Name) S/O–Nasiruddin Mandal resident of Vill-Majhira , Po-Gobindapur , Ps-Berhampore , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742405 do hereby declared that I have changed my name from Md Musta Haque Sk to Md Mosta Haque and henceforth I shall be known as Md Mosta Haque (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 26/09/2025. My name Md Mosta Haque & Md Musta Haque Sk both are same and one identical person.

Name Change

I, Monibur Rahman (Old Name) S/O–Altafur Rahaman resident of Vill & Po-Kantagoria, Ps-Nalhati , Dist-Birbhum , West Bengal, Pin-731237 do hereby declared that I have changed my name from Monibur Rahman to Manibur Rahaman and henceforth I shall be known as Manibur Rahaman (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Magistrate affidavit Rampurhat court on 16/09/2025. My name Manibur Rahaman & Monibur Rahman both are same and one identical person.

Name Change

I, Murtuj Ali , my father's (Old Name) Late- Badsha resident of Vill- Gobidapur , Po-Gobinpuu , Ps-Berhampore , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742405 do hereby declared that I have changed my father's name from Badsha to Badsha Saikh and henceforth my father's name shall be known as Badsha Saikh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 11/08/2025. My father's name Badsha Saikh & Badsha both are same and one identical person.

Name Change

I, Hosain Shaikh (Old Name) S/O–Abai Seikh resident of Vill-Kandra , Po- Salar, Ps-Salar , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742401 do hereby declared that I have changed my name from Hosain Shaikh to Hossain Seikh and henceforth I shall be known as Hossain Seikh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 26/09/2025. My name Hossain Seikh & Hosain Shaikh both are same and one identical person.

Name Change

I, Martoja Seikh (Old Name) S/O–Badsha Saikh resident of Vill- Gobidapur , Po-Gobinpuu , Ps-Berhampore , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742405 do hereby declared that I have changed my name from Martoja Seikh to Murtuj Ali and henceforth I shall be known as Murtuj Ali (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 11/08/2025. My name Murtuj Ali & Martoja Seikh both are same and one identical person.

Name Change

I, Md Fahim Mujtaba (Old Name) S/O–Habibur Rahaman resident of Vill-Boncha Danga , Po- Jagaipur, Ps-Nowda , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742121 do hereby declared that I have changed my name from Md Fahim Mujtaba to Fahim Mujtaba and henceforth I shall be known as Fahim Mujtaba (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 26/09/2025. My name Fahim Mujtaba & Md Fahim Mujtaba both are same and one identical person.

Name Change

I, Badrul Alam Sk (Old Name) S/O–Md Mastabari Sekh resident of Kashipur, Ps-Rejinagar , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin- 742189 do hereby declared that I have changed my name from Badrul Alam Sk to Md Badrul Alam Sekh and henceforth I shall be known as Md Badrul Alam Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 26/09/2025. My name Md Badrul Alam Sekh & Badrul Alam Sk both are same and one identical person.

Name Change

I, Zorina Bibi (Old Name) W/O–Osman Gani resident of Vill- Paliya Mukundapur , Po- Durgapur, Ps-Berhampore , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin- 742187 do hereby declared that I have changed my name from Zorina Bibi to Jarina Bibi and henceforth I shall be known as Jarina Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 26/09/2025. My name Jarina Bibi & Zorina Bibi both are same and one identical person.

Name Change

I, Hazi Md Jiaur Rahaman & Md Ziaur Rahman & Ziaur Rahman (Old Name) S/O–Khaled Mia resident of Vill-Boncha Danga , Po- Jagaipur, Ps-Nowda , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742121 do hereby declared that I have changed my name from Hazi Md Jiaur Rahaman & Md Ziaur Rahman & Ziaur Rahman to Md Jiaur Rahaman and henceforth I shall be known as Md Jiaur Rahaman (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 26/09/2025. My name Md Jiaur Rahaman (new name) & (old Name) Hazi Md Jiaur Rahaman & Md Ziaur Rahman & Ziaur Rahman both are same and one identical person.

Name Change

I, Gofur Sk (Old Name) S/O–Mansur Ali resident of Vill- Purba Chandpur , Po-Jalalpur , Ps-Kaliachak , Dist-Malda , West Bengal, Pin- 732206 do hereby declared that I have changed my name from Gofur Sk to Md Gafur Sk and henceforth I shall be known as Md Gafur Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 26/09/2025. My name Md Gafur Sk & Gofur Sk both are same and one identical person.

Name Change

I ,MANISH BINANI (OLD NAME) S/O SURAJ RATAN BINANI , RESIDING AT,CLUB TOWN, BLOCK – 4/4C, V,I,P ROAD, TEGHARIA RAJARHAT GOPALPUR (M) , N.24.PGS. – 700052,W.B, INDIA , HAVE CHANGED MY AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MANISH KUMAR BINANI (NEW NAME) , AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA , DATED 8/10/2025 MANISH KUMAR BINANI (NEW NAME) MANISH BINANI (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND INDENTICL PERSON,

Name Change

I, Noman Seikh (Old Name) S/O–Najimuddin Sk resident of Vill- Parbatipur , Po-Purandarpur , Ps-Kandi , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742171 do hereby declared that I have changed my name from Noman Seikh to Numan Sk and henceforth I shall be known as Numan Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 26/09/2025. My name Numan Sk & Noman Seikh both are same and one identical person.

Name Change

I, Chaina Bibi, my son's Sadijul Sk (Old Name) S/O–Late Kamar Ali Sk resident of Vill- Chnadrasinghabati , Po-Kandi Balia , Ps-Khargram , Dist-Murshidabad , West Bengal, do hereby declared that my son's have changed his name from Sadijul Sk to Sabijul Sk and henceforth my son's name shall be known as Sabijul Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 08/08/2025. My son's name Sabijul Sk & Sadijul Sk both are same and one identical person.

Name Change

I, UTPALA MAJUMDAR (Old Name) W/O Late SUBHAS MAZUMDER Residing at H No-10/3/A, Ghola Kachari Road, Surya Sen Pally, P.O.-Kazipara, P.S.-Barasat, District - North 24 Parganas, Pin - 700125 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as UTPALA MAZUMDER (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit dated 08-10-2025. UTPALA MAJUMDAR (Old Name) and UTPALA MAZUMDER (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Md Osman Goni (Old Name) S/O–Abu Bakkar Sk resident of Vill-Paliya Mukundapur , Po- Durgapur, Ps-Berhampore , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin- 742187 do hereby declared that I have changed my name from Md Osman Goni to Osman Gani and henceforth I shall be known as Osman Gani (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 26/09/2025. My name Osman Gani & Md Osman Goni both are same and one identical person.

Name Change

I, Md Asaduzzamam (Old Name) S/O–Mahammad Ali resident of Vill- Topidanda , Po-Kolan Radhakantapur , Ps-Ranitala , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742123 do hereby declared that I have changed my name from Md Asaduzzamam to Asaduzzaman and henceforth I shall be known as Asaduzzaman (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 26/09/2025. My name Asaduzzaman & Md Asaduzzamam both are same and one identical person.

Name Change

I, SAKILA BEGUM W/o SK. Jahangir residing at Vill.-Jalakandua, P.O.-Paniarah, P.S.-Panchla, Dist.-Howrah-711302 West Bengal, India do hereby declare my actual name SAKILA BEGUM instead of MANSURA BEGUM which is wrongly recorded in my Son MD Said Sk's Birth Certificate (Reg. No. 83/06, Dt. 10.02.2006), vide an affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate 1st Class, Howrah on dated 22/09/2025. SAKILA BEGUM and MANSURA BEGUM both are same and one identical person.

Name Change

I, Panjatan Hossain (Old Name) S/O–Umar Ali resident of Vill-Samsia , Po-Nahit , Ps-Kushmandi , Dist-South Dinajpur , West Bengal, Pin-733132 do hereby declared that I have changed my name from Panjatan Hossain to Panjatan Hosen and henceforth I shall be known as Panjatan Hosen (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 26/09/2025. My name Panjatan Hosen & Panjatan Hossain both are same and one identical person.

Name Change

I, Sijil Hoque Sk (Old Name) S/O–Uhab Sk resident of Vill- Sardanga , Po-Harishchandrapur , Ps-Bharatpur , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742161 do hereby declared that I have changed my name from Sijil Hoque Sk to Sijil Haque Sk and henceforth I shall be known as Sijil Haque Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 26/09/2025. My name Sijil Haque Sk & Sijil Hoque Sk both are same and one identical person.

Name Change

I, SAKILA BEGUM W/o SK. Jahangir residing at Vill.-Jalakandua, P.O.-Paniarah, P.S.-Panchla, Dist.-Howrah-711302 West Bengal, India do hereby declare my actual name SAKILA BEGUM instead of MANSURA BEGUM which is wrongly recorded in my daughter Rohima Khatun's Birth Certificate (Reg. No. 320/04, Dt. 20.10.2006), vide an affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate 1st Class, Howrah on dated 22/09/2025. SAKILA BEGUM and MANSURA BEGUM both are same and one identi-

Name Change

I, Rahima Bibi (Old Name) W/O–Habibur Rahaman resident of Vill-Boncha Danga , Po- Jagaipur, Ps-Nowda , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742121 do hereby declared that I have changed my name from Rahima Bibi to Rahima Khatun and henceforth I shall be known as Rahima Khatun (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 26/09/2025. My name Rahima Khatun & Rahima Bibi both are same and one identical person.

Name Change

I, Suraj Dalui (Old Name) S/O- Gour Dalui resident of Dabkai, Karnasubarna, Berhampore, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin- 742405 do hereby declared that I have changed my name from Suraj Dalui to Suroj Dalui and henceforth I shall be known as Suroj Dalui (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 26/09/2025. My name Suroj Dalui & Suraj Dalui both are same and one identical person.

Name Change

I, NOZRUL ISLAM MOLLAH (OLD NAME) S/O LATE JIKRIYA MOLLAH , RESIDING AT,VILL & P.O – DHULAGARI , P.S – SANKRAIL , HOWRAH – 711302 , W.B, INDIA , HAVE CHANGED MY AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NAZRUL ISLAM MOLLAH(NEW NAME) , AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA , DATED 8/10/2025 NAZRUL ISLAM MOLLAH (NEW NAME) NOZRUL ISLAM MOLLAH (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND INDENTICL PERSON,

Name Change

I, Siddik Sheikh & Siddik Shaikh (Old Name) S/O– Zari Sk resident of Vill-Pratapnagar , Po-Topla , Ps-Tehatta , Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741165 do hereby declared that I have changed my name from Siddik Sheikh & Siddik Shaikh to Siddique Sk and henceforth I shall be known as Siddique Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 26/09/2025. My name Siddique Sk (new name) & (old name) Siddik Sheikh & Siddik Shaikh both are same and one identical person.

Name Change

I, Altafur Rahman (Old Name) S/O–Abdul Mannan resident of Vill & Po-Kantagoria, Ps-Nalhati , Dist-Birbhum , West Bengal, Pin-731237 do hereby declared that I have changed my name from Altafur Rahman to Altafur Rahaman and henceforth I shall be known as Altafur Rahaman (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Magistrate affidavit Rampurhat court on 16/09/2025. My name Altafur Rahaman & Altafur Rahman both are same and one identical person.

Name Change

I, Morjina Bibi (Old Name) W/O–Sadirul Islam resident of Vill-Kantabari , Po-Kazipara , Ps-Jalangi , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742306 do hereby declared that I have changed my name from Morjina Bibi to Marjina Bibi and henceforth I shall be known as Marjina Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 26/09/2025. My name Marjina Bibi & Morjina Bibi both are same and one identical person.

Name Change

I, Abbash Ali Biswas (Old Name) S/O–Ajbar Ali Biswas residing at Vill-Bablabona, Po-P T Rasulpur, PS-Domkal , Murshidabad, West Bengal 742303 do hereby declared that I have changed my name from Abbash Ali Biswas to Abbas Ali Biswas and henceforth I shall be known as Abbas Ali Biswas (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 26/09/2025. My name Abbas Ali Biswas & Abbash Ali Biswas both are same and one identical person.

Name Change

I, MEHERUN BIBI (Old Name) W/O GOLTU ALI KHAN Residing at Darua Uttardarua, P.S.-Kathi, District - East Medinipur, Pin - 721401 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as MAHIRUN BIBI (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit dated 08-10-2025. MEHERUN BIBI (Old Name) and MAHIRUN BIBI (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Hanif Mohammed (old name) S/o Late Sk Kalloo, residing at 35/1L Topsia Road Ps.Tiljala Kolkata,Pin-700039, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Md Hanif (new name), as declared Before The Notary Public at Kolkata, vide an affidavit dated 07/10/2025. Md Hanif (new name) and Hanif Mohammed (old name) both are same and one identical person.

Name Change

I, NAZIMA BEGUM SK W/o SK. Meheraj residing at Majid Tala, 1 no. Moukhali Sekh Para, P.O.-G.I.P Colony, Dist. Howrah, Pin-711112 West Bengal, India do hereby declare my actual name NAZIMA BEGUM SK instead of NAJIMA BEGUM which is wrongly recorded in my son Sk Abdul Wahed's Birth Certificate, vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class, Alipore on dated 15/09/2025. NAZIMA BEGUM SK and NAJIMA BEGUM both are same and one identical person.

Name Change

I, SK MAHERAJ UDDIN residing at Majid Tala, 1 no. Moukhali Sekh Para, P.O.-G.I.P Colony, Dist. Howrah, Pin-711112 West Bengal, India do hereby declare my actual name SK MAHERAJ UDDIN instead of SK MEHERAJ which is wrongly recorded in my son Sk Abdul Wahed's Birth Certificate, vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class, Alipore on dated 15/09/2025. SK MEHERAJ and SK MAHERAJ UDDIN both are same and one identical person.

Name Change

I, Monirul Islam SK S/o Late Abdul Khayer Sk residing at Dharsaboro Mallickpara, P.O. Baltikuri, P.S. Dasnagar, Dist. Howrah-711113 West Bengal, India do hereby declare my actual name Monirul Islam SK instead of Sk. Monirul, vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class, Howrah on dated 15/09/2025. Monirul Islam SK and Sk. Monirul both are same and one identical person.

Name Change

I, FATEMA BEGUM LASKAR W/o Monirul Laskar residing at Vill Munshi Danga Purba Sardar Para, P.O. Bankra, P.S. Domjur, Dist. Howrah-711403 West Bengal, India do hereby declare my actual name FATEMA BEGUM LASKAR instead of FATEMA BEGUM and my daughter's actual name FIZA KHATUN instead of FIZA, vide an affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate 1st Class, Howrah on dated 24/09/2025. FATEMA BEGUM LASKAR and FATEMA BEGUM both are same and one identical person along with FIZA KHATUN and FIZA both are same and one identical person.

Name Change

I, FARJANA SARDAR W/o Keya Parvez Sardar residing at Natibpur Koley Para, P.O.-Kolora, P.S. Domjur, Dist.Howrah-711411 West Bengal, India do hereby declare my actual name FARJANA SARDAR instead of FARJANA KHATUN which is wrongly recorded in my daughter ANAYA SARDAR's Birth Certificate, vide an affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate 1st Class, Howrah on dated 22/09/2025. FARJANA SARDAR and FARJANA KHATUN both are same and one identical person.

Name Change

I, Sk Jaballah Ahmed (Old Name) S/o Nasir Ahmad Residing at Z-3/103/B/5, Jelia Para Road, P.o - Badartala, P.s - Nadial, District - Kolkata, Pin - 700044 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Sk Zabiullah (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 08-10-2025. Sk Jaballah Ahmed (Old Name) and Sk Zabiullah (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Md Suhail Bin Ameen alias Suhail Bin Ameen (Old Name) S/o Md Ameen Residing at Greenfield City, BLK-04, FL No - 9F, Joth Shivrampur, P.o+P.s - Maheshtala, District - South 24 Parganas, Pin - 700141 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Mohammed Suhail Bin Ameen (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 08-10-2025. Md Suhail Bin Ameen, Suhail Bin Ameen (Old Name) and Mohammed Suhail Bin Ameen (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Rasida Bibi Jamadar (Old Name) W/o Ruhul Amin Jamadar Residing at Sarisha, P.o - Sarisha, Diamond Harbour-II, District - South 24 Parganas, Pin - 743368 West Bengal India Have Changed my name and shall henceforth be known as Rasida Bibi (New Name) as declared before the Kolkata vide affidavit Date 08-10-2025. Rasida Bibi Jamadar (Old Name) and Rasida Bibi (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Mostafa Halder (Old Name) S/o Late Abdus Samad Halder Residing at Vill - Beta, P.o - Sinhet, P.s - Dadpur, District- Hooghly, Pin - 712305, West Bengal India have Changed my name and shall henceforth be known as Md Mostafa Halder (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 22/2025 Dated 08-10-2025. Mostafa Halder (Old Name) and Md Mostafa Halder (New Name) both are same and one identical person.

দার্জিলিংয়ে ধসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ২১! এলাকা পরিদর্শনে কিরণ রিজিজু

নিজস্ব প্রতিনিধি, দার্জিলিং, ৮ অক্টোবর ঃ দার্জিলিংয়ে ধস! মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ২১! আজ, বুধবার একটি মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। বিজনবাড়িতে ছোটো রঙ্গীত নদীতে ভেসে আসে মৃতদেহ। এখনও পরিচয় জানা যায়নি। বিজনবাড়িতে ক্ষতিগ্রস্ত লোহার সেতু। চিংথু এবং পুলবাজার-বিজনবাড়ির মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। বহুবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত। এলাকা পরিদর্শনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরণ রিজিজু। সঙ্গে ছিলেন সাংসদ রাজু বিস্তা। ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে কথা বলে পাশে থাকার আশ্বাস। এই সময় রাজনীতি নয়। একযোগে কাজ করতে হবে। ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত দার্জিলিংয়ের পুলবাজার-বিজনবাড়ি। ছোটো রঙ্গীত নদী ঘেঁষা এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত। ভেঙেছে ঘর। ইতিউতি ছড়িয়ে ছিটিয়ে ঘরের আসবাব। উনুন ভেঙে পড়েছে। দুশ্চিন্তা গ্রামজুড়ে। তাদের দাবি, অবিলম্বে অন্যত্র সরানো হোক তাদের। এক রাতের বৃষ্টিতে দার্জিলিঙের পরিস্থিতি ভয়াবহ। একাধিক রাস্তায় ধস নেমে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। আটকে পড়েছেন পর্যটকেরা। সিকিম এবং কালিম্পঙের সঙ্গে যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে বলে জানিয়েছেন প্রশাসন। উদ্ধারকাজ চলছে। উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি হবে, আগেই জানিয়েছিল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। দার্জিলিংয়ে অতি ভারী বর্ষণের সতর্কতা জারি করা হয়েছিল। সেইমতো শনিবার রাত থেকে বৃষ্টি শুরু হয়। সকাল পর্যন্ত টানা বর্ষণে বিপর্যয় ঘটে গিয়েছে। তিস্তার জল বেড়ে উঠে এসেছে জাতীয় সড়কে। তিস্তাবাজারের কাছে ২৯ মাইল ভালুখোলায় তিস্তার জল উঠে বন্ধ হয়ে গিয়েছে ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। এ ছাড়া, রাতে মিরিক এবং দুধিয়ার মাঝের লোহার সেতুর একাংশ বৃষ্টিতে ভেঙে গেছে। তার ফলে শিলিগুড়ি থেকে মিরিকের যোগাযোগ বন্ধ। এমনকি, দার্জিলিং শহরের সঙ্গেও যোগাযোগ বিঘ্নিত হয়েছে, যা বেশ বিরল।

নাইটামাল পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গ্রামগুলিতে দুর্গা বন্দনা হয় না, হয় লক্ষ্মীপুজো

নিজস্ব প্রতিনিধি, তারকেশ্বর, ৮ অক্টোবর ঃ এক সপ্তাহ ধরে চলে লক্ষ্মীর আরাধনা। পুজোর পাশাপাশি এক সপ্তাহ ধরেই চলে ঐতিহ্যবাহী রানাবাঁধের মেলা। হাজার হাজার মানুষের ঢল নামে এই কয়েকটা দিন। সব কিছু ভুলে মানুষ আনন্দে মেতে থাকেন লক্ষ্মীর আরাধনায়। তারকেশ্বরের নাইটামাল পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গ্রামগুলিতে দুর্গা বন্দনা হয় না। দুর্গা পুজোর পরে এ বার থিমের বৈচিত্র লক্ষ্মী পুজোতেও। তারকেশ্বরের রানাবাঁধ ও বেলবাঁধ এলাকার মানুষ লক্ষ্মীর আরাধনাতেই মাতোয়ারা হন। আলোকসজ্জা আর থিমের বৈচিত্রে তারকেশ্বরের এই এলাকা বিখ্যাত। কৃষিপ্রধান এলাকা হওয়ায়, লক্ষ্মীর বন্দনাতেই মেতে ওঠেন এই এলাকার সাধারণ মানুষ। মূলত তারকেশ্বরের জগন্নাথপুর, রানাবাঁধ, বেলবাঁধ এলাকায় দুর্গা পুজোর আয়োজন হয় না বললেই চলে। বাড়ি বাড়ি লক্ষ্মীর আরাধনায় যেমন মেতে ওঠেন মানুষ, অন্য দিকে, এই এলাকার ক্লাবগুলিও লক্ষ্মী পুজো করে আসছে বিগত প্রায় ৫০ বছর ধরে। এই এলাকায় প্রায় ১৬টি পুজোর আয়োজন হয় ক্লাবের উদ্যোগে এবং প্রতিটি পুজো মণ্ডপেই লক্ষ করা যায় থিমের বৈচিত্র্য। সব ক্লাবের পুজো মণ্ডপ থেকেই একাধিক সামাজিক সচেতনতার বার্তা দেওয়া হয়েছে এ বারও। বিগত কয়েক বছর ধরে এই এলাকার লক্ষ্মী পুজোয় থিমের বৈচিত্র এতটাই আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে যে, শুধু হুগলি জেলাই নয়, পার্শ্ববর্তী জেলা হাওড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, বর্ধমান-সহ বেশ কয়েকটি জেলা থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগম হয়। সাত দিন ধরে চলে মেলা। মেলা সুষ্ঠু ভাবে হওয়ার জন্য তারকেশ্বর থানার পুলিশ যথেষ্ট কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থাও রেখেছে। এখানকার নাইটামাল পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ প্রধান শেখ আক্রাস বলেন, 'এখানকার অন্যতম আকর্ষণীয় উৎসব হলো দেবী কমলার আরাধনা। দুর্গা পুজোর পরিবর্তে এখানে লক্ষ্মী পুজোয় মাতেন অগণিত মানুষ।' হুগলি গ্রামীণের পুলিশ সুপার কামনাশিস সেন বলেন, 'বছরের মতো এ বারেও পুলিশ যথেষ্ট ব্যবস্থা নিয়েছে। রানাবাঁধ এলাকার লক্ষ্মীপুজোয় যথেষ্ট ভিড় হয়। অনেকগুলো পুজো হয়। তাই নিরাপত্তার দিকটাও আঁটোসাঁটো করা হয়েছে।'

স্ত্রী-পুত্রের গলা কেটে আত্মঘাতী যুবক, এলাকায় চাঞ্চল্য! তদন্তে নেমেছে পুলিশ

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ৮ অক্টোবর ঃ অন্য পুরুষের সঙ্গে স্ত্রীর অবৈধ সম্পর্ক রয়েছে, এই সন্দেহে স্ত্রী ও নিজের নাবালক সন্তানকে খুন করে আত্মঘাতী হলেন এক ব্যক্তি। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার গভীর রাতে

মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা থানার অন্তর্গত আন্দিরণ হালদারপাড়ায়। বেলডাঙা থানার পুলিশ ইতিমধ্যে তিনটি দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত ব্যক্তিদের নাম সঞ্জিত হালদার (৩৬), মৌসুমী হালদার (২৮), এবং তাদের সন্তান রায়হান হালদার (৭)। রায়হান আন্দিরণ প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রথম শ্রেণীর ছাত্র ছিল। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বেশ কয়েক বছর আগে বেলডাঙা থানার নিশ্চিন্তপুরের বাসিন্দা মৌসুমির সঙ্গে সঞ্জিতের বিয়ে হয়। কিন্তু প্রায়শই ওই দম্পতির মধ্যে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গন্ডগোল হতো। মঙ্গলবার সন্ধ্যেবেলায় ওই দম্পতির মধ্যে কিছু গন্ডগোল হওয়ার পর রাতে দু'জনে একই ঘরে ঘুমাতে চলে যায়। বুধবার সকালে সঞ্জিতের বাড়ির লোকেরা দেখতে পান ওই ঘরের মধ্যে সিলিং ফ্যান থেকে সঞ্জিতের দেহ ঝুলছে। এরপর সঞ্জিতের মা চিৎকার শুরু করলে পাড়ার লোকেরা ঘরের মধ্যে ঢুকে মৌসুমী এবং রায়হানের রক্তাক্ত দেহ খাটের মধ্যে পড়ে থাকতে দেখেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৌসুমী এবং রায়হানকে প্রথমে হাতুড়ি দিয়ে মাথায় আঘাত করে সঞ্জিত খুন করে। এরপর তাদের মৃত্যু নিশ্চিত করার জন্য করাত দিয়ে গলা কেটে দেয়। এরপর সঞ্জিত নিজেই ঘরের মধ্যে আত্মঘাতী হয়। ইতিমধ্যে পুলিশ হত্যার জন্য ব্যবহৃত হাতুড়ি এবং করাত উদ্ধার করেছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, মৌসুমির অন্য পুরুষের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক রয়েছে এই সন্দেহ থেকেই সঞ্জিত স্ত্রীকে খুন করেছে। মৃত সঞ্জিতের দিদি শিবানী মন্ডল বলেন, আমার বৌদি এর আগেও দু' একবার অন্য এক পুরুষের সঙ্গে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। গত দু'দিন আগে সে বাড়িতে ফিরে আসে। বুধবার সকালে ঘরের মধ্যে ভাই, বৌদি এবং তাদের ছেলের দেহ আমরা দেখতে পাই। আমাদের ধারণা ভাই এবং বৌদির মধ্যে কোনও অশান্তির জন্যই এই খুনের ঘটনা ঘটেছে। মৃতের প্রতিবেশী মঙ্গল হালদার বলেন, ওই দম্পতির মধ্যে মাঝেমধ্যেই গন্ডগোল হতো। গতকাল রাতের বেলায় সকলেই তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়েছিল। আজ সকালে আমরা ওই দম্পতির ঘর খোলা দেখতে পাই। রাতে ওই দম্পতির ঘরে কী হয়েছে আমাদের কোনও ধারণা নেই। তিনি বলেন, 'ওই দম্পতির ঘরে একটি ফ্যান খারাপ থাকায় তা থেকে প্রচন্ড জোরে আওয়াজ হয়। তার ফলে রাতের বেলায় যদি চিৎকার চেঁচামেচি হয়েও থাকে তা আমরা কিছুই শুনতে পাইনি।'

দীর্ঘ সাত বছর পার, শ্মশানঘাটে আলো ও জলের ব্যবস্থা এখনও নেই বলে অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ দিনাজপুর, ৭ অক্টোবর ঃ ভোট আসে ভোট যায়, নেতারা শুধুমাত্র প্রতিশ্রুতি দিয়ে যায়। কিন্তু সেই কাজ হয় না। অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। শবদেহ দাহ করার জন্য যে চুল্লি তৈরি করা হয়েছে সেই চুল্লির একপ্রকার সমাধি ঘটেছে। প্রায় সাত বছর আগে বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষদের সুবিধার্থে দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট ব্লকের বোয়ালদা গ্রাম পঞ্চায়েতের কাশিযাড়াঙ্গা খারির পাশে সরকারি জমিতেই সেই চুল্লি তৈরি করা হয়। কিন্তু সাত বছর পেরিয়ে যাওয়ার পরেও সেই চুল্লির জন্য পর্যাপ্ত আলো কিংবা জলের ব্যবস্থা আজও হয়নি। এর ফলে দিনের বেলা তেমন কোনও সমস্যা না হলেও রাতের অন্ধকারে মৃতদেহ সৎকার করতে ব্যাপক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থার জন্য জেনারেটর পর্যন্ত ভাড়া করতে হয়। এমনকি কোনও পরিবার জেনারেটর ভাড়া যদি না করতে পারে তাহলে তাদের মোটর বাইকের হেডলাইটের আলো জ্বালিয়ে সৎকারের কাজ করতে হয়। সূত্রের খবর, ২০১৭-১৮ সালে পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে একটি চুল্লি নির্মাণ করা হয় স্থানীয় বাসিন্দাদের সুবিধার্থে।

দীর্ঘদিন ধরে এলাকার মানুষ অস্থায়ীভাবে চুল্লি তৈরি করে খারির ধারে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় মৃতদেহ সৎকার করে আসছে। এরপরেই পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে চুল্লি তৈরি করে দেওয়া হয়। ঝা-চকচকে চুল্লির উপরে দেওয়া হয় টিনের সেটও কিন্তু বিদ্যুৎ বা জলের ব্যবস্থা কিছুই হয়নি। এরই মাঝে বনদফতর ওই চুল্লি চালু করতে বাঁধা দেয়। তাদের দাবি ছিল, এই জমি বনদফতরের এবং বনদফতরকে না জানিয়ে এই ধরনের কোন কাঠামো তৈরি করা যায় না। বনদফতরের বাঁধা দেওয়ার পর চুল্লি তৈরি হলেও তা উদ্বোধন করা যায়নি এখনও পর্যন্ত। গ্রামের মানুষকে ঝড়, জল, বৃষ্টিতে খারির পাশেই অস্থায়ী চুল্লি বানিয়ে মৃতদেহ সৎকার করতে হয়। একাধিকবার বিভিন্ন জায়গায় জানানো হয়েছে, কিন্তু কাজের কাজ হয়নি। এই চুল্লি চালু হলে আসইর, নারায়নপুর, শীবরামবাটী, ভারান্ডা, রায়ধারা, ভাইরাম পাড়া, ধরাইল, রাজুয়ার-সহ প্রায় ১০-১২টি গ্রামের সাধারণ মানুষ উপকৃত হবেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, দ্রুত এই চুল্লি উদ্বোধন করে সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে সমর্পণ করা হোক। শুধু তাই নয়, এখানে জল-সহ বিদ্যুৎ এবং মাথার উপরের সেড ইত্যাদিরও দ্রুত প্রয়োজন। এইগুলি মিটিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হোক।

প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত বেগুন চাষ, নষ্ঠ ৮০০ বিঘা জমির ফসল! ক্ষতির মুখে কৃষকরা

তরুণ রায়, আলিপুরদুয়ার, ৮ অক্টোবর ঃ প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত আলিপুরদুয়ার জেলার বেগুন চাষ। ৮০০ বিঘা জমির বেগুন নষ্ট হয়েছে কৃষকদের। মাথায় হাত তাঁদের। এত বড় ক্ষতির মুখ দেখলেন তারা, যা ভাবলেই চোখ, মুখ অন্ধকারে ঢেকে আসছে তাঁদের। শীতকালীন সবজি বেগুন চাষ তাঁদের ভাল চলছিল বলে জানিয়েছেন কৃষকরা, তবে বন্যার কারণে সব নষ্ট হয়ে গেল। গত শনিবার রাত থেকে রবিবার সকাল পর্যন্ত বৃষ্টি হওয়ার ফলে বন্যা দেখা গিয়েছিল ডুয়ার্স জুড়ে। নদীর জল বইছিল বিপদসীমার ওপর দিয়ে। যদিও বৃষ্টি থামতেই কমেছে নদীর জল। কিন্তু চাষের জমির পরিস্থিতি বেহাল। হাঁটু সমান কাদা সেখানে জমে রয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত সবচাইতে বেশি হয়েছে বেগুন ক্ষেত। আলিপুরদুয়ার এক ব্লকে হয়েছিল বেগুন চাষ। প্রায় ৮০০ বিঘা জমিতে ৭ লক্ষ টাকার বেগুনের চারা রোপণ করেছিলেন এলাকার কৃষকরা। এই বেগুনের চাষ তারা করেন তোর্ষা নদীর চরের সামনের জমিতে। বেগুন ফলছিল, কিন্তু অতি বর্ষণে নদীর জল প্রবেশ করে শেষ করে দিয়েছে বেগুনের চাষ। আলিপুরদুয়ার জেলার আলিপুরদুয়ার এক এবং ফালাকাটায় হয় বেশি চাষাবাস। বেগুনের চাষ হয় আলিপুরদুয়ার এক ব্লকে। বর্ষণে কার্যত বিপর্যস্ত হয়ে উঠেছে গোটা উত্তরবঙ্গ। ফুলেফেঁপে উঠেছে উত্তরের নদীগুলি। বন্যার জলে কেউ মাছ ধরতে, জ্বালানির কাঠ সংগ্রহ করতে ব্যস্ত। কিন্তু মাথায় হাত কৃষকদের। এখন বেগুন ক্ষেতে গেলে শোনা যাচ্ছে শুধুই কৃষকদের হাহাকার। আলিপুরদুয়ারের জলদাপাড়ার শিসামারা নদীর বাঁধ ভেঙে প্লাবিত হয়েছে একাধিক গ্রাম। জলদাপাড়ার জঙ্গল প্লাবিত হয়ে যাওয়ায় বন্যার জলে ভেসে এসেছে বন্য প্রাণীরাও। গৃহস্থের গবাদি পশুর পাশাপাশি গণ্ডার, বাইসন, হরিণ সহ বিভিন্ন বন্যপ্রাণী জলের প্রবল স্রোতে ভেসে গেছে। চাষের জমিতে ঢুকেছে জল। বন্যার জলে চাষের জমি প্লাবিত হতে দেখে উদ্বিগ্ন ছিলেন চাষিরা। সকালেই জলস্তর কিছুটা নামতেই চাষের জমিতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন চাষিরা। বিঘার পর বিঘা জমি যা এর আগের সবুজে ঘেরা ছিল তা আজ শুধু বালুচর। পলি স্তরের নিচে পড়ে রয়েছে বেগুন, লঙ্কা, কপি সহ নানা শাক সবজি। যা দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন কৃষকরা। আলিপুরদুয়ার এক নং ব্লকের পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রামে প্রায় ৮০০ বিঘা বেগুন পলি স্তরের নিচে চাপা পড়ে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তারা। কৃষকরা বলছেন, সরকার ক্ষতিপূরণ না দিলে সমস্যা বাড়বে।

ফুলেফেঁপে উঠেছে কেলেঘাই নদী, বন্যার আশঙ্কায় দুশ্চিন্তায় নদী তীরবর্তী মানুষজন

অশোক দাস, পূর্ব মেদিনীপুর, ৭ অক্টোবর ঃ টানা বর্ষণে ফুলেফেঁপে উঠেছে কেলেঘাই নদী। বন্যার আশঙ্কায় দুশ্চিন্তায় নদী তীরবর্তী মানুষজন। গত কয়েকদিন ধরে অবিরাম বৃষ্টির জেরে রুদ্ররূপ ধারণ করেছে কেলেঘাই নদী। শুধু কেলেঘাই নয়, জলস্তর বেড়েছে বাগুই খালেরও। নদীর তীব্র স্রোতে কোথাও কাঠের সাঁকো ভেসে গেছে, আবার কোথাও নদীবাঁধ সংলগ্ন এলাকায় ধস নেমেছে। জলমগ্ন হয়েছে রাস্তাঘাট, পাকা রাস্তা থেকে শুরু করে মাটির পথ। সবকিছুই এখন জলের তলায়। এখন একমাত্র ভরসা হয়েছে ডিঙি নৌকা, সেই নৌকাতেই চলছে যাতায়াত ও জরুরি সামগ্রী পারাপার। এ ছবি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পটাশপুর ও ভগবানপুরের নদী তীরবর্তী এলাকার। পটাশপুর এক ব্লকের আমগেছিয়ার সেচ দফতরের মিটার স্কেলে প্রতিনিয়ত মাপ নেওয়া হচ্ছে নদীর জলস্তরের। রবিবার সন্ধ্যায় যেখানে জলস্তর চরম বিপদসীমা ৫.৭৯ মিটার ছুঁয়েছিল। সোমবার দুপুরের মধ্যে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ৫.৮৩ মিটারে। তবে মঙ্গলবার থেকে কিছুটা স্বস্তি মিলেছে, কারণ জলস্তর নেমে এসেছে ৫.৭৮ মিটারে। তবুও সতর্ক সেচ দফতর। রাত জেগে নদীবাঁধের ওপর চলছে টহলদারি। যাতে কোনও দুর্বল অংশ ভেঙে না পড়ে, সেদিকে নজর রয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকেও নেওয়া হয়েছে একাধিক সতর্কতামূলক পদক্ষেপ।

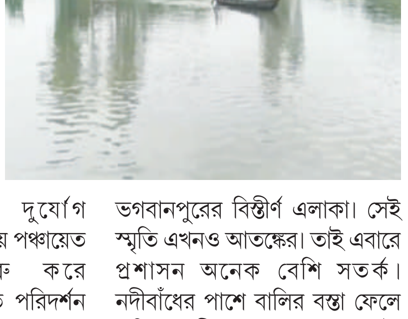

প্রস্তুত রাখা হয়েছে দুর্যোগ মোকাবিলার টিম। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য থেকে শুরু করে জনপ্রতিনিধিরা, নিয়মিত পরিদর্শন করছেন নদীর বাঁধ এবং জলমগ্ন এলাকাগুলি। সেচ দফতর সূত্রে জানা গেছে, নদী তীরবর্তী বাসিন্দাদের নিয়ে গঠন করা হয়েছে ৩০ জনের একটি নজরদারি দল। তারা দিনরাত ২৪ ঘণ্টা বাঁধ পাহারার দায়িত্বে রয়েছেন। ২০২২ সালের বন্যার তিক্ত অভিজ্ঞতা এখনও ভোলেনি এলাকাবাসী। সেবার আমগেছিয়ার অদূরে ধকড়াবাঁধায় বাঁধ ভাঙনে একে একে প্লাবিত হয়েছিল পটাশপুর, ভগবানপুরের বিস্তীর্ণ এলাকা। সেই স্মৃতি এখনও আতঙ্কের। তাই এবারে প্রশাসন অনেক বেশি সতর্ক। নদীবাঁধের পাশে বালির বস্তা ফেলে শক্তিশালী করা হচ্ছে দুর্বল অংশগুলি। সেচ দফতরের ইঞ্জিনিয়াররাও লাগাতার নজর রাখছেন নদীর স্রোত এবং বাঁধের অবস্থা নিয়ে। টানা বৃষ্টিতে উপকূলীয় অঞ্চলে ফের তৈরি হয়েছে উদ্বেগের পরিস্থিতি।

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যে ত্রাণ সংগ্রহ অভিযানে নামল এস ইউ সি আই সি দুর্গাপুর কমিটির সদস্যবৃন্দ

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ৮ অক্টোবর ঃ দার্জিলিং-কালিম্পং, মিরিক পাহাড়-তরাই-ডুয়ার্স অঞ্চল আবারও একটানা এবং অসময়ের বৃষ্টির কারণে

বিধ্বস্ত। এর ফলে পাহাড় ও সমতল জুড়ে প্রাণঘাতী ধস, চা বাগান, গ্রাম, নদীর পাড় ও চর এলাকায় ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চলেছে। এখন পর্যন্ত শুধুমাত্র পাহাড়েই ৩৭ জনেরও বেশি মৃত্যুর সরকারি খবর পাওয়া গেছে- বেসরকারি মতে আরও অনেকেই নিখোঁজ রয়েছেন- ঘরবাড়ি ধসে পড়েছে, গোটা পরিবার মাটিচাপা পড়েছে, রাস্তা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, বহু গ্রাম বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। তরাই-ডুয়ার্স অঞ্চলেও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, মৃত্যুর সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। কোচবিহার জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার জেলাতেও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সংখ্যা বাড়ছে। বন্যপ্রাণের ক্ষতি ও ভয়াবহ। আজ আমরা যা প্রত্যক্ষ করছি তা কেবল একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ নয়- এটি প্রাতিষ্ঠানিক অবহেলা, বাজার-চালিত নীতি ও পরিকল্পনার কারণে পরিবেশ-সংক্রান্ত অব্যবস্থা এবং এই ভঙ্গুর হিমালয় ও উপ-হিমালয় ভূখণ্ড রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত নীতি কাঠামোর মধ্যে পরিবেশগত দূরদর্শিতার অপরাধমূলক অভাবের ফল। এই বিপর্যয় আবারও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল যে প্রশাসনিক শূন্যতা কত গভীর। কোনো সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা নেই - নেই আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা, নেই বর্ষার আগে প্রতিরোধমূলক উদ্যোগ, নেই কোনো সমন্বিত ত্রাণ কাঠামো। বহু সেতু ভেসে গেছে, গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলো বিচ্ছিন্ন হয়েছে। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় উদ্ধার ও ত্রাণকাজ ঢিলেঢালা চলছে। যানবাহন চলার সড়কগুলোয় কোথাও ফাটল ধরেছে, কোথাও তা ধসে পড়েছে বা পুরোপুরি মুছে গেছে, বহু চা-বাগান ও গ্রাম এখন সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অবস্থায়। এমতাবস্থায় ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চল গুলিতে ত্রাণ ব্যবস্থা পৌঁছে দেওয়ার জন্য এসইউসিআই দলের পক্ষ থেকে ত্রাণ শিবির এবং মেডিকেল ক্যাম্প করা হয়েছে। আজ সারা রাজ্য জুড়ে এসইআই কমিউনিস্ট এর পক্ষ থেকে ত্রাণ সংগ্রহের অভিযান চলছে। দুর্গাপুর বেনাচিতিতে কর্মীবৃন্দ ত্রাণ সংগ্রহ অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। ত্রাণ সংগ্রহ অভিযানে উপস্থিত ছিলেন এসইউসিআইসি পশ্চিম বর্ধমান জেলা সম্পাদক সুন্দর চ্যাটার্জী। জেলা কমিটির সদস্য সুচেতা কুন্ডু সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

পুজোর রেশ কাটতেই জামালপুরে শুরু আমার পাড়া, আমার সমাধান ক্যাম্প

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৮ অক্টোবর ঃ জামালপুরে রাজ্য সরকারের আমার পাড়া, আমার সমাধান প্রকল্পের ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হলো চকদিঘী ও জোতশ্রীরাম অঞ্চলে। এদিন চকদিঘী হাই স্কুল ও অমরপুর হাই স্কুল প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত ক্যাম্পে উপস্থিত ছিলেন জামালপুরের বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি, তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি ও পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধক্ষ্য মেহেমুদ খান, পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি ভূতনাথ মালিক, জয়েন্ট বিডিও, বি.এল.আর.ও প্রত্যুষ বাগ, দুই পঞ্চায়েত প্রধান অসীমা বাগ ও আরিফা বিবি, তাবারক আলী মণ্ডল, অঞ্চল সভাপতি শেখ আজাদ রহমান ও তপন দে সহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনিক কর্তারা। নেতৃবৃন্দ ও প্রশাসনিক আধিকারিকরা ক্যাম্প ঘুরে দেখেন এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন। যারা এখনও সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা পাননি, তাঁদের সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার জন্য তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

এই প্রসঙ্গে মেহেমুদ খাঁন বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর এ এক অভিনব পরিকল্পনা। পাড়ার মানুষ নিজেরাই তাদের এলাকার উন্নয়নে অংশ নিচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রী যা বলেন, তাই করে দেখান। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন গ্রামে বুথ থেকে ওঠা কাজের দাবি পূরণ শুরু হয়েছে। আর এই প্রকল্পে কোনো দলীয় ভেদাভেদ নেই, উন্নয়নের অংশীদার হবেন সকলেই। বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি জানান, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যে কথা দেন, তা রাখেন। প্রতিটি বুথে ১০ লক্ষ টাকা অনুদানের প্রতিশ্রুতির কাজ ইতিমধ্যেই ব্লকের বিভিন্ন পঞ্চায়েত ও গ্রামে শুরু হয়ে গেছে। বিরোধীরা যতই সমালোচনা করুক, উন্নয়নের কাছে তাদের কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে যাবে।

বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে দু-দিনের আন্তর্জাতিক সম্মেলন-উপস্থিত থাকবেন জেনেভা ও পোল্যান্ডের বিশেষজ্ঞরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ৮ অক্টোবর ঃ বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগ জীবপ্রযুক্তি ও আইনের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজন করতে চলেছে। আগামী ১৪ ও ১৫ অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হবে দু'দিনের এই সম্মেলন, যার মূল আলোচ্য বিষয় বায়োটেকনোলজি ও আইনের পরিসর (The Contours of Biotechnology and Law)। এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আহ্বায়ক ও পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক সুবীরকুমার রায়। দু'দিনের এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করবেন জেনেভা, পোল্যান্ড, বাংলাদেশ ও মরিশাসের বিশিষ্ট অধ্যাপক ও গবেষকরা। যাঁরা তাঁদের গবেষণা ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জীবপ্রযুক্তি ও আইনের ভবিষ্য সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করবেন। সম্মেলনে উপস্থিত থাকবেন ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ জুরিডিকাল সায়েন্স (এনইউজেএস), ধর্মশাস্ত্র ন্যাশনাল ল' ইউনিভার্সিটি, জবলপুর, মধ্যপ্রদেশ (ডিএনএলইউ), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়-সহ রাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ও বর্তমান উপাচার্য, প্রখ্যাত অধ্যাপক ও গবেষকরা। এই বিশাল উদ্যোগের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক রূপকুমার বর্মন মহাশয়ের ভূমিকা প্রশংসনীয় এবং উল্লেখযোগ্য। জানা গেছে, দেশের উত্তর প্রান্তের জম্মু-কাশ্মীর ও উত্তরপ্রদেশ থেকে শুরু করে দক্ষিণের গোয়া, পূর্বের আসাম, ও পশ্চিমের পাঞ্জাব দেশের প্রায় প্রতিটি প্রান্ত থেকেই গবেষকরা তাঁদের প্রবন্ধ পাঠিয়েছেন। এখন পর্যন্ত প্রায় একশোরও বেশি গবেষণাপত্র জমা পড়েছে। এবং দুই শতাধিক গবেষক ও শিক্ষাবিদ এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অনলাইন ও অফলাইন উভয় মাধ্যমে অংশগ্রহণ করবেন বলে জানা গিয়েছে। অধ্যাপক সুবীরকুমার রায় বলেন, মানবজাতি আজ জীবসামঞ্জস্য ও জেনেটিক কোডের মানচিত্রণ, অনুকরণ ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানের এক নবযুগে প্রবেশ করেছে। বায়োটেকনোলজি জীবিত অঙ্গ, পণ্য ও মডেল ব্যবহার করে জ্ঞান, প্রযুক্তি ও সেবার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করছে। এর প্রভাব কৃষি, খাদ্যপ্রযুক্তি, ঔষধ ও স্বাস্থ্য, জৈববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, শক্তি, তথ্যপ্রযুক্তি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা পর্যন্ত বিস্তৃত।

বেথুয়াডহরী স্টেট জেনারেল হাসপাতালে আগুন, ঘটনাস্থলে দমকলের দুটি ইঞ্জিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ৮ অক্টোবর ঃ মঙ্গলবার নদীয়ায় হাসপাতালে আগুন লাগার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে নদীয়ার নাকাশিপাড়ার বেথুয়াডহরী স্টেট জেনারেল হাসপাতালে। সূত্রের খবর বুধবার দুপুর হাসপাতালের ভ্যাকসিন স্টোর রুম থেকে ধোয়া বেড়োতে দেখেন হাসপাতালের কর্মীরা। তৎক্ষনাত খবর দেওয়া হয় দমকল বাহিনীকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় দমকলের দুটি ইঞ্জিন। বেশ কিছু সময়ের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে দমকল বাহিনী। তবে প্রাথমিকভাবে অনুমান শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগেছে। তবে হাসপাতাল চত্বরে আগুন লাগার ঘটনায় যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় গোটা হাসপাতাল জুড়ে। যদিও এই আগুন লাগার ঘটনায় কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি, বলেই হাসপাতাল সূত্রে খবর।

জগদ্ধাত্রী পুজোয় এবার কৃষ্ণনগরেই দেখা মিলবে তিরুপতি বালাজি মন্দির

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ৮ অক্টোবর ঃ নদীয়ার কৃষ্ণনগর জগৎ বিখ্যাত

জগদ্ধাত্রী পুজোর জন্য, তাই শারদীয়া দুর্গোৎসব এর রেশ কাটতে না কাটতেই এবার কৃষ্ণনগর জুড়ে জগদ্ধাত্রী পুজোর উন্মাদনা শুরু। আর প্রতি বছরের মতো এবছরও বড় চমক দিতে তৈরি কৃষ্ণনগরের অন্যতম প্রাচীন আমিনবাজার বারোয়ারী। জানা যায় তাদের পুজো প্রায় ১৭৭ বছরের প্রাচীন। এবছরে তাঁদের ভাবনা তিরুপতি বালাজি মন্দিরের আদলে পুজো মন্ডপ। ইতিমধ্যে মন্ডপ সজ্জার কাজ শুরু করে দিয়েছে উদ্যোক্তারা। এবছরে তাদের আনুমানিক খরচ প্রায় ১৯ লক্ষ টাকা। শহরে আমিনবাজার বারোয়ারীর প্রতিমা মিষ্টিমা নামে খ্যাত, প্রতিবারের মতো এবারও কাঁধে চেপে মাকে দেওয়া হবে নিরঞ্জন। মন্দির প্রাঙ্গনে থাকবে থিমের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিশেষ আলোর খেলা। অপরদিকে নবমীতে বিশেষ রীতি মেনে কৃষ্ণনগর আনন্দময়ী তলাতে দুটি সাং নিয়ে গিয়ে হবে বিশেষ পুজোপাটও। পুজো উদ্বোধনের দিন করা হবে দুস্থদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ। এবারে তাদের মণ্ডপসজ্জা নদীয়াবাসীকে বিশেষ আকর্ষিত করবে বলেই আশাবাদী পূজা উদ্যোক্তারা।

DHULASIMLA GRAM PANCHAYAT
DHULASIMLA ULUBERIA-1 HOWRAH
NOTICE INVITING -E.TENDER
Office of the Dhulasimla Gram Panchayat Nit no-**33 to 45** Publised Date-**10/10/2025 at 5.00 PM** Bid Submission End Date-**21/10/2025 at 5.00 PM** Opening Date- **29/10/2025 at 11.30 AM http://www.wbtenders.gov.in**
Prodhan
Dhulasimla Gram Panchayet

ট্র্যাক মেশিনের কাজ এবং রক্ষণাবেক্ষণের আউটসোর্সিং
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : টিএমসিএটিএমওইউটি এসওইউআরসিআইএনজি২০২৫-২৭, তারিখ: ০৩-১০-২০২৫; নিম্নোক্ত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; টেন্ডার নং ঃ টিএমসিএটিএমওইউটি এসওইউআরসিআইএনজি২০২৫-২৭; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে ২ বছরের (২৪ মাস) জন্য ট্র্যাক মেশিনের রক্ষণাবেক্ষণ এবং কাজের জন্য আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে ১১৫টি এটিএম (অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্র্যাক মেশিন) স্থাপন। আনুমানিক খরচ : ৬,৭৫,৭২,৬৩২/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ২৮-১০-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলা ১৫:৩০ টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৮-১০-২০২৫ তারিখে ১৪:৩০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডেপুটি সিই/টিএমসি, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

বিভিন্ন ধরণের বন্ডের ব্যবস্থা
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ এপি-ইএল-টিআরডি-১৪-২৫-২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ ক্র. নং. ১, টেন্ডার নং.ঃ এপি-ইএল-টিআরডি-১৪-২৫-২৬, কাজের নাম ঃ আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের শিলিগুড়ি জংশন-নিউ মাল জংশন-টিআরআর (টিএসআর)-১৯ সেট (১:১২) এর সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরণের বন্ডের ব্যবস্থা। বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্যঃ ৩,০৩,০৮২.৪৩ টাকা, বায়নার ধনঃ ৬,১০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ২৮-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় বন্ধ হবে এবং ২৮-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায় ডিআরএম/ ইলেক্ট. (টিআরডি)/ আলিপুরদুয়ার জং. কার্যালয়ে খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
সিনি. ডিইই/টিআরডি, ওপি অ্যান্ড জিএস, আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহদের সেবায়

HALLYAN GRAM PANCHAYAT
BAGNAN BLOCK-II, BASUDEBPUR, BAGNAN, HOWRAH (W.B), PIN-711312
e-Tender No.:- WB/HOW/BAG2/HGP/NIET-9/25-26, Dated:-08/10/2025
For and on behalf of Hallyan Gram Panchayat, The Pradhan, Hallyan Gram Panchayat invites percentage rate tender for 16(Sixteen) works. Bid Submission closing date (online): **21.10.2025 at 17.00 Hrs**. Bid opening date: **29.10.2025 at 11.00 Hrs**. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**.
Sd/- PRADHAN
HALLYAN GRAM PANCHAYAT

কেমিস্ট অ্যান্ড মেডিক্যাল স্টোর-এর এমপ্যানেলমেন্ট
টেন্ডার নং. এইচ-এমইডি-এলপি-২০২৫-২৬এ; তারিখঃ ০৬-১০-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: কাজের নামঃ চিফ মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট, নিউ জলপাইগুড়ির জন্য ০২ (দুই) বছরের জন্য নকদ/স্থানীয় ক্রয়ের জন্য কেমিস্ট অ্যান্ড মেডিক্যাল স্টোর-এর এমপ্যানেলমেন্ট। ই-টেন্ডার ২৪-১০-২০২৫ তারিখের ১৪.৩০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
চিফ মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট, নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস্
সংশোধনী
টেন্ডার নং.ঃ ৭০/২৫/০০২৯, তারিখঃ ০৬/১০/২০২৫। টি/কেস নং.ঃ ৭০/২৫/০০২৯-এর সাপেক্ষে নিম্নলিখিত সংশোধনী প্রস্তুত করা হয়েছে, টেন্ডার বন্ধের তারিখ ১৮/১০/২০২৫। (১) প্রি-বিড-কনফারেন্সের তারিখ এবং সময়ঃ বর্তমানঃ ২য় প্রি-বিড-কনফারেন্সের তারিখ এবং সময়। পড়তে হবেঃ ১০/১০/২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টে।
ডেপুটি সিএমএম/এইচকিউ
কৃতে প্রিন্সিপাল চিফ মেটিরিয়ালস্ ম্যানেজার
PR3/219 সিএলডব্লু/চিত্তরঞ্জন
আমাদের লাইক করুন: www.facebook.com/clwrailways

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ৮৮/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখঃ ০৩-১০-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ টেন্ডার নং.ঃ ৩৩-এপি-III-২০২৫। কাজের নামঃ "নিউ মাল জং.-আলিপুরদুয়ার জং. (এসএল)-টিএসআর (পি)-৬৫.৮০ টিকেএম"। টেন্ডার মূল্যঃ ২৩,৭৭,৯৭,৪০৬.১৩ টাকা; বায়নার ধনঃ ১৩,৩৯,০০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২৪-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা হবে ২৪-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে
অনলাইন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি
ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তাঁর পক্ষে, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে, মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ, গোরখপুরের প্রধান কর্মশালা ব্যবস্থাপক, উপ-পরিচালক সিএমই / ওয়ার্কস নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইন ই-ওপেন টেন্ডারের মাধ্যমে দরপত্র আহ্বান করছেন-ক্রম নং. ১, ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং এবং কাজের নামঃ দরপত্র নং. ''২২-জিকেপি-এমডব্লিউএস-২০২৪-২৫-২'' ''ওয়ার্কশপ ট্রেনিং সেন্টার (ডব্লিউটিসি), মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ, গোরখপুরে ব্যাডমিন্টন সিন্থেটিক কোর্ট নির্মাণ।'' আনুমানিক খরচ- ৮,৬৫,২৩১.৬২ টাকা, বকেয়া টাকাঃ ১৭,৩০০.০০ টাকা, দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখঃ ১১.০০ ঘন্টা পর্যন্ত, তারিখ ২৮.১০.২০২৫, দরপত্র ফর্মের মূল্যঃ শূন্য, চুক্তির মেয়াদঃ ০৩ মাস।
উপরোক্ত দরপত্রের বিবরণ ভারতীয় রেলওয়ের ওয়েবসাইট http://www.ireps.gov.in -এও পাওয়া যাবে।
ডিওয়াই. সিএমই / ওয়ার্কস, মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে, গোরক্ষপুর
CPRO/Mech.-73
ট্রেনে বিড়ি / সিগারেট খাবেন না

e-TENDER NOTICE
e-NIT no. WB/TMB/BDO/1886/NIT-120/2025-26 Dt. 25.09.2025 for **Sl. no. 1** to **89** for different schemes **BDO,T.M. Development Block. Thakurpukur Maheshtala Block, 39, Biren Roy Road (East), South 24 Parganas** invites E-Tender for the work for the same as details below:
Name Sl No. 01 to 89 for different Schemes..Thakurpukur Maheshtala Development Block,
Bid Submission date Started on **08-10-2025 at 9.00A.M.** and Bid Submission End date on **29-10-2025 at 9.0 A.M.** details on NIT & Tender Documents may be download from: **http://wbtenders.gov.in** & e mail No. **bdothakurpukur@gmail.com.**
Sd/-
Block Development Officer
Thakurpukur Maheshtala Dev. Block, South 24 Parganas

আজাদী কা অমৃত মহোৎসব
আইআরইএল (ইন্ডিয়া) লিমিটেড IREL (India) Limited
পূর্বে ইন্ডিয়ান রেয়ার আর্থস লিমিটেড
(ভারত সরকারের একটি উদ্যোগ)
সিআইএনঃ ইউ১৫১০০এমএইচ১৯৫০জিওআই০০৮১৮৭ ওয়েবসাইটঃ www.irel.co.in
An ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 Company
Ref: ADVT.No. 25-26/09 টেন্ডার নোটিশ তারিখঃ ০৮.১০.২০২৫
আইআরইএল, ওএসসিওএম নিম্নলিখিত বিষয়গুলি / কাজের বিবরণের জন্য প্রস্তাব করতে অনুরোধ করছে।

বিড নং.	কাজ / বিষয়গুলির বিবরণ
GEM/2025/B/6707270	এমএসপি পরিচালনার জন্য জনবল নিয়োগ
GEM/2025/B/6707937	এমএসপি পরিচালনার জন্য খননকারীর নিয়োগ
GEM/2025/B/6764993	জরুরি আলোর ব্যবস্থা

দরদাতারা http://irel.co.in, http://gem.gov.in অথবা https://eprocure.gov.in/eprocure/app থেকে দরপত্রের নথি ডাউনলোড করতে পারবেন। উপরোক্ত দরপত্রের যেকোনো সংশোধনী / সম্প্রসারণ শুধুমাত্র উপরোক্ত ওয়েবসাইটগুলিতেই হোস্ট করা হবে।
cbc48146/12/0011/2526 স্বা/- জিএম অ্যান্ড হেড, ওএসসিওএম

Office of The Chingani Gram Panchayat
Chaulyabad::P.O. Chhagulia::Dist.-Bankura
Notice Inviting e-Tender No.: 05/2025-2026(2 nd Call)
The Prodhan, Chingani Gram Panchayat invites E-Tender from the bonafied, reliable, resourceful and experienced contractors for Construction of Rural Road with cement concrete. Date of start of downloading the documents **10.10.2025 to 17.10.2025 up to 06.30 p.m.** Date & Time of closing of submission of Technical Bid on or before **17.10.2025 06.30 p.m.** Date of opening of Technical Bid: **29.10.2025 11.00 p.m.** For details please visit office of the undersigned and website **https://wbtender.gov.in.**
Sd/- Pradhan
Chingani Gram Panchayat

Office of the Paschim Bishnupur Gram Panchayat
Bhasa 14 No, Bishnupur, South 24 Parganas
E TENDER NOTICE
E -Tender No - PASGP/801/2025, PASGP/802/2025, PASGP/803/2025, Date :-24/09/2025 E Tender invited by Prodhan, Paschim Bishnupur Gram Panchayat Under BDO Bishnupur- for civil work. For visit **www.wbtenders.gov.in** Bid Start Date - **24/09/2025 at 17.00** and Bid Closing Date - **27/10/2025 at 13.00**
Sd/-
Prodhan
Paschim Bishnupur Gram Panchayat

ক্যাঙারুর দেশে গিয়ে টেস্ট সিরিজ জয় বৈভবদের

সংবাদ সংস্থা, সিডনি, ৮ অক্টোবরঃ অস্ট্রেলিয়া সফরকে স্মরণীয় করে তুলেছে ভারতের অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট দল। ক্যাঙারুর দেশে গিয়ে যুব টেস্ট সিরিজে ২-০ ব্যবধানে অস্ট্রেলিয়ার অনূর্ধ্ব-১৯ দলকে হারিয়ে দেশবাসীকে দীপাবলির আগাম উপহার দিল আয়ুষ মাত্রে ব্রিগেড। বুধবার (৮ অক্টোবর) ম্যাকেয়ের গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ এরিনায় অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় ও শেষ যুব টেস্টে ভারত ৭ উইকেটের দুর্দান্ত জয় অর্জন করেছে। অবশ্য চলতি সফরে শুধু টেস্ট সিরিজে নয় ভারতের যুব দল ওডিআই ম্যাচগুলিতেও দাপট দেখিয়েছে। ওডিআই সিরিজের প্রথম ম্যাচ থেকেই ভারতীয় পেসার এবং স্পিনারদের যে আধিপত্য শুরু হয়, তা বজায় ছিল টেস্ট সিরিজের শেষ পর্যন্ত। প্রথম টেস্টে ভারত অনূর্ধ্ব-১৯ দল অস্ট্রেলিযাকে ইনিংস এবং ৫৮ রানে পরাজিত করে। দ্বিতীয় টেস্টটি শেষ হয়েছে মাত্র দুই দিনে।

অস্ট্রেলিয়া তাদের প্রথম ইনিংসে ১৩৫ রানে অলআউট হয়। এরপর ভারত প্রথম ইনিংসে করে ১৭১ রান। অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংসে আবারও ব্যর্থ হয় ও মাত্র ১১৬ রানে গুটিয়ে যায়। ৮১ রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে ভারত তিন উইকেট হারিয়ে জয় তুলে নেয়। ১৪ বছর বয়সি বৈভব প্রথম ইনিংসে ২০ রান করার পর দ্বিতীয় ইনিংসে করেন 'গোল্ডেন ডাক'। ১৩ রান করে অধিনায়ক আয়ুষ আউট হলেও বিহান বেদান্তের সঙ্গে ৪৯ রানের জুটি গড়েন। ২১ রানে বিহান আউট হওয়ার পর বেদান্ত (৩৫ বলে ৩৩ রান) ও রাহুল কুমার (১৪ বলে ১৩) ভারতকে জয় এনে দেন। ভারত এর আগে তিনটি যুব ওয়ানডেতেও অস্ট্রেলিয়াকে ক্লিন-সুইপ করেছিল।

নেটমাধ্যমে বিশেষ বার্তা দিমিত্রি পেত্রাতোসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ অক্টোবরঃ সাফল্যের মধ্য দিয়ে গত সিজন শেষ করেছিল মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। দেশের প্রথম ডিভিশন লিগ তথা আইএসএলের লিগ শিল্ড জয়ের পাশাপাশি লিগ কাপ ও এসেছিল তাঁদের ঘরে। সেই নিয়ে যথেষ্ট খুশি ছিল সমর্থকরা। এই নতুন সিজনে সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখাই এখন অন্যতম লক্ষ্য মেরিনার্সদের। পাশাপাশি গতবারের হতাশা ভুলে আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট তথা এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগের টায়ার টুয়ে নিজেদের সেরাটা দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল সকলের। সেইমতো নিজেদের প্রস্তুত করেছিলেন বাগান ফুটবলাররা। প্রথম ম্যাচে ঘরের মাঠে পরাজিত হতে হয়েছিল আহাল এফকের কাছে। যেটা বিরাট বড় ধাক্কা ছিল সমর্থকদের জন্য। তবে সকলেই মনে করেছিল যে দ্বিতীয় ম্যাচে সেপাহান এফসির বিপক্ষে হয়তো লড়াকু পারফরম্যান্স দেবে বাগান ব্রিগেড। কিন্তু সেটা সম্ভব হয়নি। বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরেই মোহনবাগানের ইরান যাত্রা নিয়ে দেখা দিয়েছিল ধোঁয়াশা। আসলে দলের চার ফুটবলারের ইরানে যাওয়ার ভিসা পাওয়ার অনিশ্চয়তার কথা সামনে আসার পর থেকেই যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হয় উঠেছিল সকলে। পরবর্তীতে বিভিন্ন মাধ্যম সূত্রে শোনা যাচ্ছিল যে ভারতীয় ব্রিগেড নিয়েই হয়তো বিদেশ সফর করবে মেরিনার্সরা। কিন্তু তাও সম্ভব হয়নি। যারফলে বর্তমানে ক্ষোভে ফুঁসতে শুরু করেছে সমর্থকরা। সেই প্রভাব লক্ষ্য করা গিয়েছিল গত মঙ্গলবারের অনুশীলনে। পরবর্তীতে বাগান সমর্থকদের ক্ষোভের মুখে পড়তে হয়েছিল দুই তারকা ফুটবলার জেমি ম্যাকলারেন এবং জেসন কামিন্সকে। সমর্থকের তরফে ইরান না যাওয়া নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠে আসতে শুরু করেছিল দুই অজি

বিশ্বকাপারের কাছে। উভয়ের এই কথা কাটাকাটির মধ্যে পরিস্থিতি সামাল দিতে সমর্থকদের দিকে এগিয়ে এসেছিলেন আরেক তারকা ফুটবলার দিমিত্রি পেত্রাতোস। তবে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার বদলে নিজেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠেন এই বিদেশি তারকা। এমনকি রাগের বশবর্তী হয়ে এক সমর্থকের হাত থেকে মোবাইল ফোনও কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে দেখা যায় দিমিকে। সেই নিয়ে নিন্দের ঝড় বইতে শুরু করেছে বাগান সমর্থকদের মধ্যে। এবার সেই সমস্ত কিছু মাথায় রেখে সমর্থকদের উদ্দেশ্যে বিশেষ পোস্ট করেন এই ফুটবলার। মোহনবাগানের জার্সির উপর এএফসির অ্যাপ্রন পরিহিত একটি ছবি আপলোড করে তিনি লেখেন, 'আমি সবসময় গর্বের সাথে এই জার্সিটি পরেছি এবং এই ক্লাবের জন্য আমার সেরাটা দিয়েছি এবং ভবিষ্যতেও তা করে যাব। যেকোনো পরিস্থিতিতে আমি আমার সতীর্থদের সর্বদা রক্ষা করব। মাঠে এবং মাঠের বাইরে আমি সবসময় এই ক্লাবের জন্য ভালোবাসা এবং আবেগ দিয়ে থাকি।'

সবচেয়ে দামি! ১২ হাজার ৪৩১ কোটি টাকার মালিক

নিজস্ব প্রতিবেদন

৯৪৬ গোল করে ফেলেছেন। লক্ষ্য হাজার। ৪১ বছরেও তাই চূড়ান্ত ফিট। দেশের হয়ে নিয়মিত খেলছেন। আগামী বছরের বিশ্বকাপটা শুধু খেলবেন তাই নয়, জিতে স্মরণীয় করে রাখতে চান। এই ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো আধুনিক ফুটবলের বিস্ময়। মাঠ ও মাঠের বাইরে একাধিক সাফল্য ও রেকর্ড রয়েছে তাঁকে ঘিরে। সিআর সেভেন এবার করে ফেললেন নতুন রেকর্ড। প্রথম ফুটবলার হিসেবে বিলিওনেয়ার হলেন পর্তুগিজের সুপারস্টার। ব্লুমবার্গের বিলিওনেয়ার ইনডেক্সের বিচারে রোনাল্ডোর মোট সম্পত্তির পরিমাণ ১.৪ বিলিয়ন ডলার। ভারতীয় মূল্যে যা ১২ হাজার ৪৩১ কোটি টাকা। রোনাল্ডোর এই অবাক করা সাফল্যের পর একটাই প্রশ্ন, চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী লিওনেল মেসি কোথায় আছেন এই তালিকায়? না, মেসি ধারেকাছে নেই রোনাল্ডোর। সিআর সেভেনের এই বিপুল সম্পত্তির পিছনে তিনটে কারণ- এক, বিপুল মাইনে। দুই, স্পনসরশিপ থেকে প্রাপ্ত অর্থ। তিন, নিজের ব্যক্তিগত ভেঞ্চারে সাফল্য। ইউরোপের ক্লাবে খেলার সময় মেসি আর রোনাল্ডোর মাইনের মধ্যে একটা সাযুজ্য ছিল। কিন্তু ২০২৩ সালে সৌদির ক্লাব আল নাসেরে যোগ দেওয়ার পর থেকে মেসিকে ছাপিয়ে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছেন রোনাল্ডো। ২০০ মিলিয়ন ডলারের ট্যাক্স ফ্রি মাইনে, ৩০ মিলিয়ন ডলার বোনাস, ক্লাবের শেয়ার এবং ব্যক্তিগত জেট ব্যবহার করার অনুমতি। ২ বছরে রোনাল্ডো প্রায় ৫৫০ মিলিয়ন ডলার রোজগার করেছেন।

গম্ভীর নন, সাফল্যের রোডম্যাপ তৈরির জন্য কোচ দ্রাবিড়কে কৃতিত্ব দিচ্ছেন রোহিত!

হি.স., মুম্বই, ৮ অক্টোবরঃ অস্ট্রেলিয়া সফরের দলে জায়গা পেয়েছেন দুই মহাতারকা। কিন্তু এটাই কি শেষ সফর? ফেয়ারওয়েল ট্যুর কিনা, তা নিয়ে প্রশ্নের অন্ত নেই। অনেকেই এর পিছনে দেখতে পাচ্ছেন গৌতম গম্ভীরকে। এরই মধ্যে একটি পুরস্কারের মঞ্চ থেকে রাহুল দ্রাবিড়ের প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন রোহিত শর্মা। যা নিয়ে চর্চা কম নেই ভারতীয় ক্রিকেট মহলে। ২০২৩ সালের ওয়ান ডে বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠেছিল ভারত। কিন্তু অস্ট্রেলিয়াকে হারাতে পারেনি। পরের বছর, ২০২৪ সালে কিন্তু টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতে ভারত। সেই জয়ের ধারা ভারত অব্যহত রেখেছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেও। রোহিত বলে দিয়েছেন, 'আমরা কোয়ালিটি আনতে চেয়েছিলাম টিমে। আমাদের মনে হয়েছিল, এটাই ভালো দিক, মাঠে নামো আর করে দেখাও। একবার নয়, বারবার। প্রত্যেকেই এই পদ্ধতি উপভোগ করেছে। আমরা যখন একটা ময়াচ জিতেছি, ওটা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে পরের ম্যাচের দিকে তাকিয়েছি। টিমের এই ফর্ম আমাকে আর রাহুলভাইকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পরিকল্পনা সাজাতে সাহায্য করেছে। তারই মধ্যে এসে পড়েছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি।'' ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসে মহেন্দ্র সিং ধোনির পর অন্যতম সফল ক্যাপ্টেনের নাম রোহিত শর্মা। ওয়ান ডে বিশ্বকাপের ফাইনালে যদি হেরে না যেতেন, তা হলে বৃত্ত সম্পূর্ণ করে ফেলতে পারতেন। সেই আক্ষেপ আগামী মিটবে কিনা, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে যথেষ্ট। তবে, রোহিত অন্য ধাতুতে গড়া। তিনি কিন্তু দুটো আইসিসি ট্রফি জয়ের যাবতীয় কৃতিত্ব দিচ্ছেন নিজের টিমকে। যে টিমের নেতৃত্ব দিয়েছেন রোহিত, সেই টিমকে তিনি ভালোবাসেন। রোহিতের কথায়, ''আমি টিমটাকে ভালোবাসি। দীর্ঘ সময় ধরে ওই টিমের সঙ্গে খেলাটা উপভোগ করেছি। এটা সম্ভব হয়েছিল, দীর্ঘদিন ধরে কাজ করার ফলে ওই জায়গায় পৌঁছতে পেরেছিলাম। বেশ কয়েকবার আমরা ট্রফি জেতার কাছাকাছি পৌঁছতে পেরেছিলাম, কিন্তু কোনও একটা বাধার সামনে গিয়ে আটকে যাচ্ছিলাম। ওই সময় আমরা ঠিক করেছিলাম, কিছু একটা করতেই হবে। যাতে ট্রফির কাছ পর্যন্ত পৌঁছতে পারি। এটা কোনও একজনের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এটা আমরা সবাই মিলে করে দেখিয়েছি।''

মনোজের পরামর্শ

'অপমান এড়াতে আর সম্মান রাখতে অস্ট্রেলিয়া সিরিজ শেষে অবসর নিক রোহিত'

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ অক্টোবরঃ তবে কি অস্ট্রেলিয়া সফরই হতে চলেছে রোহিত শর্মার বর্ণময় কেরিয়ারের শেষ অধ্যায়? ভারতীয় ক্রিকেটে ঘুরপাক খাচ্ছে এই একটিমাত্র প্রশ্ন। এবার সেই বিতর্কে মুখ খুললেন প্রাক্তন ভারতীয় ব্যাটার মনোজ তিওয়ারি। তাঁর সোজাসাপটা মত, 'অসম্মান এড়াতে আর আত্মসম্মান ধরে রাখতে রোহিতের উচিত অস্ট্রেলিয়া সিরিজের পরই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানানো!'' তাঁকে ওয়ানডে নেতৃত্ব থেকে সরানোর সিদ্ধান্তে ইতিমধ্যেই তোলপাড় ভারতীয় ক্রিকেট। শুভমান গিলকে নতুন অধিনায়ক ঘোষণা করেছে বিসিসিআই। রোহিত থাকছেন দলে, কিন্তু সাধারণ সদস্য হিসেবে। আর এই ভরকেন্দ্র বদলের মধ্যেই তিওয়ারির বক্তব্যে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া একটি পোস্টে মনোজ লেখেন, 'রোহিতকে আমি সবসময় সম্মান করি। কিন্তু এখন ওর ভাবার সময় এসেছে-আর কতদিন! নেতৃত্ব চলে গেছে, পরের প্রজন্ম তৈরি হচ্ছে। অসম্মানিত হওয়ার আগে নিজের শর্তে সরে দাঁড়ানোই বুদ্ধিমানের কাজ। আমি মনে করি, অস্ট্রেলিয়া

সফরই ওর আন্তর্জাতিক কেরিয়ারের শেষ হওয়া উচিত!' তিওয়ারির এই মন্তব্য মুহূর্তে ভাইরাল হয়ে যায়। কেউ বলছেন, তিক্ত হলেও বাস্তব তো এটাই। আবার অনেকের মত, রোহিতের এখনও অনেক কিছু দেওয়ার আছে-বিশেষত তাঁর অভিজ্ঞতা আর ব্যাটিং গভীরতা বিশ্বকাপের মতো হাইভোল্টেজ আসরে ভারতের জন্য বড় সম্পদ। রোহিত শর্মা আপাতত চুপ। কিন্তু দেশের ক্রিকেটমহলে এখন একটাই প্রশ্ন ঘুরছে-তিনি কি তিওয়ারির পরামর্শ শুনবেন? বিশ্বকাপকেই পাখির চোখ করবেন? নাকি অস্ট্রেলিয়ার মাঠে শেষবারের মতো ব্যাট হাতে নামবেন নিজের যোগ্যতা প্রমাণে?

বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের ভুলের খেসারত, ১ বছর নিষিদ্ধ অলিম্পিক্স পদকজয়ী কুস্তিগীর

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৮ অক্টোবরঃ প্যারিস অলিম্পিক্সে ব্রোঞ্জ জিতে দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছিলেন আমান শেহরাওয়াত। কিন্তু সদ্য তিনি বিশ্ব কুস্তি চ্যাম্পিয়নশিপে থেকে ছিটকে যান নির্ধারিত ওজন সীমার থেকে ১.৭ কেজি বেশি হওয়ায়। এরপরই আমানকে এক বছরের জন্য নিষিদ্ধ করেছে রেসলিং ফেডারেশন অব ইন্ডিয়া। বিশ্ব কুস্তি চ্যাম্পিয়নশিপের ৫৭ কিলোগ্রাম বিভাগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা এই ফ্রিস্টাইল কুস্তিগীরকে নিয়ম অনুযায়ী প্রতিযোগিতা থেকে অযোগ্য ঘোষণা করার পরই এসেছে ডব্লিএফআই-এর এই সিদ্ধান্ত। ডব্লিএফআই তাদের অফিসিয়াল চিঠিতে উল্লেখ করেছে, কারণ দর্শানোর নোটিশের তারিখ থেকে এক বছরের জন্য আপনাকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সমস্ত কুস্তি-সম্পর্কিত কার্যকলাপ থেকে স্থগিত করা হল। রেসলিং ফেডারেশন ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে আমান শেহরাওয়াতকে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করে, যেখানে তাঁকে এই ভুলের জন্য ব্যাখ্যা দিতে বলা হয়। এর জবাবে, আমান ২৯ সেপ্টেম্বর তাঁর ব্যাখ্যা দিলেও শৃঙ্খলা কমিটি তাঁর উত্তর সন্তোষজনক বলে মনে করেনি। ফেডারেশন বলেছে, শৃঙ্খলা কমিটি আপনার উত্তর যথাযথভাবে পর্যালোচনা করেছে এবং প্রধান কোচ এবং সহকারী কোচিং স্টাফদের কাছ থেকেও স্পষ্ট ব্যাখ্যা পেয়েছে। বিস্তারিত তদন্তের

পর, কমিটি আপনার উত্তর অসন্তোষজনক বলে মনে করে এবং কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এই সিদ্ধান্তের ফলে, আমান শেহরাওয়াত আগামী এক বছর জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয় স্তরে ডব্লিএফআই দ্বারা আয়োজিত বা অনুমোদিত কোনও কুস্তি কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। ফেডারেশন এই স্থগিতাদেশকে কেবল একটি প্রযুক্তিগত ত্রুটি নয় বরং শৃঙ্খলাহীনতা এবং পেশাদার আচরণের অভাবের একটি উদাহরণ বলে অভিহিত করেছে। ডব্লিএফআই জানিয়েছে, একজন অলিম্পিক্স পদক বিজয়ীর কাছ থেকে ক্রীড়ানুষ্ঠান এবং শৃঙ্খলার সর্বোচ্চ মান মেনে চলার আশা করা হয়। তারা বলেছে, একজন আন্তর্জাতিক স্তরের কুস্তিগীর হিসাবে, আমান শেহরাওয়াত সর্বোচ্চ পেশাদার আচরণ বজায় রাখবেন বলে আশা করা হয়। এই ত্রুটি কুস্তির শৃঙ্খলা এবং ভারতের ভাবমূর্তির পরিপন্থী। আমান শেহরাওয়াতকে বরখাস্ত করার ফলে তিনি ২০২৬ সাল পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। এই সিদ্ধান্ত তাঁর কেরিয়ারের জন্য এক ধাক্কা, কারণ তাঁকে ভারতের শীর্ষ ৫৭ কেজি ফ্রিস্টাইল কুস্তিগীরদের একজন হিসাবে বিবেচনা করা হয়। ডব্লিএফআই-এর এই পদক্ষেপ স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয় যে, আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতীয় কুস্তির বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রাখার জন্য সংস্থাটি এখন ক্রীড়াবিদদের আচরণ এবং ফিটনেস মান কঠোরভাবে প্রয়োগ করবে।

অ্যালেক্স ওরটিজের হাতে দলের দায়িত্ব তুলে দিল কেরালা

সংবাদ সংস্থা, কোচি, ৮ অক্টোবরঃ আগের সিজনটা একেবারেই ভালো কাটেনি কেরালা ব্লাস্টার্সের। ডুরান্ড কাপ হোক কিংবা দেশের প্রথম ডিভিশনের ফুটবল লিগ তথা আইএসএল। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই হতাশাজনক পারফরম্যান্স দেখা দিয়েছিল দক্ষিণের এই ফুটবল দলের। সেই দিকে নজর রেখেই পরবর্তীতে মিকেল স্ট্যাহরে সহ সকল স্টাফেদের সঙ্গে চুক্তি ছিন্ন করেছিল ম্যানেজমেন্ট। পরবর্তীতে সুইডিশ কোচের বিকল্প হিসেবে আইএসএলের বাকি ম্যাচ গুলির দায়িত্ব পালন করেছিলেন টমাস টচর্জ এবং থেক্কাথারা পুরুষোথামণ। তবে সেবার সুপার কাপের আগেই নতুন কোচ নিয়োগ করেছিল কেরালা ব্লাস্টার্স। এক্ষেত্রে দলের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন স্প্যানিশ কোচ ডেভিড কাতলা। মনে করা হচ্ছিল এই নতুন কোচের হাত ধরেই হয়তো প্রথম সাফল্যের মুখ দেখবে কেরালা। কিন্তু সেটা আর সম্ভব হয়নি। সর্বভারতীয় কাপ টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল দলকে হারানো সম্ভব হলেও আটকে যেতে হয়েছিল দ্বিতীয় ম্যাচে। যেখানে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের কাছে নাস্তানাবুদ হতে হয়েছিল আদ্রিয়ান লুনাদের। বলতে গেলে তাঁদের রিজার্ভ বেঞ্চের ফুটবলারদের কাছেই পরাজিত হয়ে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল দক্ষিণের দলকে। যেটা কিছুতেই মেনে নিতে পারেননি সমর্থকরা। সেই ধাক্কা ভুলে সমস্ত অনেক আগে থেকেই নয়া মরসুমের জন্য ঘর গোছানোর কাজ শুরু করে দিয়েছিল ম্যানেজমেন্ট। এক্ষেত্রে দেশের প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগ তথা আইএসএলে প্রভাব বিস্তারকারী একাধিক ফুটবলারদের দিকে নজর গিয়ে পড়েছিল দলের। তাঁদের চূড়ান্ত করাই প্রধান লক্ষ্য ছিল কেরালার। কিন্তু শুধুমাত্র নতুন ফুটবলার দলে টানাই নয় পুরনো ছন্দ ফেরানোর লক্ষ্যে দলের সাপোর্টিং স্টাফেদের মধ্যে ও বেশকিছু বদল আনার পরিকল্পনা ছিল আইএসএলের এই ফুটবল দলের। সেইমতো এবার গোলরক্ষক কোচ হিসেবে অ্যালেক্স ওরটিজ সানচেজের হাতে দলের দায়িত্ব তুলে দিয়েছে কেরালা ব্লাস্টার্স। উল্লেখ্য, গত কয়েকদিন আগেই গোয়া পৌঁছে গিয়েছে দক্ষিণের এই ফুটবল ক্লাব। যেখানে ইতিমধ্যেই সুপার কাপের জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন দলের ফুটবলাররা। তাঁদের সাথেই এবার শিবিরে যোগদান করেছেন এই নয়া দায়িত্বপ্রাপ্ত কোচ।

আলবার অবসর ঘোষণায় মেসির আর্তনাদ- 'পেছন থেকে আমাকে পাসগুলো এখন কে দেবে'

সংবাদ সংস্থা, ফ্লোরিডা, ৮ অক্টোবরঃ কদিন আগে মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) চলতি মরসুম শেষে ফুটবলকে বিদায় জানানোর কথা জানান ইন্টার মায়ামির স্প্যানিশ কিংবদন্তি সের্হিও বুসকেতস। এবার তাঁর পথ ধরে ফুটবল থেকে বিদায়ের সিদ্ধান্তের কথা জানালেন আরেক স্প্যানিশ তারকা জর্দি আলবাও। গতকাল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক ভিডিও বার্তায় এমএলএসে চলতি মরসুম শেষে পেশাদার ফুটবল থেকে অবসরের সিদ্ধান্তের কথা জানান আলবা। নিজের ইনস্টাগ্রামে এক ভিডিও বার্তায় আলবা বলেন, ''সত্যিই আমার জীবনের একটি অর্থবহ অধ্যায় এখন শেষ করার সময় এসেছে। এই মরসুম শেষে পেশাদার ফুটবল ক্যারিয়ার শেষ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি।'' ২০২৩ সালে আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় জানানো আলবা ভিডিও বার্তায় যোগ করেন, ''আমি অনুভব করছি এটি নতুন ব্যক্তিগত অধ্যায় শুরু করার এবং পেশাদার ফুটবলে এত বছর পর পরিবার নিয়ে সময় কাটানোর জন্য সঠিক মুহূর্ত। আমি ইন্টার মায়ামিতে নিজের সময় নিয়ে খুবই খুশি। সমর্থকদের সহায়তার জন্য এবং দলের সাফল্যের অংশ হতে পারার জন্য সত্যিই কৃতজ্ঞ। এখন আমার লক্ষ্য হলো মরসুমটি যতটা সম্ভব ভালোভাবে শেষ করা এবং প্লে-

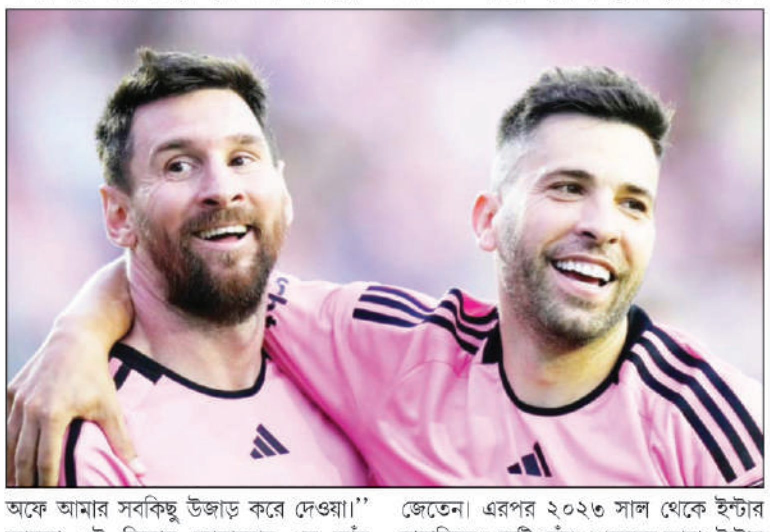

অফে আমার সবকিছু উজাড় করে দেওয়া।'' আলবা এই সিদ্ধান্ত জানানোর পর তাঁর উদ্দেশে আবেগপ্রবণ মন্তব্য করেছেন লিওনেল মেসি, লুইস সুয়ারেজ, নেইমারসহ অনেকেই। মেসির সঙ্গে আলবা বার্সেলোনায় লম্বা সময় খেলেছেন। বার্সায় থাকাকালে সময়ে তাঁরা একসঙ্গে পাঁচটি লা লিগা, একটি চ্যাম্পিয়নস লিগ ও পাঁচটি কোপা দেল রে শিরোপা জেতেন। এরপর ২০২৩ সাল থেকে ইন্টার মায়ামিতেও জুটি বেঁধে খেলছেন তারা। ইন্টার মায়ামিতেও দুজনে জেতেন ২০২৩ সালের লিগস কাপ এবং ২০২৪ সালের সাপোর্টার্স শিল্ড। পাশাপাশি দলকে এক মরসুমে সর্বাধিক পয়েন্ট অর্জনের রেকর্ড গড়তেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন দুজন। আক্রমণভাগে তাঁদের বোঝাপড়া দলের সাফল্যে বড় ভূমিকা রাখে। সর্বশেষ ৪ অক্টোবর নিউ ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ৪-১ গোলে জয়ের ম্যাচে মেসির পাসেই গোল করেছিলেন আলবা। আলবার ভিডিও বার্তার মন্তব্যে নিজের প্রতিক্রিয়ায় মেসি লেখেন, ''ধন্যবাদ জর্দি। তোমাকে খুব মিস করব। এত বছর একসঙ্গে খেলার পর এখন বাঁ দিকে তাকিয়ে তোমাকে না দেখাটা খুব অদ্ভুত লাগবে। এত বছর ধরে কতশত গোলে তুমি আমাকে সহায়তা করেছে, তা বিশ্বাসই হয় না! এখন পেছন থেকে কে দেবে এমন পাস?'' সব মিলিয়ে ক্যারিয়ারে মেসিকে ৩৩টি গোলে সহায়তা করেছেন আলবা। মেসিকে এর চেয়ে বেশি গোলে সহায়তা করেছেন শুধু তিনজন- লুইস সুয়ারেজ (৬০), দানি আলভেস (৪২) ও আন্দ্রেস ইনিয়েস্তা (৩৭)। ৩৬ বছর বয়সী আলবার অবসরের ঘোষণার ভিডিও বার্তায় মন্তব্যে তাঁর মায়ামি সতীর্থ ও উরুগুয়ে কিংবদন্তি লুইস সুয়ারেজ লেখেন, ''ভাই কী বলব! তুমি দারুণ। বাকি সময়টা উপভোগ করো।'' নেইমার মন্তব্য করেন, ''তুমি অসাধারণ, ভাই। আলিঙ্গন রইল।''

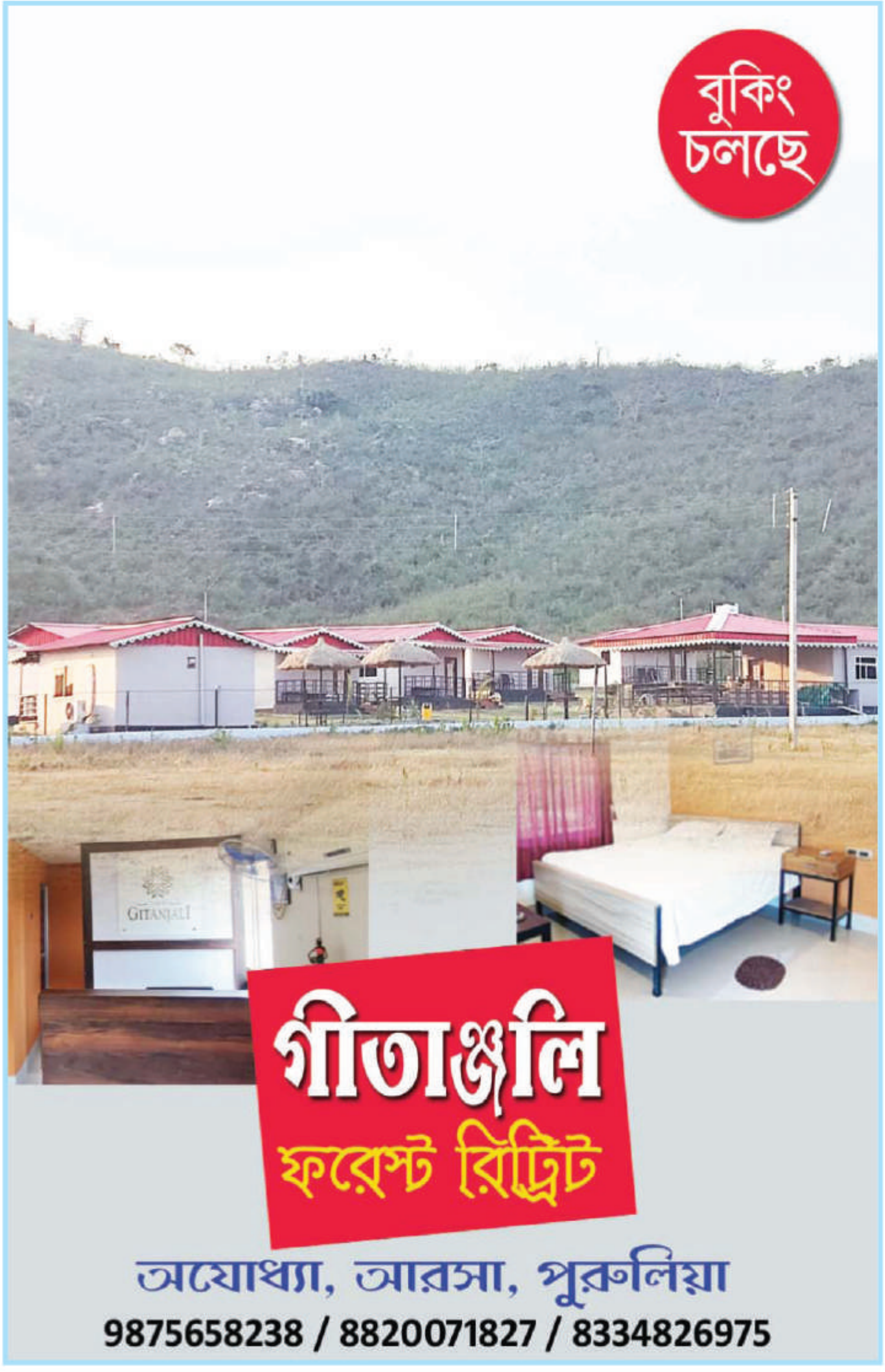

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com